(প্রতিমূর্ত্তি-সহিত)

স্কট্‌লণ্ডের ইতিবৃত্ত সম্বলিত

স্কট্‌লণ্ড-রবি

ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাভূষণ এম, এ,

প্রণীত।

১১০ নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট,

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

পটলডাঙ্গা, ৪৫ নং বেনেটোলা লেন, সাম্য-যন্ত্রে

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৬ সাল অক্টোবর।

বীরবর ওয়েল্‌স
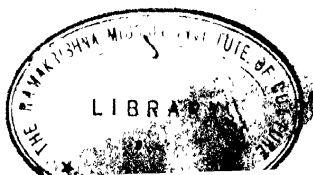
ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত ।

মুখবন্ধ ।

আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল বীরচূড়ামণি ওয়ালেস্ । ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডী যেমন আজীবন এক স্বদেশ উদ্ধার-ব্রতে জীবন আহুতি দিয়াছিলেন, ওয়ালেস্‌ও সেইরূপ আশৈশব কেবল একই চিন্তায় ও একই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দুর্দ্ধান্ত ইংরাজগণের অত্যাচার হইতে জন্মভূমি স্কট্‌লণ্ডের উদ্ধার সাধনেই তাঁহার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বল প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বলও অপরিমেয় ছিল। তিনি ভীমের ন্যায় মানসিক বল-সম্পন্ন ছিলেন। একাধাবে এই দুইগুণ প্রায় দেখা যায় না। তিনি ক্লান্তি ও ভয় কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। তিনি একাকী যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা এখনকার লোকের সবিশেষ বিস্ময়োদ্দীপক। তিনি গ্যারিবল্ডীর ন্যায় নিকাম কর্ম্মযোগী ছিলেন। জন্মভূমির উদ্ধারসাধন ব্যতীত তিনি নিজের সেই আলৌকিক বীরত্ব ও মনীষিতার অন্য কোন ফল কামনা করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে স্কট্‌লণ্ডের শাসনদণ্ড চিরদিন নিজ করায়ত্ত রাখিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি স্বজাতির অবৈতনিক ও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ভৃত্য-স্বরূপ তাঁহাদিগের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে সতত প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং তিনি যথন দেখিলেন যে তাঁহার অধিনায়কত্ব স্কট্‌লণ্ডের সামন্ত-বর্গের অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন অকারণে দেশমধ্যে অন্তর্বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত না করিয়া তিনি জাতীয় উদ্ধারকার্য্য তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া কিছুকাল ফ্রান্সে গিয়া অবস্থিতি করেন; কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্কট্‌লণ্ডের সৌভাগ্য-সূর্য্য আবার অস্তমিত হইল। তিনি ইংরেজগণকে বার বার পরাজিত ও স্কট্‌লণ্ড ভূমি হইতে তাড়িত করিয়াছিলেন; অধিক কি একবার তাঁহার দিগ্‌বিজয়িনী সেনা লণ্ডনের তোরণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডের রাজ-মহিষীকে আসিয়া তাঁহার নিকট শান্তিভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। গর্ব্বিত ইংলণ্ড ইহা অপেক্ষা অধিকতর অপমান আর কখন

সহ্য করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু নাছোড়বন্দ ও নির্লজ্জ এড্‌-ওয়ার্ড কিছুতেই পশ্চাস্পাদ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি যতবার পরাজিত হইয়াছেন, ততবারই আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরাজয়ের গুরুত্ব অনুসারে তাঁহার আয়োজনের গুরুত্ব নিয়মিত হইত। এরূপ অধ্যবসায়ই ইংরাজের কৃতকার্য্যতার মূল।

ওয়ালেসের ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে এড্‌ওয়ার্ড স্কট্‌লণ্ডকে আবার ছারখার করিয়া ফেলিলেন। স্কট্‌লণ্ডের সামন্তবর্গ ক্রমে ক্রমে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। আবার সিংহধ্বজা স্কটিশ দুর্গোপরি স্ফীত বক্ষে বিকম্পিত হইতে লাগিল। স্কটিশ জাতীয় দল ওয়ালেস্‌কে অনুনয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। ওয়ালেস্ অভিমানভরে প্রথমে জাতীয় আহ্বানে কর্ণপাত করিলেননা। সুতরাং জাতীয় দূত ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার সে অভিমান স্বদেশানুরাগানলে অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইল। তিনি স্বদেশের দুর্গতির কথা শুনিয়া অধিক দিন স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বেই স্কটিশ্ উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেসের স্কট্‌লণ্ডে পদার্পণের সংবাদ এড্‌ওয়ার্ডের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। এড্‌ওয়ার্ড বার বার বিফল-মনোরথ হইয়া আর ওয়ালেসের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে সাহস করিলেন না। বীরত্বে যাহা সাধিত হইল না, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তাহা সাধিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এড্‌ওয়ার্ড ওয়ালেসের ভৃত্যকে সুবর্ণে ক্রীত করিলেন। ওয়ালেস্ যৎকালে নিদ্রিত ছিলেন সেই সময় এই পাষণ্ড ভৃত্য তাঁহাকে ধরাইয়া-দিল। ওয়ালেসের আগমনবার্ত্তা স্কট্‌লণ্ডে প্রচারিত না হইতেই এই ঘৃণিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। ব্যাধ সুপ্ত সিংহকে যেমন জালবদ্ধ করে, সেইরূপ পাপিষ্ঠ ইংরাজেরা তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ত্বরিত গতিতে লণ্ডনাভিমুখে লইয়া ধাবিত হইল। প্রত্যূষে জাতীয় দল যখন সংবাদ পাইলেন তখন ওয়ালেস্ বহুদূরে নীত হইয়াছেন। হস্ত-পদবদ্ধ ওয়ালেস্ লণ্ডন টাওয়ার্ কারাগারে প্রক্ষিপ্ত হইলেন।

ইংলিশ জজ্‌গণের অদ্ভুত বিচারে ওয়ালেস্ রাজদ্রোহী বলিয়া

স্থিরীকৃত হইলেন। পৈশাচিক-প্রকৃতি এড্ওয়ার্ডের আদেশে তাঁহার দেহ খণ্ডশঃকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। স্বাধীনতা দেবী অত্যন্ত রুধিরপ্রয়াসিনী। যে জাতি তাঁহার চরণে আত্মবলি দিতে পারে—যে জাতি তাঁহার মন্দিরের সম্মুখে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে বলি দিতে পারে—তিনি সেই জাতির প্রতিই প্রসন্ন হন। তাই আজ ওয়ালেস্ স্বজাতির উদ্ধারের জন্য সেই দুরারাধ্যা স্বাধীনতা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে আত্মবলি দিলেন। তাঁহার বীরত্বে যাহা না হইল তাঁহার আত্মবলিতে তাহা সাধিত হইল। স্বাধীনতা দেবী স্কট্লণ্ডের প্রাণের প্রাণ ওয়ালেসের রক্ত পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। সেই জন্যই ব্যানকবরন্ রণক্ষেত্রে ব্রূস্ সহজেই জয় লাভ করিয়া অনন্ত কালের জন্য স্কট্লণ্ডে স্বাধীনতা দেবীকে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। এই ব্রূসের বংশ ধারাবাহিকক্রমে স্কট্লণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। অবশেষে স্কট্লণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেম্স, এলিজেবেথের মৃত্যুর পর, প্রথম জেম্স নামে, একীভূত উভয় রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সেই রাজবংশ এখনও উভয় রাজ্যের উপর রাজত্ব করিতেছেন। সুতরাং প্রকারান্তরে ইংলণ্ডকেই স্কাটিশ রাজবংশের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ওয়ালেসের তাদৃশ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ইহা অপেক্ষা সুন্দর প্রায়শ্চিত্ত আর কি হইতে পারে?

সুতরাং যে মহাপুরুষের রুধিরে অনন্ত কালের জন্য স্কট্লণ্ডে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাপিত হইল, সেই মহাপুরুষের মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রবণ বা পঠন করা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমরা তাই আজ সেই মহাপুরুষের মহিমা যথাসাধ্য কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই তাহা শ্রবণ বা পঠন করিলেই শ্রম সার্থক মনে করিব। যিনি মহাপুরুষ তাঁহার জীবনচরিত সকল দেশের লোকেরই শিক্ষাস্থল। জাতিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, যাঁহারা এরূপ অমূল্য শিক্ষা উপেক্ষা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কিমধিকমিতি।

কার্ত্তিক। ১২৯৩। } গ্রন্থকার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

ওয়ালেসের সংক্ষিপ্ত জীবনী আত্মোৎসর্গে প্রচারিত হইযাছে। এক্ষণে বিস্তৃত জীবনী আর্য্যদর্শন হইতে সঙ্কলিত হইয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। আমার দূবে অবস্থিতি নিবন্ধন প্রুফ সংশোধনের অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছিল। এই জন্য গ্রন্থমধ্যে ভ্রম প্রমাদাদি থাকা সম্ভব। যদি কাহারও দৃষ্টিতে কোন ভ্রমাত্মক কথা পতিত হয়, আমাকে জানাইলে আমি তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত হইব, এবং দ্বিতীয় সংস্করণে সেই সকল ভ্রম সংশোধিত করিয়া লইতে পারিব।

১লা কার্ত্তিক।
১২৯৩।

গ্রন্থকারস্য।

স্কট্‌লণ্ডের ইতিবৃত্ত-সম্বলিত

ওয়ালেসের জীবন-বৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

স্কট্‌লণ্ড ও ইংলণ্ডের তদানীন্তন আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

ইউরোপীয় রাজ্য সকলের ন্যায় স্কট্‌লণ্ড ও ইংলণ্ডেও তৎকালে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত ছিল। সামন্তগণ প্রায় সকল বিষয়েই স্বাতন্ত্রী ছিলেন; কেবল যুদ্ধের সময় তাঁহাদিগকে অর্থ ও সৈন্য দ্বারা রাজাকে সাহায্য করিতে হইত মাত্র। তাঁহাদিগকে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বলিলেও চলিতে পারে। এই সামন্ততান্ত্রিক প্রথা পূর্ব্বে ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে এক এক সময় এক একজন প্রতাপশালী রাজা সম্রাট্‌-পদে অভিষিক্ত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ রাজবৃন্দ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপঢৌকন দিয়া ও তাঁহার প্রভুতা স্বীকার করিয়াই অব্যাহতি পাইতেন। তাঁহাদিগের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন। বিজয়ী সম্রাট্‌ অভিযানোদ্যত হইলে বা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগকে অর্থ ও সৈন্য দ্বারা প্রভুর সাহায্য করিতে হইত বটে; কিন্তু প্রভুকে বিপদ্‌-গ্রস্ত দেখিলেই তাঁহারা বাঁকিয়া বসিতেন, এবং প্রত্যেকেই আপনাকে স্ব স্ব প্রধান করিবার চেষ্টা করিতেন। সুতরাং যে যে সময়ে জাতীয় একতার বিশেষ প্রয়োজন, সেই সেই সময়েই জাতীয় আভ্যন্তরীণ বিপ্লব উপস্থিত হইত। ইহার পরিণাম জাতীয় পরাজয় ও জাতীয় পতন। এই কারণেই ভারত-গৌরবরবি পৃথুরাজের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতেরও পতন হয়। সেই একই কারণে স্কট্‌লণ্ডের পতন, সেই

একই কারণে অভিযানোদ্যত হেন্‌রী ও তদীয় বীরপুত্র এড্‌ওয়ার্ডকেও পদে পদে শৃঙ্খলিত ও পদে পদে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। কৃষক ও শ্রমোপজীবী ও তাহাদিগের উপভোজ্য ভূমি—সামন্তদিগের অধীনে থাকায় তাঁহারা যখন ইচ্ছা—তখনই রাজাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এই সংঘর্ষে অমৃত ফল ফলিল। ইংলণ্ডে এই রাজসামন্ত-সংঘর্ষ হইতেই প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর উৎপত্তি। কিন্তু ভারতে ও স্কট্‌লণ্ডে এই সংঘর্ষের পরিণাম জাতীয় পতন।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী উইলিয়ম্ কর্ত্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পর প্রায় সার্দ্ধ দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া সাক্‌সন সামন্ত ও পুরোহিতগণ ভূমি লইয়া ক্রমাগত নর্ম্মান্ রাজবৃন্দের সহিত যুদ্ধে নিমগ্ন হন। ইঁহারা দুর্দ্দমনীয় রাজ্য-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া এই দুই শতাব্দী কাল কেবল ওয়েল্‌স্, আয়র্লণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি প্রত্যাসন্ন রাজ্যসকলকে ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিতে লোলুপ হন। সুতরাং তাঁহাদিগের অর্থ ও সৈন্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। বিরক্ত সামন্তগণ তৎপ্রদানে অস্বীকৃত হওয়ায়, নর্ম্মান্ রাজবৃন্দ তাঁহাদিগের ভূমি-সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হন। কিন্তু কৃষক ও শ্রমোপজীবী—তাৎকালিক জাতীয় সেনার অদ্বিতীয় উপাদান—সামন্তগণের অব্যবহিত অধীনে থাকায়, ইংলণ্ডেশ্বরগণ তাঁহাদিগকে অবসন্ন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা আপনাদিগের ভ্রম বুঝিলেন। তাঁহারা দেখিলেন গৃহে বিবাদ থাকিতে তাঁহাদিগের বাহিরে বিজয়ের কোন আশা নাই। এই সকল ভাবিয়া ইংলণ্ডেশ্বর জন ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় প্রজাবৃন্দকে মহতী স্বত্বপত্রী (Magna charta) প্রদান করেন। এই স্বত্বপত্রই ইংলণ্ডে প্রজাসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলভিত্তিস্বরূপ। এই স্বত্ব-পত্র পাইয়া সাক্‌সন সামন্তগণ এখন হইতে সন্তুষ্ট চিত্তে রাজার অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৃতীয় হেন্‌রী পিতা জনের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া পিতৃ-দত্ত স্বত্বসকল হইতে প্রজাগণকে বিচ্যুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহার পরিণাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—তিনিও তৎপুত্র প্রথম এডওয়ার্ড লণ্ডন টাওয়ারে অবরুদ্ধ হন। সেই সময়

হেন্‌রীর জামাতা স্কট্‌রাজ তৃতীয় আলেক্‌জাণ্ডার শ্বশুর ও শ্যালকের মুক্তির জন্য ত্রিশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ না করিলে ইংলণ্ডের ইতিহাস কি আকার ধারণ করিত কে বলিতে পারে? হেন্‌রী দুর্ব্বল-প্রকৃতি ছিলেন, সুতরাং তিনি অতঃপর প্রজাদিগের সহিত আর কোন বিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। প্রজাদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য বিরহে তাঁহার রাজ্য-লালসা অন্তরেই বিলীন হইয়া গেল। অবশেষে তৎপুত্র প্রবল-পরাক্রান্ত অয়োহৃদয় এডওয়ার্ড পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই সর্ব্ব প্রথমে ওয়েল্‌সরাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, এবং অচিরকাল মধ্যে আয়র্লণ্ডও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। এক্ষণে তাঁহার বিজয়-পিপাসু নেত্র স্কট্‌লণ্ডের উপর পতিত হইল। তখন তাঁহার ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, এবং তাঁহার বিজয়িনী সেনা রণোৎসাহে উন্মাদিত; সুতরাং তিনি স্কট্‌লণ্ড বিজয় অতি সহজসাধ্য বলিয়া মনে করিলেন।

কিন্তু তাহা ঘটিল না। ফরাশিদেশে গিনি-উপকূলে এড্‌ওয়ার্ডের একুইটেন্‌ নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের সামন্তরূপে তাঁহাকে ফরাশি রাজ্যের প্রভুতা স্বীকার করিতে হইত। এই সময় ফিলিপ ফরাশি সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সম্প্রতি ইংলিস ও নর্ম্মান্‌ বাণিজ্য-তরি সকলের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, ইংলিস বণিকেরা দিনেমারদিগের সাহায্য লইয়া নর্ম্মান বাণিজ্যপোত সকলের বিশেষ ক্ষতি করে। ফিলিপ ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া ইহার জন্য জবাবদিহি করিবার নিমিত্ত নিজ সামন্ত ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ডকে ফরাশি-রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, ফিলিপ একুইটেন্‌ নিজরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। দৃপ্ত এড্‌ওয়ার্ড ইহা সহিতে না পারিয়া ফরাশিরাজ্য আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মহতী সেনা সংগ্রহ করেন। তিনি অভিযানোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় ওয়েল্‌স তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। এড্‌ওয়ার্ড সেই মহতী সেনা লইয়া ওয়েল্‌সের অভিমুখেই যাত্রা করিলেন; এবং বিদ্রোহী ওয়েল্‌সবাসিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিজিত করিয়া তাহাদিগের

প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করিলেন। স্কট্‌লণ্ড, ওয়েল্‌স, এবং গিনিউপ-কূল—চতুর্দ্দিকেই সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় এড্‌ওয়ার্ডের পূর্ণ কোষ শূন্য হইয়া উঠিল। এইবার তিনি প্রজাদিগের লব্ধ স্বত্ব অপহরণ পূর্ব্বক তাহা-দিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগের উপর গুরুতর কর ধার্য্য করি-লেন। ইহাতে পুরোহিত, সামন্ত, ও বণিক্—সকল সম্প্রদায়ই সমবেত হইয়া এড্‌ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়। অবশেষে ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন সসৈন্য ফরাশি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সমুদ্যত হন, তখন আরল্‌ হিয়ারফোর্ড ও নর্ফোক—এই দুইজন প্রধান সামন্ত ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মত হইয়া সৈন্য সহ আপন আপন গৃহে প্রত্যাগত হন। এইরূপে স্কট্‌লণ্ড যাত্রা কালীন নিজ প্রজাবৃন্দ দ্বারা বার বার তাঁহার গতি প্রতিহত হয়। এইরূপে তাঁহার প্রচণ্ড দর্প চূর্ণ করিয়া ইংলণ্ডীয় প্রজাসাধারণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অপহৃত স্বত্ব সকল পুনরায় লাভ করেন। এড্‌ওয়ার্ড এই ক্ষতি বহি-র্বিজয় দ্বারা পূরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লব্ধস্বত্ব প্রজাবৃন্দ এক্ষণে প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতে স্বীকৃত হইল।

যৎকালে এড্‌ওয়ার্ড ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, তখন তিনি সামন্ত-প্রভুরূপে স্কট্‌রাজ বেলিয়ল্‌কে সামন্তরূপে স্বসৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করিতে আহ্বান করেন। স্কট্‌রাজ ও স্কট্‌ প্রজাবৃন্দ তখন আপনাদিগের অবস্থা বুঝিলেন। এড্‌ওয়ার্ডকে প্রভুরূপে স্বীকার করা তাঁহারা পূর্ব্বে কেবল মৌখিক সম্মানবর্দ্ধন করা মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে দেখিলেন যে এড্‌ওয়ার্ডের দুর্দ্দমনীয় জিগীষা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহা-দিগকে মধ্যে মধ্যে জাতীয় রুধির ও জাতীয় অর্থ ব্যয়িত করিতে হইবে। তখন তাঁহাদিগের ভয় হইল। ভয়ে তাঁহারা ফিরিয়া দাঁড়া-ইলেন। স্কট্‌রাজ এতদিনে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, পারিয়া এডওয়ার্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পরিণাম ইংলণ্ডের সহিত তুমুল সংগ্রাম। এই জাতীয় স্বাধীনতাসমরে ওয়ালেস্-শিরস্ক জাতীয় দল বেলিয়লের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। এরূপ অদমিত তেজে

জাতীয় দল ইংলণ্ডের আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল, যে অবশেষে এডওয়ার্ডকে অতি আদরের সম্পত্তি একুইটেনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ফিলিপের সহিত সন্ধি বন্ধন পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যের সহিত স্কট্‌লণ্ডের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে হইল। যদি ডনবারের আরল্ কস্‌প্যাট্রিকের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক স্কট্‌লণ্ডবাসী নর্ম্মান্ সামন্তগণ অর্থ ও সৈন্য দ্বারা এড্‌ওয়ার্ডকে সাহায্য না করিতেন; যদি ফল্‌কার্ক সমরে জাতীয় দলের অভ্যন্তরে অধিনায়কত্ব লইয়া পরস্পর ঘোরতর বিদ্বেষভাব না জন্মিত, যদি পাপিষ্ঠ মেন্‌টীথ বীরবর ওয়ালেস্‌কে এড্‌ওয়ার্ড-চরণে বিক্রীত না করিত, তাহা হইলে আজ ভারতে শ্বেতমূর্ত্তি দেখিতে হইত না; তাহা হইলে স্কট্‌লণ্ডেরও জাতীয় জীবন বিলুপ্ত হইত না। কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতকতা! তোমার মহিমা অপার। তুমি জয়চন্দ্র-মূর্ত্তিতে ভারতের সিংহাসন যবন-হস্তে সমর্পণ করিলে। বিভীষণ-মূর্ত্তিতে লঙ্কা দাসরথি-চরণে বিক্রীত করিলে। মেনটীথ্ মূর্ত্তিতে ওয়ালেসের দেহ এডওয়ার্ডের চরণে বিক্রীত করিলে। কিউমিন্ ও কস্‌প্যাট্রিক্-মূর্ত্তিতে স্বদেশের স্বাধীনতা বৈদেশিকের চরণে উৎসর্গ করিলে। পিশাচী! তোর অসাধ্য কিছুই নহে। তোর আবির্ভাবে মানুষ ভীষণ রাক্ষসরূপে পরিণত হয়। তখন সে আপনার রক্ত আপনি পান, ও আপনার মাংস আপনি ভক্ষণ করে। পিশাচী! এ জগতে সকলই বিনশ্বর, কিন্তু তোর কি ধ্বংস নাই?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওয়ালেসের বাল্য ও যৌবনকালের অমানুষ কার্য্যকলাপ।

ওয়ালেস্ স্কট্‌লণ্ডের কোন প্রাচীন সামন্তবংশ হইতে উৎপন্ন। রিচার্ড ওয়ালেন্‌স বা ওয়ালেস্, ওয়ালেস্ বংশের ঐতিহাসিক আদি পুরুষ। আর্ভিং নদীর তীরে কিলমার্‌নক নগরের অদূরে রিকার্টন্ নামক গ্রামে তাঁহার দুর্গ অবস্থিত ছিল। উক্ত গ্রাম রিচার্ড টাউন্

বা রিচার্ড-নগর নামে প্রখ্যাত হয়। রিকার্টন রিচার্ড টাউনের অপ-ভ্রংশ মাত্র। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এডাম্ ওয়ালেস্-নামক উক্ত বংশের এক ব্যক্তি এডাম্ ও ম্যাল্কম্ নামে দুইটি পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। এডাম্ পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া রিকার্টন দুর্গে অবস্থিতি করেন। দ্বিতীয় পুত্র ম্যাল্কম্ এল্লারস্লি-দুর্গের অধীশ্বর হয়েন। ম্যাল্কম্ আয়ার নগরের সেরিফ সার রোনাল্ড ক্রফোর্ডের দুহিতা জেন ক্রফোর্ডকে বিবাহ করেন। এই বিবাহেরই প্রসূ—এলারস্লির নাইট্ চির-প্রখ্যাত-নামা সার উইলিয়ম্ ওয়ালেস্।

জেনের গর্ভে ম্যাল্কমের তিন পুত্র জন্মে—সার্ ম্যাল্কম ওয়া-লেস্, সার্ উইলিয়ম্ ওয়ালেস্, এবং জন্ ওয়ালেস্। কনিষ্ঠ জন ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আমাদের গ্রন্থের নায়ক সার্ উইলিয়ম্ ওয়ালেস্ সম্ভবতঃ ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে স্কট্-রাজ তৃতীয় আলেক্জাণ্ডারের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং যৎকালে তিনি বিশ্বাসঘাতক মেন্টীথ্ কর্ত্তৃক ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে এড্ওয়ার্ডের হস্তে সমর্পিত হন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চত্রিংশৎ। ইতিহাস-প্রসরে যখন তিনি সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার বয়স সপ্তবিংশমাত্র। এই নয় বৎসরে তিনি স্কট্-লণ্ডে একটি যুগের অবতারণা করেন।

এরূপ প্রবাদ আছে যে ওয়ালেস্ বাল্যকালে তদীয় পিতৃব্য ডুনিপেসের সম্ভ্রান্ত যাজকের নিকট থাকিয়া গ্রীক্ লাটিন্ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যসাগর মন্থন করিয়া বাছিয়া বাছিয়া রত্ন তুলিয়া আপ-নার চিত্ত-ভাণ্ডার পরিপূরিত করেন।

১২৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন রাজপ্রতিনিধিষট্ক স্কট্লণ্ডের শাসন-ভার পরিত্যাগ করিলে পর, এড্ওয়ার্ড স্কট্লণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজ-চক্রবর্ত্তী হইলেন; হইয়াই সর্ব্বত্র এই আদেশ প্রচার করিলেন যে—প্রত্যেক স্কট্লণ্ডবাসীকে তাঁহার নিকট নতজানু ও নতশির হইয়া তাঁহার প্রভুতা স্বীকার করিতে হইবে। এই আদেশ শুনিয়া, ওয়ালেসের পিতা এলারস্লির অধীশ্বর সার্ ম্যাল্কম্ ওয়ালেস্

এরূপ দস্যুর নিকট নতজানু হওয়া অপেক্ষা যে কোন দণ্ড গ্রহণ করা শ্রেয় মনে করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রসহ ডম্‌বার্টন্‌সায়রস্থিত লেমক্সদিগের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মধ্যম পুত্র ওয়ালেস্‌কে লইয়া কিল্‌সপিণ্ডিবাসী এক স্বসম্পর্কীয় বৃদ্ধ ক্রফোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র জন্‌ পূর্ব্বেই তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ক্রফোর্ড ইহাঁদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত নিজের আলয়ে রাখিয়া দিলেন। যৎকালে ওয়ালেস্‌ জননীর সহিত কিল্‌স্‌পিণ্ডী নগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি ডণ্ডীস্থ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তৎকালে বিদ্যালয়সকল ধর্ম্মাবাসের সহিত সংলগ্ন থাকিত। উচ্চশ্রেণীর বালকেরা ও যাজক-পুত্রেরাই কেবল তথায় পড়িতে পাইত। এই সময় তাঁহার বয়স আনুমানিক ষোড়স বৎসর মাত্র ছিল। তাঁহার ভবিষ্য দীক্ষাগুরু ও জীবনচরিত-লেখক জন্‌ ব্লেয়ারের সহিত তাঁহার এই খানেই প্রথম পরিচয় হয়।

এই সময় এড্‌ওয়ার্ড স্কট্‌লণ্ডের উপর অতি নিষ্ঠুর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার অনিযন্ত্রিত সেনা, দুর্গরক্ষিত নগর সকল আক্রমণ করিয়া তত্তৎস্থানে অতি ভয়ানক অত্যাচার ও অতি ভীষণ নৃশংসাচার আরম্ভ করিল। সেই নবীন বয়সেই ওয়ালেসের হৃদয় এই সকল জাতীয় উৎপীড়নে নিদারুণ ব্যথিত হইল। তিনি করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্বদেশের ভবিষ্যৎ-ভাবনায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে যথেচ্ছাচারী সৈনিক-বৃন্দের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার জন্য সমপাঠিকগণকে লইয়া একটী ছাত্র-সমাজ প্রতিষ্ঠাপিত করেন। পূর্ব্বোক্ত জন্‌ ব্লেয়ারের ন্যায় সার্‌ নীল্‌ ক্যাম্পবেলও তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। ওয়ালেস্‌ সেই নবীন বয়স হইতেই সর্ব্বদা তরবারি ও ছোরাদ্বারা সসজ্জিত হইয়া থাকিতেন। কারণ যথেচ্ছাচারী এড্‌ওয়ার্ডের সৈনিক-বৃন্দের সহিত এই কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার সংঘর্ষ আরম্ভ হয়; ইহারই মধ্যে তাহাদিগের অনেকেই ওয়ালেসের অমোঘ নিত তরবারির আঘাতে ধূলিসাৎ হয়।

ওয়ালেস্ এক দিন স্থানান্তর হইতে ডণ্ডী প্রত্যাগমন কালে ডণ্ডীর গবর্ণর সেল্‌বাইএর পুত্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। কম্বর্‌লণ্ড-নিবাসী সেল্‌বাই এডওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করায় এডওয়ার্ডের কৃপায় ডণ্ডী ও ফর্‌ফারের দুর্গের অধীশ্বর হইয়াছেন। গবর্ণর সেলবাই—তাঁহার দুর্দ্দমনীয় অর্থগৃধ্নুতানিবন্ধন, এবং তদীয় পুত্র—অন্যায় ঘৃণা ও অযোগ্য গর্ব্বের নিমিত্ত, প্রজাবৃন্দের সবিশেষ অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক দিন গবর্ণর-পুত্র চারি জন সঙ্গীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় ওয়ালেস্ মনোহর হরিৎবর্ণের পরিচ্ছদে বিভূষিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। গবর্ণরপুত্র তাহা সহিতে না পারিয়া ওয়ালেস্‌কে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে বলিয়া উঠিলেন,"রে গর্ব্বিত স্কট্! এ সকল বেশভূষা—এ সকল বীরোচিত অস্ত্র শস্ত্র-দাসের যোগ্য নয়। শৃগাল হইয়া সিংহ-চর্ম্মে আবৃত হওয়া কখন সাজে না।' এই বলিয়া সে যেমন বল-পূর্ব্বক ওয়ালেসের ছুরিকা গ্রহণ করিতে যাইবে, অমনি ওয়ালেস্ তাহার গলদেশ ধরিয়া শাণিত তরবারি দ্বারা তদীয় দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ছিন্ন দেহ ভূমিবিলুণ্ঠিত রহিল, এদিকে ওয়ালেস্‌ও পলায়ন করিলেন। তিনি বাল্যকালে যে পিতৃব্যের আলয়ে বাস করিতেন, একেবারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতৃব্য-পত্নী তাঁহাকে এইরূপ বিপদাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে রমণীর পরিচ্ছদ পরাইয়া তুলা পিঁজিতে দিলেন। তাঁহার অনুসরণকারীরা সেই গৃহ তন্ন তন্ন করিয়াও ওয়ালেসের কোন সন্ধান না পাইয়া ভগ্ন-হৃদয়ে ও শোকাকুল মনে ফিরিয়া গেল।

তদনন্তর তদীয় পিতৃব্য-পত্নী রজনীযোগে তাঁহাকে ডী নদী পার করিয়া দিলেন। পার হইয়া ওয়ালেস্ নিরাপদে কিল্‌স্‌পিণ্ডী নগরে জননীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে তাঁহার জননী ও তদীয় বন্ধুবান্ধবগণ সেই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া ভয়ে আকুল হইলেন। তথায় থাকিলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বিবেচনায়, তদীয় আত্মীয় স্বজন তাঁহাদিগকে তথা হইতে প্রস্থান

করিতে পরামর্শ দিলেন। ওয়ালেস্-জননী পুত্রসহ উদাসিনীবেশে তীর্থপর্য্যটনব্যপদেশে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ডুনিপেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহারা সাদরে পরিগৃহীত হইলেন, এবং যত দিন না তাঁহাদিগের অদৃষ্টদেব প্রসন্ন হন, তত দিন তথায় থাকিতে অনুরুদ্ধ হন। অভাগিনী জেন এই খানেই লাউডান্ পাহাড়ের শোচনীয় যুদ্ধবার্ত্তা শ্রবণ করেন। এই যুদ্ধে তদীয় পতি ও জ্যেষ্ঠ পুত্র ইংরাজগণ কর্ত্তৃক হত হন। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ওয়ালেস্ নিতান্ত শোকাতুর হইলেন। পরশুরাম যেমন পিতৃহন্তা ক্ষত্রিয়ের রুধিরে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদিগের নবীন বীর সেইরূপ আজ পিতৃঘাতী ইংরাজের রক্তে পিতৃশোকানল নির্ব্বাপিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চতুর্দ্দিকে দেশ শত্রুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতেছে শুনিয়া তাঁহারা ডুনিপেসের আতিথ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আশ্রয়দাতার নিকট ওয়ালেস্ বলিলেন "আমার পিতা ও ভ্রাতা ইংরাজগণ কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন, আজ আমি ঈশ্বর-সমক্ষে শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমি জীবিত থাকি ত নিশ্চয় ইহার প্রতিশোধ লইব।"

ডুনিপেস্ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা আপনাদের আবাসভূমি এলার্‌সলি দুর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় ওয়ালেসের সহিত তদীয় মাতুল সার রোনাল্‌ড ক্রফোর্ডের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তৎকালে আয়ারের গবর্ণর পার্সীর তত্ত্বাবধায়কতায় তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কাতরা জেন্ তাঁহাদিগের জন্য পার্সীর নিকট হইতে শান্তি ভিক্ষা করিতে ভ্রাতাকে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু ওয়ালেস্ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি এরূপ সময়ে শত্রুর নিকট শান্তি ক্রয় করিয়া প্রতিহিংসার দিন আলস্যে যাপন করা কাপুরুষের কার্য্য মনে করিলেন। তিনি জননীকে এলার্‌সলি দুর্গে রাখিয়া মাতুলের সহিত রিকার্টনস্থিত বৃদ্ধ পিতৃব্য সার্ রিচার্ডের দুর্গে গমন করিলেন। আর্ভিং নদীর তীরে একটী উচ্চ স্থানে এই রিকার্টন্ দুর্গ অবস্থিত ছিল। ওয়ালেসের পিতৃব্যের পৌত্র জন্ ওয়ালেসের, সমীপবর্ত্তী ক্রেগী দুর্গের উত্তরাধিকারিণীর

সহিত বিবাহ হওয়ায়, সেই অবধি ওয়ালেস্-বংশ রিকার্টন্-দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গ্রেগী দুর্গে অবস্থান করেন। সেই সময় হইতে রিকার্টনদুর্গ জীর্ণ-সংস্কারাভাবে ক্রমে বিলয়সাগরে মগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে আর ইহার চিহ্নমাত্রও নাই।

যাহা হউক রিকার্টন ওয়ালেসের একটী কীর্ত্তিস্থল। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি এখানে আইসেন, এবং একমাস অতীত হইতে না হইতেই একটী অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহাকে এখান হইতে পলায়ন করিতে হয়। এক দিন তিনি আর্ভিং নদীতে মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলেন। জাল বহন করিবার নিমিত্ত একজন মাত্র বালক তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি অনেক গুলি মৎস্য ধরিয়াছেন,এমন সময় গবর্ণর পার্সী আনুযাত্রিক-বর্গ সহ আর্ভিং নদীর ধার দিয়া গ্লান্‌গোর মেলা দেখিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার শরীর-রক্ষক পঞ্চ অশ্বারোহী, কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া ওয়ালেস্ যথায় মৎস্য ধরিতেছিলেন, তথায় আসিয়া মাছ ধরা দেখিতে লাগিল। জালে অনেক গুলি সুন্দর সুন্দর মাছ উঠিল দেখিয়া তাহারা গবর্ণরের জন্য সে গুলি সমস্ত চাহিল। ওয়ালেস্ তাহার কিয়দংশ দিবার জন্য বালককে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহারা সমস্ত চাহিল। বলিল "এবারে জালে যাহা উঠিযাছে সমস্তই গবর্ণরের প্রাপ্য; পরে জলে যত বার ইচ্ছা জাল ফেলিয়া যত ইচ্ছা তুমি লইতে পার।" ইহাতে ওয়ালেস্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আজ এই মৎস্যে একজন বৃদ্ধ নিমন্ত্রিত নাইটের অভ্যর্থনা করিতে হইবে, অতএব তোমরা যদি ভদ্রলোক হও ত যাহা দিয়াছি তাহাই লইয়া যাইবে।" গর্ব্বিত ইংরাজ ইহাতে নিরস্ত হইবার নহে। তাহাদিগের মধ্যে একজন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া বালকের হস্ত হইতে সমস্ত মাছ কাড়িয়া লইল। ওয়ালেস্ বলিয়া উঠিলেন—"তোমার এ অতি অন্যায়।" দৃপ্ত ইংরাজ বলিয়া উঠিল—"কি আমার অতি অন্যায়? দুরাত্মন্! তবে দেখ।"—এই বলিয়া সে অসি হস্তে ওয়ালেসের দিকে ধাবিত হইল। ওয়ালেসের হস্তে একটী বর্ষা ভিন্ন আর কোন অস্ত্র ছিল না। ওয়ালেস্ সেই বর্ষা দ্বারাই আততায়ীকে ভূমিসাৎ করিলেন।

নরাধম যেমন ভূপতিত হইবে অমনি তাহার হস্ত হইতে অসি প্রক্ষিপ্ত হইল। ওয়ালেস্ সেই অসি দ্বারা তাহার ভূপতিত দেহ দ্বিখণ্ডিত করিলেন। অবশিষ্ট চারিজন ইহা দেখিয়া ওয়ালেস্‌কে আক্রমণ করিল। ওয়ালেস্ সেই তরবারির আঘাতেই চারিজনের দুই জনকে ধরাশায়ী করিলেন। অবশিষ্ট দুই জন ভয়ে পলায়ন করিয়া দূরগত পার্সীর নিকট আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। পাঁচ জন সসজ্জ অশ্বারোহী এক জন নিরস্ত্র পুরুষের নিকট এইরূপে পরাজিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন কবিলেন, এবং হত্যাকাবীব অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। এ দিকে ওয়ালেস্ গৃহে আসিয়া বৃদ্ধ পিতৃব্যের নিকট সমস্ত জানাইলেন। তিনি ওয়ালেসের তথায় অবস্থিতি আর নিরাপদ মনে না কবিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দিলেন। প্রস্থানকালে বৃদ্ধ রিচার্ড ভ্রাতুষ্পুত্রকে পর্য্যাপ্ত অর্থ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন যখন যাহা অভাব হইবে তাঁহাব নিকট সংবাদ পাঠাইলেই তিনি পাঠাইয়া দিবেন; আর সঙ্গে লোক দিতেও চাহিলেন, কিন্তু ওয়ালেস্ শেষোক্ত প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন।

ওয়ালেস্ যৌবনের অদমিততায়, এবং আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুব উদ্দীপনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, অশ্বারোহণে আয়ার্ নদীব তীরবর্ত্তী অচিন্‌কুভ দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন সার্ ডঙ্কান্ ওয়ালেস্ এই দুর্গের অধিপতি ছিলেন। ইনিও ওয়ালেস্ বংশ সম্ভূত। ওয়ালেস্ এই আত্মীয় কর্ত্তৃক অতি সমাদরে পরিগৃহীত হইলেন। কয়ীল নদীর তীরে ইহাঁর সনড্রম্ নামে আর একটী দুর্গ ছিল। এই দুর্গ ও অচিন্‌কুভের অনতিদূরবর্ত্তী ল্যাঙ্‌লেন বন, ওয়ালেস্‌কে কিছুদিনের জন্য শত্রুদিগের অনুসরণ হইতে রক্ষা করিল।

এক দিন ওয়ালেস্ আয়ারনগর দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া ল্যাঙ্‌লেন অরণ্যে নিজের অশ্ব রাখিয়া একটী বালক মাত্র সঙ্গে লইয়া পদব্রজে সেই নগরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পার্সী ও তাঁহার নিষ্ঠুর সৈনিকবৃন্দ তৎকালে আয়ার দুগের রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের কঠোর শাসনে ইহার অধিবাসিবৃন্দ কম্পিত-কলেবর। তৎকালে স্কট্‌দিগের অপেক্ষা আপনাদিগের শারীরিক বলের আধিক্য দেখাইবার জন্য ইংরাজেরা নানা প্রকার অবদান-পরম্পরা দেখাইতেন। সেইদিন একজন প্রকাণ্ড-কায় ইংরাজ গ্রামীণ বাজারে বসিয়া বলিতেছে "যে আমাকে একটী মুদ্রা প্রদান করিবে, আমি তাহাকে আমার হস্তস্থিত এই বল্‌দ্বারা আমার পৃষ্ঠদেশে তাহার যতদূর শক্তি আঘাত করিতে দিব; আর আমি যে-কোন স্কট্ অপেক্ষা দ্বিগুণ বোঝা বহন করিতে পারি।" ওয়ালেস্ ইহাতে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন 'তুমি যদি পৃষ্ঠদেশে আমার একটী বজ্রমুষ্টির প্রহাব সহিতে পার, আমি তোমায় তিনটী মুদ্রা প্রদান করিব।' ইংরাজ সৈনিক ইহাতে স্বীকৃত হইল। পরক্ষণেই ওয়ালেসের বজ্রমুষ্টি তাহার পৃষ্ঠদেশে যেমন পতিত হইল, অমনিই তাহার পৃষ্ঠদণ্ড দ্বিধা ভগ্ন হইল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, ও সকলেরই নেত্র যুগপৎ ওয়ালেসের উপর পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি অসংখ্য ইংরাজ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন; কিন্তু অমিতবল ওয়ালেস্ পাঁচ ছয় জনকে ধরাশায়ী করিয়া ত্বরিত গতিতে ল্যাংলেন্ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় বৃক্ষমূলে তাঁহার অশ্ববর রজ্জু সংযত ছিল। তিনি সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তাড়িতবেগে অনুসরণকারিদিগের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদে অচিন্‌কুভ্ দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু ওয়ালেসের দুর্দ্দমনীয় মন এক স্থানে অধিক দিন স্থির থাকিবার নহে। তিনি আবার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আয়ার নগর দেখিতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে আয়ারের সেরিফ্ তদীয় পিতৃব্যের ভৃত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সে প্রভুর জন্য মৎস্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। গবর্ণর পার্সীর ভাণ্ডারাধ্যক্ষ তাহার নিকট হইতে সেই মৎস্য সমস্তই বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে উদ্যত

হইল। ভৃত্যের কাতর নেত্র সাহায্যার্থ ওয়ালেসের উপর পতিত হইল। ওয়ালেস্ ভাণ্ডারপতিকে বলিলেন "মহাশয়! কেন বাধা দেন, ইহাকে যাইতে দিউন্।" এই বাক্য ভাণ্ডারাধ্যক্ষের অসহ্য বোধ হইল। তিনি হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা তৎক্ষণাৎ ওয়ালেসের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিলেন। ওয়ালেস্ ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিজ কোটিদেশ হইতে ছোরা উন্মোচন পূর্ব্বক ভাণ্ডারাধ্যক্ষকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে ইংরাজ সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। এই তুমুল সংঘর্ষে যদিও ওয়ালেস্ সাতজন ইংরাজ সৈন্যকে ধূলিশায়ী করিলেন, তথাপি এত লোক তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল যে এবার তিনি আর সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়ন করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি অবসন্ন ও পর্য্যুদস্ত হইয়া ধৃত ও আয়ারের পুরাতন কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন। এখানে শুদ্ধ জলাহার দিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া রাখা হইয়াছিল; এইরূপে তিনি মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন। কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া কারাপ্রাচীরের উপর হইতে পার্শ্বস্থ শস্যক্ষেত্রে প্রক্ষেপ করেন। তিনি সেই অবস্থায় তথায় পড়িয়া থাকেন, এমন সময় তাঁহার শৈশবধাত্রী আয়ারনিবাসিনী নিউটন্ নাম্নী মহিলা এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার আপাত মৃতদেহ দেখিতে আসেন। তিনি নিজ আবাসে সমাধিনিহিত করিবার ছলে, ওয়ালেসের সেই আপাত মৃতদেহ গৃহে লইয়া যাইবার জন্য কারাধ্যক্ষের অনুমতি গ্রহণ করেন। তথায় লইয়া গিয়া তিনি ও তদীয় দুহিতা দিন রাত্রি শুশ্রূষা করিয়া ওয়ালেসের সেই মৃত দেহে প্রাণ দান করেন।

ওয়ালেস্ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া অশ্ব, কঞ্চুক, ও অর্থের নিমিত্ত রিকার্টনে বৃদ্ধ পিতৃব্যের নিকট যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ দিকে তিনি জীবনদাত্রী ধাত্রী ও তৎকন্যাকে এলারস্‌লি দুর্গে জননীর নিকট প্রেরণ করিলেন। ধাত্রীর গৃহে যে এক খানি পুরাতন তরবারি ছিল, সেই তরবারি-মাত্রে সসজ্জ হইয়া তিনি রিকার্টন

যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় তিনি পথিমধ্যে গ্লাস্‌গো মেলা হইতে প্রত্যাবৃত্ত স্কোয়ার লঙ্‌কাসল্ ও তদনুচরদ্বয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। লঙ্‌কাসল্ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আয়ারে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং তিনি অগত্যা আত্মরক্ষার জন্য লঙ্‌কাসল্ ও ভৃত্যদ্বয়ের অন্যতরকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। জীবিত ভৃত্য প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

ওয়ালেস্ রিকার্টনে পিতৃব্য বৃদ্ধ রিচার্ড ও তদীয়পুত্রত্রয় কর্ত্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হইলেন। এদিকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া করস্‌বি হইতে তদীয় মাতুল সার রেণাল্ড, এবং এলার্‌সলি হইতে তদীয় জননী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর তাঁহার ভাবী বিপদ্‌বন্ধু রবার্ট বয়িড্ পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ওয়ালেসের অভাবনীয় মুক্তিতে, এবং সেই অভাবনীয় মুক্তির পর আজ ওয়ালেস্‌কে দেখিয়া, সকলের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সেই সময় সকলেরই নয়ন হইতে প্রবল বেগে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্কট্-রাজ বেলিয়লের পরিণাম।

বার্‌উইক্ ও ডন্‌বার সমর।

(স্কট্‌লণ্ডের শোচনীয় অবস্থা)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১ম এড্‌ওয়ার্ড—বেলিয়লের স্বাপক্ষ্যে স্কটিশ্ সিংহাসন বিধান করিলেন। তদনুসারে ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে ২০ শে নবেম্বর তারিখে বেলিয়ল্ শপথ গ্রহণপূর্ব্বক ইংলণ্ডেশ্বরের সামন্তরূপে স্কটিশ রাজ্যের অধীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত মাসেরই ৩০ শে তারিখে তিনি স্কুন্ নগরের শিলাপট্টে বসিয়া মস্তকে স্কট্‌লণ্ডের রাজমুকুট

গ্রহণ করিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর নিউকাসল্ দুর্গে তাঁহাকে ভবিষ্যৎ বিশ্বাস রক্ষার জন্য এড্ওয়ার্ড সকাশে দ্বিতীয় বার শপথ গ্রহণ করিতে হইল।

কিন্তু এই রাজমুকুট তাঁহার মস্তকে কণ্টকমুকুট বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। কথায় কথায় এড্ওয়ার্ড তাঁহাকে সামান্য ব্যারণের ন্যায় ইংলণ্ডের রাজ-সভায় আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজসিংহাসন বেলিয়লের কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি যখন এড্ওয়ার্ডের সহিত সসৈন্য ইউরোপ যাত্রা করিতে আদিষ্ট হইলেন, তখন আর তাঁহার ধৈর্য্য রহিল না। সেই কাপুষের অন্তরেও তখন বীর্য্যবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি স্কটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশ্য দরবারে এড্ওয়ার্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করেন; এবং ফরাশিরাজ ফিলিপের সহিত গাঢ়-সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। এরূপ কার্য্যের পরিণাম কি হইবে বুঝিতে পারিয়া স্কট্লণ্ডবাসিগণ একবাক্যে ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জাতীয় বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ করিলেন। পাছে অগ্রেই এড্ওয়ার্ডের দুরন্ত সেনা আসিয়া স্কট্লণ্ডের চতুর্দ্দিকে ধ্বংস বিস্তার করে, এই ভয়ে তাঁহারা অগ্রেই ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া ইংলণ্ডকে সমরক্ষেত্র করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তাঁহারা অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাদিগের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহারা কম্বর্লণ্ড অতিক্রম করিয়া নিউকাসল দুর্গ আক্রমণ ও তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিয়া, ৮ই এপ্রিল্ নর্দ্দাম্বর্লণ্ড প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক নেনার উপকূল এবং হেক্সাম্ নগর লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন।

এদিকে এড্ওয়ার্ড এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া অচিরকাল মধ্যেই বারউইক্ নগরের সমীপে মহতী সেনা সমবেত করিলেন। স্কট্লণ্ড লার্গস্ যুদ্ধের পর একবারও সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন নাই। সুতরাং স্কটিশ্ সেনা যদিও বীর্য্যবত্তা ও সজ্জায় এড্ওয়ার্ডের সেনা অপেক্ষা কিছুতেই ন্যূন ছিল না; তথাপি শাসন ও বহুদর্শিতা

সমস্ত স্কট্‌লণ্ড আলোড়িত করিয়া বেড়াইলেন। তিনি শুদ্ধ লোকের ধন প্রাণ নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি জাতীয় পুনর্জ্জীবনের প্রধান উদ্দীপক জাতীয় কাগজপত্র ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন ও জাতীয়-রাজভক্তি-উত্তেজক স্কুন্‌-নগরস্থিত সুপ্রসিদ্ধ অভিষেক-শিলা ওয়েষ্টমিনিষ্টরে প্রেরণ করিলেন।

যাইবার সময় তিনি জন্‌ ওয়ারেন্‌ ও সরের আরল্‌কে স্কট্‌লণ্ডের শাসনকর্ত্তা, ক্রেসিংহামকে কোষাধ্যক্ষ, আর্ম্মেস্‌বাইকে প্রধান বিচার পতি, ওয়ারেনের ভাগিনেয় পার্সীকে ওল্‌ওয়ে প্রদেশের রক্ষক ও আয়ারের সেরিফ, এবং ক্লিফোর্ডকে প্রাচ্য স্কট্‌লণ্ডের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। বোধ হইল যেন তিনি স্কট্‌লণ্ডকে অষ্ট পৃষ্ঠে শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিলেন। বোধ হইল যেন সে শৃঙ্খল ভেদ করিয়া স্কট্‌লণ্ড আর কখন উঠিবে না! যেন আর কখন ইহার অদৃষ্টগগনে সৌভাগ্যরবি উদিত হইবে না!

চতুর্থ অধ্যায়।

ওয়ালেসের শবসাধন।

স্কটিশ শ্মশানক্ষেত্র।

লাউডনগিরি-যুদ্ধ।

যখন বারউইকে ও ডন্‌বারে এই তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন সাধকবর ওয়ালেস্‌ গভীর শব সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। বারউইক ও ডন্‌বার সমরের কি পরিণাম হইবে তিনি তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে এড্‌ওয়ার্ডের সুশিক্ষিত ও বহুবৃদ্ধ সৈনিক বৃন্দের সহিত স্কট্‌লণ্ডের অশিক্ষিত ও নব-সংগৃহীত সেনা কখনই সম্মুখসমরে জয়লাভ করিতে পারিবে না। জানিয়া তিনি সবলকায় কষ্টসহ যুবা বীরপুরুষগণ লইয়া একটী মহতী সেনা সংগঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এ দিকে তাঁহার অলৌকিক অবদানপরম্পরা, অমানুষ শারীরিক বল, অবিচলিত সহিষ্ণুতা, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অদমিত স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের—যশ সর্ব্বত্র প্রসৃত হওয়ায়, অসংখ্য বীরবৃন্দ আসিয়া তাঁহার অধিনায়কত্ব স্বীকার করিলেন। বস্তুতঃ এড্ওয়ার্ডের দুর্ব্বৃত্ত সৈনিকগণের অসহ্য অত্যাচারে, ও তদীয় পিতৃ-ভ্রাতৃ-বধে ওয়ালেসের অন্তরে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের ভাব এতদূর প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, যত দিন শত্রু-নির্যাতন না হইতেছে তত দিন এ জীবন তাঁহার নিকট দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি অন্তর্নিগূহিত ক্রোধানলে আপনিই দগ্ধ হইতে লাগিলেন। স্বজাতির চরণে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই—এবং সেই উৎসর্গীকৃত প্রাণ স্বজাতির উদ্ধারব্রতে ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছিলেন বলিয়াই—ওয়ালেস্ অমর হইয়া উঠিলেন। সেই জন্যই তিনি একাকী লক্ষ লোকের বল ধারণ করিতেন। সেই অমিতবলশালী স্বদেশানুরাগোন্মত্ত দৈব-শক্তিসম্পন্ন ওয়ালেসের পতাকামূলে ক্রমে কতিপয় স্বজাতি-প্রেমিক আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেই স্বর্গীয় দল লইয়া দেবোপম ওয়ালেস্ বিপক্ষ-দিগের বিরুদ্ধে একপ্রকার বিশৃঙ্খল গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

আয়ারের দুর্ঘটনার পর ওয়ালেস্ রিকার্টনে আসিয়া জননীর সহিত বাস করিতেছিলেন; এই সময় উক্ত বীরবৃন্দ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাহার মধ্যে সার্ রিচার্ডের তিন পুত্র এডাম্, রিচার্ড, ও সাইমন্, এবং রবার্ট বয়েড্ ও নেলাণ্ড,—এই কয়জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়ালেস্ জননীর নিকট বিদায় লইয়া রিকার্টন পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক এই কয়জন মাত্র সহচর সহ সুবিখ্যাত রণক্ষেত্র ম্যাক্লিন্ মূরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নিদাঘকাল সমাগত। প্রকৃতি চতুর্দ্দিকে যেন হাস্য বিস্তার করিতেছেন। এক দিকে স্কট্লণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ দুর্ভিক্ষের জ্বালায় অস্থির, অন্য দিকে পর্য্যাপ্তভোজী ও অপরিমিতপায়ী এড্ওয়ার্ডের সৈন্যগণের বিলাসোন্মাদ। এ দৃশ্যে জাতীয় দলের হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হইল। প্রতিহিংসাবৃত্তি ওয়ালেসের হৃদয়ে প্রবলতর

উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেসের প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে ফেন্‌উইক্ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইল; অমনি বয়িড্ আসিয়া উপস্থিত হইয়া খড়্গাগ্র দ্বারা তাহাকে ভূমিসংলগ্ন করিল। ফেন্‌উইক্‌কে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া ইংরাজ সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া বয়িডের উপর পতিত হইল। এমন সময় ওয়ালেস্ আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিলেন। দুই বীর-কেশরী প্রতিরোধকারিদিগকে কাটিতে কাটিতে ব্যূহ ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন। ইংরাজ সৈনিকগণ নায়কের মৃত্যুতে ভগ্ন-হৃদয় হইযাও দ্বিতীয় সেনানায়ক বোমণ্ড কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া অদমিত তেজে যুদ্ধ কবিতে লাগিল। অবশেষে বিকার্টনের যুবা ওয়ালেসের হস্তে বোমণ্ডও ভূতলশায়ী হইল। দুর্নিবার্য্য ইংবাজ তেজ ইহাতেও প্রশমিত হইবার নহে। ইংরাজ অশ্বারোহিগণ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া পদাতিকভাবে ঘোরতর রণে মগ্ন হইল। কিন্তু ওযালেস্ ও তদীয় বীরবৃন্দের অসামান্য বীর্য্যবত্তার নিকট সকলই পরাস্ত হইল। রণক্ষেত্রে শতাধিক ইংরাজদেহ রাখিয়া অবশিষ্ট ইংরাজ সৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিল। জাতীয় দলের কেবল তিনজন মাত্র হত হইয়াছিলেন।

ফেন্‌উইকের সমভিব্যাহারে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই বিজয়ী স্কট্‌দিগের হস্তগত হইল। বিবিধ দ্রব্যপূর্ণ শকটবাজি, বিংশাধিক শত সুসজ্জিত অশ্ব, সুবর্ণ, সুরা, ও অন্যান্য পর্য্যাপ্ত-পরিমিত খাদ্য দ্রব্য—এ সমস্তই তাঁহাদিগের করতলস্থ হইল। এ সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া তাঁহারা ক্লাইডেস্‌ডেল্ বনে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। যে অশীতি-সংখ্যক ইংরাজ সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে আয়ারের গবর্ণর পার্সীর নিকট এই শোচনীয় বার্ত্তা লইয়া গেল।

ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ওয়ালেসের এই সর্ব্ব-প্রথম সম্মুখ-সমর। এই প্রথম সমরেই ওয়ালেস্ চতুর্গুণ ইংরাজ সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। লাইডান্ পাহাড় স্কট্‌লণ্ডের পাণিপথ। এই খানে তিনবার স্কট্‌লণ্ডের

অদৃষ্ট পরীক্ষিত হয়। এখানে একবার রোমীয়দিগের সহিত, ও দ্বিতীয়বার ইংরাজদিগের সহিত স্কট্‌দিগের ভীষণ সমর হয়। তৃতীয় বার প্রথম চারলসের সময় ধর্ম্ম-বিষয়ক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া রাজকীয় দলের সহিত লোকতান্ত্রিক দলের ঘোরতর রণ হয়।

পার্সী এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। আহারীয় দ্রব্যের অল্পতা নিবন্ধন আয়ার দুর্গের সেনাদল অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল। তিনি ওয়ালেস্‌কে মৃতবোধে আয়ার দুর্গের প্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত করা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি অনুযোগ করিতে লাগিলেন; এবং অতঃপর কার্লাইল হইতে স্থলপথে দ্রব্যসামগ্রী না পাঠাইয়া জলপথে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন।

এদিকে ওয়ালেস্ ও তৎসহচরবৃন্দ একবিংশতি দিন ক্লাইডেসডেল্ অরণ্যে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া জাতীয় শত্রুদিগকে জ্বালাতন করিবার বিবিধ নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ভয়ে সেই সময় সে পথে আর একটীও ইংরাজ পরিদৃষ্ট হইত না। ক্রমে লাইডন্ পাহাড়ের যুদ্ধের সংবাদ স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বত্র প্রসৃত হইল; এবং ওয়ালেসের নামে একদিকে যেমন ইংরাজ শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল, অন্য দিকে উৎপীড়িত স্কট্‌লণ্ডবাসিগণের অন্তর উৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

পার্সী অনতিবিলম্বে গ্লাস্‌গো নগরে ইংরাজ সামন্ত ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের একটী মহতী সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় প্রায় দশ সহস্র ইংরাজ সমবেত হন। সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ওয়ালেস্। বথ্‌ওয়েল্-নিবাসী সার্ আমের ডি ভালেন্‌স্ নামক একজন স্বজাতি-বিশ্বাসঘাতক স্কট্ পরামর্শ দিল যে এড্‌ওয়ার্ডের আদেশ আসা পর্য্যন্ত ওয়ালেসের সহিত একটী সাময়িক সন্ধি হউক্। পার্সী বলিলেন যে ওয়ালেস্ সন্ধিতে সম্মত হইবেন না। ভালেন্‌স উত্তর করিলেন যে ওয়ালেসের খুল্লতাত বিকার্টনের সেরিফ্ সার্ রেণাল্‌ড দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে, এবং সন্ধি রক্ষার জন্য সার্ রেণাল্‌ডের ভূমিসম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

সার রেণাল্‌ড তৎক্ষণাৎ আহূত হইলেন। ওয়ালেস্‌কে দমন করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পার্সীর একান্ত অনুরোধে পড়িয়া অবশেষে তিনি স্বীকার করিলেন। পার্সী এড্‌ওয়ার্ডের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন যে যতদিন এই সন্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন কেহই ওয়ালেসের কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না। সার্ রেণাল্‌ড এই সন্ধিপত্র সহ ক্লাইডেস্‌ডেল্ অরণ্যে গমন করিলেন। ওয়ালেস্ ভোজনে বসিতেছিলেন এমন সময় সার্ রেণাল্ড তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই জনে পরম প্রীতির সহিত পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। অবশেষে দুই জনে মনের উল্লাসে পান ভোজনাদি সমাপনের পর, রেণাল্ড ওয়ালেসের নিকট সন্ধিব প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে ইহাতে স্বীকৃত হইতে অনুরোধ করিলেন; এবং বলিলেন এই সময়ের মধ্যে তিনি ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে পারিবেন। ওয়ালেস্ সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "ধূর্ত্ত বিশ্বাসঘাতকের সন্ধিতে বিশ্বাস কি?" কিন্তু অবশেষে সহচরবৃন্দের পরামর্শে ও খুল্লতাতের বিপদ্‌ভয়ে ইংরাজগণের সহিত একটী স্বল্প-কালস্থায়ী সন্ধি সংবদ্ধ করিলেন। স্থির হইল যে এই সন্ধি দশমাস-কাল-মাত্র-স্থায়ী হইবে। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই সন্ধি সংগ্রথিত হয়। এই সন্ধির পর সেই পেট্রিয়ট দলের প্রত্যেকেই স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। ওয়ালেস্ও খুল্লতাত সমভিব্যাহারে করস্বী নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু একটী ইংরাজচরণ স্কট্‌লণ্ড ভূমিতে থাকিতে ওয়ালেসের হৃদয় স্থির থাকিবার নহে। ইংরাজেরা আয়ার্ নগরে এক্ষণে কি করিতেছেন দেখিবার নিমিত্ত একদিন ওয়ালেস্ কৌতূহলোদ্দীপিত হইয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়ালেস্ আত্মগোপনমানসে আপাদমস্তক চর্ম্মাবৃত করিয়া আসিয়াছিলেন। নগরের অভ্যন্তরে আসিয়া দেখিলেন একজন ইংরাজ—বক্‌লার হস্তে ফেন্‌সিং ক্রীড়া করিতেছে। এই ব্যক্তি বিদ্রূপ করিয়া ওয়ালেস্‌কে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে আহ্বান করিল, আর বলিল

"ওহে, বর্ম্মধর! তোমার যত বিদ্যা অগ্রেই বুঝা গিয়াছে।" এই বিদ্রূপ-বাক্য ওয়ালেসের অসহ্য বোধ হইল। তিনি তদীয় করাল অসি এরূপ প্রচণ্ডবেগে তাহার মস্তকের মধ্যভাগে প্রক্ষেপ করিলেন যে তাহা তাহার মস্তক দ্বিধাবিভক্ত করিয়া গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল। ওয়ালেস্ অকুতোভয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে আপন দলের ভিতরে আসিলেন। ষোলজন মাত্র সহচর তাঁহার সহিত আসিয়াছিল। অনতিবিলম্বেই সপ্ত-গুণিত বিশ জন অস্ত্রধারী পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। যদিও ওয়ালেসের দলে বড় অধিক লোক ছিল না, তথাপি যে কয়জন ছিল সকলেই সবিশেষ পরীক্ষিত, ও অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগে সুঅভ্যস্ত। সুতরাং তাঁহাদিগের শাণিত খড়্গাঘাতে অনেক ইংরাজকেই ধূলি চুম্বন করিতে হইল। পরাজিত ইংরাজ সৈনিকগণের সাহায্যার্থ অচিরে দুর্গ হইতে এক দল সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়ালেস্ তথায় আর থাকা উচিত বিবেচনা না করিয়া তথা হইতে সদলে প্রস্থান করিলেন। নবাধিক বিংশতি জন ইংরাজকে ধরাশায়ী করিয়া সেই ক্ষুদ্র বীর দল আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ল্যাঙ্‌লেন অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সকলেই অনুমান করিল যে ইনিই সেই কুহকী ওয়ালেস্। অন্যথা আর কে এত অল্পসংখ্যক অনুযাত্রিক লইয়া এরূপ অমানুষ কার্য্য করিতে সক্ষম হন? এই যুদ্ধে যদিও পার্সীর স্বসম্পর্কীয় তিন জন লোক হত হয়, তথাপি আপনারাই ইহার উত্তেজক বলিয়া, পার্সী ওয়ালেসের উপর সন্ধি-ভঙ্গের দোষারোপ করিতে পারিলেন না। তিনি সার্ রেণাল্ডকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে—"তুমি ওয়ালেস্‌কে কোন প্রকাশ্য বাজারে বা মেলায় উপস্থিত হইতে বারণ করিবে। কারণ সে সকল স্থলে তিনি উপস্থিত হইলে উভয় দলে এইরূপ বিবাদ হইবার সম্ভাবনা।" এইপত্র পাইয়া রেণাল্ড করস্বী যাত্রা করিলেন, কারণ ওয়ালেস্ তখন ল্যাঙ্‌লেন্ অরণ্য হইতে আসিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তথায় আসিয়া তিনি ওয়ালেস্‌কে পার্সীর পত্র দেখাইলেন।

রেণাল্ডের প্রতি ওয়ালেসের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল ; সুতরাং তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে যতদিন তিনি তাঁহার আশ্রয়ে থাকেন, ততদিন তিনি যাহাতে তাঁহার অনিষ্ট হইতে পারে এমন কোন কার্য্য করিবেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

গ্লাস্‌গো সভা।

পার্সীর ভৃত্যগণ নিহত—আরল্ ম্যাল্‌কমের সহিত ওয়ালেসের সাক্ষাৎ—গার্গ্‌নক্ (Gargunnock) ও কিংক্লেভেন্ (Kincleven) দুর্গ অধিকার—সর্টউড্ সা (Shortwood Shaw) যুদ্ধ—সেণ্ট জনষ্টন্ শত্রুহস্তে পতিত।

১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস উপস্থিত। স্কট্‌লণ্ডের শাসন জন্য কতিপয় আইন করিবার নিমিত্ত গ্লাস্‌গো নগরে একটী মহতী ইংরাজসভা আহূত হইল। ডর্হামের যাজক এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সকল প্রদেশের সেরিফগণ এই সভায় আহূত হইলেন। সুতরাং আয়ারের কৌলিক সেরিফ সার্ রেনাল্‌ডও আহূত হইলেন। তিনি, ওয়ালেস্ ও আর দুই জন অনুযাত্রিক-সমভিব্যাহারে গ্লাস্‌গো নগর-অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। একটী বালক রেনাল্‌ডের সুন্দর অশ্বটী লইয়া অগ্রেই যাত্রা করিয়াছে। ওয়ালেস্ দুই সহচর সহ সেই বালককে আসিয়া ধরিয়াছেন ; এদিকে বৃদ্ধ রেনাল্ড ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। পথিমধ্যে পার্সীর কতিপয় ভৃত্যের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। বহুমূল্যদ্রব্য-পরিপূর্ণ একখানি শকটের রক্ষক হইয়া পার্সীর অধীনস্থ পাঁচ জন পদাতিক ও তিন জন অশ্বারোহী গ্লাস্‌গোর অভিমুখে গমন করিতেছিল। শকটের অশ্ব অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ায়, তাহারা রেনাল্‌ডের অশ্ব ধরিয়া শকটে "যোজিত" করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ওয়ালেস্ নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, সন্ধির অবস্থায় এরূপ দস্যুবৃত্তি অক্ষমণীয়। কিন্তু তাহারা শুনিল না—অশ্বকে শকটে যোজিত করিল। ওয়ালেস্ ক্রোধে অধীর হইয়া এরূপ

দস্যুবৃত্তির সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত—রেনাল্‌ডের অনুমতি লই-বার জন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। রেনাল্‌ড তখন মুয়ারসাইড্ (Muirside) পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি ওয়ালেস্‌কে শান্তি অবলম্বন করিতে বলিলেন। ওয়ালেস্ ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার অধীনতাবন্ধন ছেদন করিলেন; এবং প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অশ্বারোহণে অতি দ্রুতগতিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্ রেনাল্‌ড ওয়ালেসের এই দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন; পাছে পার্সী এই প্রতিহিংসাব্যাপারে তাঁহাকেও লিপ্ত করে, এই ভয়ে তিনি মিয়ারন্‌স (Mearns) হইতে আর এক পদও অগ্রসর হইলেন না, এবং ওয়ালেসের পরিণাম ভাবিয়া সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় যাপিত করিলেন।

এদিকে ওয়ালেস্ সেই দুই সহচরমাত্রকে সহায় করিয়া পূর্ব্বত্যক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে পার্সীর ভৃত্যেরা ক্যাথ্‌কার্টের (Cathcart) অদূরে আসিয়া পড়িয়াছিল। ওয়ালেস্ অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাদিগকে আসিয়া ধরিলেন। ওয়ালেস্ বিনা ব্যক্য-ব্যয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং ভীম পরাক্রমে তাহাদিগের কয়জনকেই নিহত করিয়া যাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্যের সহিত অশ্বদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া প্রদোষে বৃক্ষসেতু দ্বারা ক্লাইড্ (Clide) নদী পার হই-লেন। গ্লাস্‌গোর এত নিকটে থাকা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া অনুযাত্রিক-সহ লেনক্সের (Lennox) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরল্ ম্যাল্‌কম্ এইসময়ে লেনক্স দুর্গের অধীশ্বর ছিলেন; তিনি এখনও এড্‌ওয়ার্ডের বশ্যতাস্বীকার করেন নাই; সুতরাং ওয়ালেস্ ও তাঁহার অনু-যাত্রিকদ্বয়ের মহাসমাদরে তথায় পরিগৃহীত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহারা একেবারেই ম্যাল্‌কমের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দুই চারিদিন কাল তথায় এক পান্থাবাসে অবস্থিতি করিলেন। এদিকে পার্সীর নিকট এই সংবাদ যাইবামাত্র তিনি স্থির করিলেন যে কুহকী ওয়ালেসেরই এই কার্য্য। এই স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সার্ রেনাল্‌ডের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত আসিয়া দেখিল—সার্ রেনাল্‌ড, মিয়ারন্‌সে

অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু পার্সীর ভৃত্যগণের হত্যাকাণ্ড গ্লাস্‌গোর অনতিদূরে সংঘটিত হইয়াছিল। তথাপি রেনাল্‌ড বিচারালয়ে আনীত হইলেন। কিন্তু প্রমাণ হইল—তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের তদানীন্তন গতিবিধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

যখন তিন চারি দিন ধরিয়া গ্লাস্‌গোয় সভাব অধিবেশন হইতেছিল, তখন ওয়ালেস্ লেনক্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট তথায় সম্বাদ আসিল যে, সভা তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য আইন জারি করিয়াছেন। রবার্ট বয়িড্ ও নেলাণ্ড (Kneland) প্রভৃতি এই সভার অধিবেশন কালে গ্লাস্‌গো নগরে ছিলেন। তাঁহারা দলপতির এই বিপদে বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ওয়ালেস্ কোথায় আছেন, অনুসন্ধান করিবার জন্য তাঁহারা গুপ্তভাবে গ্লাস্‌গো হইতে বহির্গত হইলেন। ওয়ালেসের অন্যান্য বন্ধুগণও কে কোথায় ছত্রভঙ্গ হইয়া রহিয়াছেন, তাহারও নির্ণয় নাই। এই অবস্থায় ওয়ালেসের মনে উদ্বেগের আর পরিসীমা রহিল না।

তিনি সেই পান্থাবাস পরিত্যাগ করিয়া আরল্ ম্যাল্‌কমের নিকট উপস্থিত হইলেন। ম্যাল্কম্ মহা সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। লেনক্স তৎকালে রণকুশল বীরবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল; এবং আজও এডওয়ার্ডের প্রতাপ উপেক্ষা করিতেছিল। আরল্ বলিলেন—"যদি আপনি লেনক্সে বাস করিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমার সমস্ত বীর অনুযাত্রিকবর্গ আপনার আদেশবর্ত্তী হইবে। কিন্তু ওয়া-লেস্ ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন। কারণ, যে মহাত্মা সমস্ত স্কট্‌লণ্ডকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিবেন,—এবং তাহাতে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিবেন বলিয়া কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন, এরূপ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ প্রস্তাবে তিনি কি বলিয়া সম্মত হইবেন? ওয়ালেস্ তাঁহার এই গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া ম্যাল্‌কমের নিকট উত্তরাভিমুখে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

উত্তরে গমন করিবার পূর্ব্বে তিনি গেরিলা যুদ্ধে অবতারিত করি-বার জন্য একদল ক্ষুদ্র সৈন্য দীক্ষিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

রমিউলস্ রোমের পত্তনকালে ও শিবজি মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাপন কালে আত্মদল বৃদ্ধির জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ওয়ালেসও ঠিক্ সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেন। তিনি দীক্ষিতগণের সহস্র দোষ উপেক্ষা করিয়া স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগের সকলকেই স্বদলভুক্ত করিতে লাগিলেন। অধিক কি, অনেক আয়র্লণ্ডবাসীকেও তিনি নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যাঁহারা ওয়ালেসের দীক্ষা-গুরুত্ব স্বীকার করিলেন, তাহাদিগের প্রত্যেককেই ওয়ালেসের নিকট শপথ গ্রহণ করিতে হইল। এই ক্ষুদ্র সেনা লইয়া ওয়ালেস্ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। আরল্ ম্যাল্‌কম্ বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি ওয়ালেস্‌কে পর্য্যাপ্ত অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু ওয়ালেস্ তাহাতে অসম্মত হইলেন। ওয়ালেস্ অর্থগৃধ্নু ছিলেন না। পার্সীর লুণ্ঠিত সম্পত্তি এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, সুতরাং অর্থের অভাব ছিল না বলিয়াই তিনি ম্যাল্‌কমের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বরং যাইবার সময় দীন দুঃখীকে তাঁহার অর্থের কিয়দংশ দান করিয়া গেলেন।

ষ্টার্লিংসায়ারের অদূরে ইংরাজগণ-কর্তৃক গার্গ্‌নক্ নামে একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়ালেস্-অধিনীত দশাধিক-পঞ্চাশৎ বীর পুরুষ এই দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে কাপ্তেন থার্‌ওয়াল্ (Thirlwall) নামক এক সৈনিক পুরুষের উপর এই দুর্গের রক্ষা-ভার ন্যস্ত ছিল। দুর্গের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য দুই জন গুপ্ত চর রজনীযোগে তথায় প্রেরিত হইল। তাহারা দেখিয়া আসিল, যে দুর্গের পরিখার উপর সেতু বিলম্বিত রহিয়াছে; যদিও দুর্গের দ্বার রুদ্ধ, তথাপি প্রহরী ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছে। ওয়ালেস্ এই সংবাদ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র সেনাদল লইয়া সেতু পার হইয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গদ্বার সুদৃঢ় অর্গলে আবদ্ধ ছিল। সেই অর্গল ভগ্ন করিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিবার বিবিধ চেষ্টা হইতে লাগিল; কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যাহত হইল। অব-

শেষে স্বয়ং ওয়ালেস্ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি এক প্রচণ্ড করাঘাতে প্রাচীরের কিয়দংশ সহ প্রাচীর-সংলগ্ন সেই অর্গল তুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই ভীম পরাক্রমে সকলে বিস্মিত হইল। বস্তুতঃ শারীরিক বলে আমাদিগের দেশের ভীমের সহিতই কেবল ওয়ালেসের তুলনা হইতে পারে। ক্ষণকাল পরেই তাঁহার প্রচণ্ড পদাঘাতে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই ভীষণ শব্দে দুর্গরক্ষকদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দ্বার-রক্ষক শাস্ত্রী সহসা উঠিয়াই হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা ওয়ালেসের মুখে আঘাত করিল। ওয়ালেস্ তাহার হস্ত হইতে সেই যষ্টি গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা প্রতি-প্রহারে দ্বার-রক্ষককে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর তিনি কাপ্টেন্‌কে লক্ষ্য করিলেন, এবং সেই যষ্টির আঘাতে তাঁহাকেও সেই দশা প্রাপিত করিলেন। তাঁহার বীর সহচরগণ ক্রমে তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলে, দুর্গস্থ সকলেই যমালয়ে প্রেরিত হইল। ওয়ালেসের আদেশে কেহই বালক ও স্ত্রীলোকের গাত্রস্পর্শও করিতে পারিল না। লম্বমান সেতু তুলিয়া ওয়ালেস্ চারি দিন ধরিয়া সেই দুর্গে নিরাপদে অবস্থিতি করিলেন। এই দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার এত নিভৃত রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে, এ কয় দিবসের মধ্যে এ সংবাদ দুর্গের বাহিরে যায় নাই। তাঁহারা দুর্গপতির স্ত্রী ও পুত্রগণকে মুক্তি দিয়া—দুর্গের বহুমূল্য দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া দুর্গের গৃহ সকলে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক রাত্রিযোগে ফোর্ত্ত পার হইয়া অদূরবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২২,৭৬০

এই অরণ্যের নাম মেথ্‌বেন্ অরণ্য। ইহা সেণ্ট ও জন্‌ষ্টন্ পার্থ নগরের অদূরে অবস্থিতি। ওয়ালেস্ মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। তিনি এখানে আসিয়া এক তীরে একটী সুন্দর হরিণ বিদ্ধ করিলেন। এই হরিণমাংসে তিনি সহচরবৃন্দকে পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করাইলেন। তথায় রজনী যাপন করিয়া তিনি প্রত্যূষে একাকী গুপ্তবেশে সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরের অদূরে আসিয়া তিনি লোক দ্বারা কোটালের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। কোটালের অনুমতি পাইয়া তিনি নগর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হই-

লেন। কোটাল তাঁহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম-ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আত্মগোপন করিয়া বলিলেন "মহাশয়! আমার নাম উইল্ ম্যাল কম্‌সন্; আমার পিতার নাম ম্যাল্‌কম্। আমি এট্রিক্ অরণ্য হইতে আসিতেছি। বাস-যোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে আমি এই উত্তর প্রদেশে আসিয়াছি"। কোটাল বলিল, "মহাশয়! আমি কোন মন্দ উদ্দেশে এই সকল প্রশ্ন করিতেছি না; তবে সম্প্রতি পশ্চিম প্রদেশ হইতে ওয়ালেস-নামা এক পাপিষ্ঠ আসিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের সমস্ত লোক জন মারিয়া ফেলিল, এই অশুভ সংবাদ আসিয়াছে বলিয়াই, এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইয়াছি"। ওয়ালেস্ এমনি ভাবে উত্তর করিলেন যে, কোটালের মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না; তিনি তাঁহাকে অবাধে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন।

কিরূপে সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ অধিকার করা যাইতে পারে,ইহার নির্ণয় করাই তাঁহার এখানে আসার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি দেখিলেন, দুর্গদ্বার অতি সুদৃঢ় এবং দুর্গপ্রাচীর অতি স্থূল। ইহা দেখিয়া তিনি এ দুর্গ অধিকার করার সঙ্কল্প আপাততঃ পরিত্যাগ করিলেন। এখানে শুনিলেন যে, পার্থ সায়ারে ইংরাজদিগের কিংক্লেভন্ নামক একটী দুর্গ আছে। সার্ জেম্‌স্ বট্‌লার্ নামক এক জন নিষ্ঠুর নাইট্ এই সময় এই দুর্গের অধক্ষ্য ছিলেন। ওয়ালেস্ শুনিলেন—সেই দিন সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ হইতে এক দল ইংরাজ-সৈন্য গিয়া সেই দুর্গের বলবৃদ্ধি করিবে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র ওয়ালেস্ তাহাদিগকে পথে আক্রমণ করা স্থির করিলেন; এবং গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া মেথ্‌বেন্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি আসিবার কালে কাহাকেও কিছু বলিয়া আসেন নাই, সেই জন্য তাঁহার সহচরেরা তাঁহার বিষয়ে নিতান্ত ভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দূর হইতে ওয়ালেসের শৃঙ্গরব শুনিয়া মৃত দেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন। ওয়ালেস্ শৃঙ্গধ্বনি করিতে করিতে যেমন অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার সহচরবৃন্দ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাঁহাদিগেরনিকট

আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইবামাত্র শীঘ্র রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুন্দর শৃঙ্খলায় অরণ্য হইতে বহির্গত হইলেন।

তাঁহারা টে নদীর তীরবর্ত্তী নিবিড় বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ইংরাজদিগের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিন জন অশ্বারোহী চলিয়া গেল, তাহার অব্যবহিত পরেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নবতিসংখ্যক ইংরাজ অশ্বারোহী পরিদৃষ্ট হইল। ওয়ালেস ও তৎসহচরবৃন্দ সিংহের ন্যায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। এই হঠ আক্রমণে তাহারা সকলেই প্রথমে স্তম্ভিত হইল। অবশেষে আক্রমণকারিগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইংরাজেরা আক্রমণকারীদিগের প্রতি বর্ষাক্ষেপ করিতে লাগিল, এবং সবেগে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালিত করিয়া তাঁহাদিগকে ভূপাতিত করিবে সঙ্কল্প করিতেছে, এমন সময়ে ওয়ালেস্ সদলে ভীমরবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সম্বরণ করা ইংরাজদিগের অসাধ্য হইয়া উঠিল। প্রথম আক্রমণেই অসংখ্য ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। ওয়ালেসের বর্ষা সহসা ভগ্ন হইলে তিনি গদাহস্তে তাড়িতবেগে শত্রুদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। মত্ত হস্তী যেমন শুণ্ডাঘাতে সম্মুখের সমস্ত দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ ওয়ালেস্ প্রচণ্ড গদার আঘাতে অসংখ্য ইংরাজ অশ্বারোহীকে অশ্বের সহিত ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সার্ জেম্স্ বট্‌লার এই সৈনিকদলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি অশ্ব হইতে নামিয়া অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ওয়ালেসের প্রচণ্ড অসি প্রচণ্ডবেগে তাঁহার মস্তকের মধ্যদেশে পতিত হইয়া তাঁহার দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিল। ইংরাজসেনা তাহাতেও ভগ্নহৃদয় না হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের বলবতী উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত বীরবৃন্দের বেগ ধারণ করে, কাহার সাধ্য? ইংরাজেরা ক্রমে হতবল হইয়া রণস্থলে ত্রিগুণিত-বিংশতি-সংখ্যক সহচর রাখিয়া সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া কিংক্লেভেন দুর্গা-

ভিমুখে পলায়ন করিল। দুর্গাভ্যন্তরে শস্ত্রধারী পুরুষ অতি অল্পই ছিল। দুর্গবাসীর মধ্যে স্ত্রী ও যাজকের সংখ্যাই অধিক ছিল। তাঁহারা দুর্গ-প্রাচীরের উপর হইতেই এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন; এক্ষণে সেতু বিলম্বিত ও দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রাণভয়ে পলায়মান সেই সৈনিক-বৃন্দকে আশ্রয় প্রদান কবিলেন। কিন্তু যৎকালে সেতু বিলম্বিত ও দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, সেই অবকাশে শত্রু মিত্র মিশ্রিতভাবে দুর্গাভ্যন্তরে লব্ধপ্রবেশ হইল। ওয়ালেস্ ও তদীয় বিজয়ী সহচর-বৃন্দ দুর্গমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া—বাল ও স্ত্রী এবং দুই জন যাজক ব্যতীত আর সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধে ওয়া-লেসের পাচ জন মাত্র সঙ্গী নিহত হয়। ওয়ালেস্ দুর্গের বাহিরে ও অভ্যন্তরে যে সকল মৃত দেহ ছিল, সে সমস্ত সমাধিনিহিত করিয়া, সেতু উত্তোলন ও দ্বারমুক্ত করিয়া নিরাপদে দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সাত দিন এখানে বিশ্রাম করিয়া ওয়ালেস্ আব এখানে থাকা উচিত নয় ভাবিয়া দুর্গের যাবদীয় বহুমূল্য দ্রব্য লুণ্ঠনপূর্ব্বক রাত্রিযোগে অদূরবর্ত্তী "সর্টউড্ সা" নামক অরণ্যে লুক্কায়িত কবিয়া রাখিয়া আসি-লেন; ফিরিয়া আসিয়া বন্দীদিগকে উন্মুক্ত কবিয়া দুর্গে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক পুনবায় সেই অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দহ্যমান দুর্গেব প্রচণ্ড অগ্নিশিখা চতুর্দ্দিকস্থ অধিবাসিবৃন্দকে প্রকৃত ঘটনা জানাইল। এদিকে কাপ্টেন্ বট্লারের বিধবা রমণী উন্মুক্ত হইয়া সেণ্ট জনষ্টন্ দুর্গের অধ্যক্ষ সার জিরার্ডহেরনের (Sir Gerard Heran) নিকট আসিয়া আমূল সমস্ত ঘটনা বিবরিত করিলেন। হেরন্ বুঝিলেন—দুস্কী ওয়ালেসেরই এই কার্য্য; বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ সহস্র সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন।

এদিকে ওয়ালেস্ আক্রমণ-আশঙ্কায় অরণ্যমধ্যে একটী সুন্দর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দুর্গ প্রস্তুত করিলেন; ছয়টী চক্রাকার কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীরে দুর্গটীকে আবৃত করিলেন; প্রত্যেক প্রাচীরে দুইটী করিয়া গুপ্ত দ্বার রাখিলেন, অভিপ্রায় এই যে, এক একটী প্রাচীর শত্রু

হস্তগত হইলে, তাঁহারা গুপ্ত দ্বার দিয়া ক্রমেই পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রাচীরের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; সমস্ত প্রাচীরগুলি শত্রুগণের হস্তগত হইলে তাঁহারা শেষ গুপ্ত দ্বার দিয়া নিবিড়তর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিংক্লেভন্ যুদ্ধে নিহত সার্ জন্ বট্লারের পুত্র সার্ জেম্‌স্ বট্-লার্ পিতৃবধের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত আক্রমণকারী ইংরাজ-সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দুই শতমাত্র অশ্বা-রোহী সঙ্গে লইয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সার্ জিরার্ড অরণ্য ঘিরিয়া রহিলেন। বট্লার্ যখন সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ওয়ালেসের দুর্গ সমাপ্ত হয় নাই। ওয়ালেস্ অধিকাংশ সঙ্গীদিগকে দুর্গের সমাপনে নিযুক্ত করিয়া অল্পমাত্র অনুযাত্রিক সঙ্গে লইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। ইংরাজ-দিগের সঙ্গে এক শত চল্লিশ জন তীরন্দাজ ও অশীতিসংখ্যক বর্ষাধারী ছিল। কিন্তু ওয়ালেসের সঙ্গে বিংশতি জন মাত্র তীরন্দাজ ছিল। ওয়ালেসের নিজ হস্তে এক খানি প্রকাণ্ড ধনু ছিল। ইহা তিনি ভিন্ন আর কেহই টানিতে পারিত না। তিনি বৃক্ষশাখা-নির্ম্মিত কৃত্রিম দুর্গমধ্য হইতে এই ভীম ও প্রকাণ্ড ধনুতে বাণযোজনা করিয়া অসংখ্য ইংরাজকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার তীরন্দাজ সকল ইংরাজ তীরন্দাজগণ কর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগকে শাখাভ্যন্তরে অধিকতর গুপ্ত-দেহ হইয়া বাণ নিক্ষেপ করিতে বলিলেন, এবং স্বয়ং অশ্রান্তভাবে ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনিও কণ্ঠদেশে বাণবিদ্ধ হইলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে তিনি গলদেশে লৌহকলার (Collar) পরিধান করিয়া-ছিলেন, এই জন্য সেই বেধ সাংঘাতিক হয় নাই। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ আততায়ীর উপর পতিত হইল। তিনি অকুতোভয়ে সলীল গতিতে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া পলায়নোন্মুখ অপরাধীকে, ধরিয়া খড়্গ দ্বারা তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিলেন। তিনি স্বয়ং অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন বটে, ও তাঁহার অমোঘ শরে পঞ্চদশ ইংরাজ শমন-সদনে প্রেরিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার ধনুর্দ্ধরেরা ক্রমে

ইংরাজশরে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় চতুর্দ্দিকে ইংরাজ-সেনা আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। হয়, রণস্থলে প্রাণ-ত্যাগ করিব, নয়—রণে জয়লাভ করিব, ওয়ালেসের এই উদ্দীপনা-বাক্যে সেই ভগ্নহৃদয় স্কট্‌সেনা আবার নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। মধ্যাহ্নকাল সমাগত। অসংখ্য ইংরাজসেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে কেবল পঞ্চদশ-মাত্র বীর অবস্থিতি আছে, এমন সময় নিহত বট্‌লারের ভাগিনেয় উইলিয়ম্ লোরেন্ সহসা তিন শত সৈন্য লইয়া বনপ্রান্ত হইতে আবির্ভূত হইয়া স্কট্‌দিগকে আক্রমণ করিল। বট্‌লার্‌পুত্র সার্ জন্ আসিয়া লোরে-নের সহিত যোগ দিল। এদিকে সার্ জিরার্ড হেরন্ এরূপ ভাবে বন ঘিরিয়া আছেন যে, ওয়ালেস্ বন হইতে সহসা পলায়ন করিতেও অক্ষম। তাঁহারা অতি নৈপুণ্যের সহিত এই সমবেত ইংরাজসেনার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থা আর নিরাপদ নহে বুঝিয়া, ওয়ালেস্ আর একটী দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রায় অধিকাংশ সঙ্গী রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি যুদ্ধস্থলে জীবিতাবস্থায় শত্রুহস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করিয়া অল্প মাত্র সহচর সহ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় তিনি এক লম্ফে বট্‌লারের সম্মুখে আসিয়াই সবেগে তাঁহার উপব এক খড়্গাঘাত করিলেন! খড়্গের বেগ শাখায় প্রতিহত হওয়ায় সে আঘাত সাংঘাতিক হইল না বটে; কিন্তু বট্‌লার আহত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন ও ভূপতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ অসংখ্য ইংরাজসৈন্য আসিয়া মূর্চ্ছিত ও আহত সেনাপতিকে স্থানান্তরিত করিল। লোরেন্ এই দৃশ্যে মর্ম্মাহত ও ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সবলে আসিয়া ওয়ালেস্ ও তদীয় রণবীরগণকে ঘিরিয়া ফেলিল ওয়ালেসের প্রখর দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ লোরেনের উপর পতিত হইল। ওয়ালেস্ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাড়িত বেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক লোরেনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। লোরেনের সাহায্যার্থ কেহ উপস্থিত

হইবার পূর্ব্বেই ওয়ালেসের অসি তদীয় দেহকে নির্মুণ্ড করিয়া ফেলিল। ওয়ালেসের বীর সহচরবৃন্দ তৎক্ষণাৎ আসিয়া ওয়ালেস্‌কে শত্রুমধ্য হইতে লইয়া গেল। ওয়ালেসের সেই পঞ্চদশ সহচরের মধ্যে সপ্ত বীর রণে নিহত হইয়াছেন; কিন্তু ইংরাজপক্ষে শতাধিক-বিংশতি জন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। ওয়ালেস্ এক্ষণে সেই অষ্টমাত্র সহচর লইয়া বন হইতে বহির্গত হইয়া অদূরবর্ত্তী দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ইংরাজদিগের সমস্ত চেষ্টা প্রতিহত করিতে লাগিলেন। এদিকে লোরেণের মৃত্যুতে সমস্ত ইংরাজসেনা ভগ্নহৃদয় হইয়া উঠিল। হেরন্ অতঃপর একটী সমর-সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় তাহাদিগের সে দিবস সমর হইতে নিবৃত্ত হওয়া স্থির হইল। তাঁহারা সেই বনের নানা স্থান খুঁড়িয়া অপহৃত ধনরাশি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা কিছুতেই সফল হইল না। অবশেষে তাঁহারা শোকাকুল মনে সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ নগরে ফিরিয়া আসিলেন। যুদ্ধের পর দিন রজনীযোগে স্কটেরা অদূরবর্ত্তী দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া "সর্টউড্ সা" বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পৃথ্বীকুক্ষিনিহত রত্নরাশি তুলিয়া "মেথ্‌বেন্" অরণ্যাভিমুখে লইয়া গেলেন। তথায় দুই দিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা সহসা "এনকোপার্ক" অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থানে তাঁহারা কিছু কাল অবস্থিতি করিবেন, স্থির করিলেন।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, সেণ্ট জন্‌ষ্টনে এক পরমাসুন্দরী রমণী ওয়ালেসের প্রণয়িণী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত ওয়ালেস্ যাজকের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সেণ্ট জন্‌ষ্টনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রমণী বহুদিন বিচ্ছেদের পর মহাসমাদরে নায়ককে গ্রহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইলে ওয়ালেস্ তিন দিন পরে আবার তদীয় আবাসেই তাঁহার সহিত দেখা হইবে বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক "এল্‌কোপার্ক" অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ওয়ালেস্ আত্মগোপনে বিশেষ দক্ষ হইলে ও আত্ম-গোপন বিষয়ে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেও, তদীয় শত্রুবৃন্দ-মধ্যে এক

ান তাহাকে চিনিতে পারিয়া হেরন্ ও বট্লারের নিকট এই সংবাদ ানাইল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীলোককে তাঁহাদিগের নিকট আনাইলেন। সে ওয়ালেসের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তাঁহারা বলিলেন, "যদি তুমি প্রকৃত ঠিক্ কথা ব্যক্ত না কর, তাহা হইলে তোমাকে জলন্ত চিতায় আরোহণ করিতে হইবে, আর যদি মুক্ত কণ্ঠে প্রকৃত সত্য প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমায় ধন ও উপাধিতে অলঙ্কৃত করা হইবে, এবং তোমার মনোমত এক জন নাইটের সহিত তোমার বিবাহ দেওয়া হইবে"। ভয়ে ও প্রলোভনে অভিভূত হইয়া সেই রমণী ওয়ালেসের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত হইল। ওয়ালেস্ কোন্ সময় আসিবেন, তাহা সে ঠিক্ করিয়া বলিল। সেই সময়ে সেই রমণীর গৃহের বাহিরে কোন গুপ্ত স্থানে সশস্ত্র পুরুষ সকল আসিয়া লুকাইয়া রহিল। কুহকী ওয়ালেস্কে দেখিবার নিমিত্ত তাহাদিগের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এদিকে ওয়ালেস্ এ ষড়যন্ত্রের বিষয় ঘুণাক্ষরেও কিছু জানিতে না পারিয়া প্রতিশ্রুত সময়ে প্রণয়িনীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বাসঘাতিনী বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল। ওয়ালেস্ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পরই প্রস্থান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। পিশাচী তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি তথায় যাপন করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু ওয়ালেস্ বলিলেন—"সহচরবৃন্দকে একবার না দেখিলে আমার নিদ্রা হইবে না।" পাপীয়সী দেখিল যে, ষড়যন্ত্র বিফল হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়; সুতরাং কাঁদিয়া কাটিয়া ওয়ালেস্কে রাত্রি যাপন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিল। যখন ওয়ালেস্ কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। নিজের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, সে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল; ভাবিল—"যে মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমকে মৃত্যুমুখে পতিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, সে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলাম কই? এ জন্মে যাহা হইবার তা ত হইল, এক্ষণে পরকালে আমার গতি কি

হইবে?” এই অনুশোচনা তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সে আর থাকিতে পারিল না, ওয়ালেসের নিকট অশ্রুজলের সহিত নিজের পাপ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল! ওয়ালেস্ তাহার অনুতাপ অকৃত্রিম বুঝিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেন; অনন্তর তাহার পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রমণীবেশে দক্ষিণ তোরণদ্বার দিয়া সবেগে বহির্গত হইলেন। “ওয়ালেস্‌কে গৃহে আবদ্ধ করিয়া আমি চলিয়া আসিতেছি, তোমরা শীঘ্র আমার গৃহে তাঁহাকে শৃঙ্খলিত কর” এই কথা বলিয়া ওয়ালেস্ অস্ত্রধারী পুরুষগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া ও তাহাদিগকে অন্য কার্য্যে আবদ্ধ রাখিয়া দ্রুতপদে “এল্‌কোপার্কের” অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার দ্রুতগমনে কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ওয়ালেস্ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ফিরিয়া তাহাদিগের অগ্রগামী দুই এক জনকে বধ করিলে, অবশিষ্টেরা ভয়ে পলায়ন করিল। তিনি নির্ব্বিঘ্নে অভীপ্সিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ওয়ালেসের অনুসরণ—তৎকর্ত্তৃক ফডনের শিরশ্ছেদ।

কার্লের হস্তে হেরনের পতন।
গাস্ক দুর্গ—ফডনের প্রেতমূর্ত্তি—ওয়ালেসের
খড়্গাঘাতে বট্‌লারের মৃত্যু—
টর্‌উডে বিধবা রমণীর গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ—
পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ—
ডন্‌ডাফে ও গিল্‌ব্যাঙ্কে গমন।

১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের তামসী নিশিতে ওয়ালেস্ সেণ্ট জনষ্টন্ হইতে পলাইয়া অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করিলেন। ওয়ালেসের পলায়ন কালে যে হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হয়, সেই অবকাশে ওয়ালেস্-প্রণয়িনী অতর্কিতভাবে অন্তর্হিত হয়। ওয়ালেস্ নিজ

পলায়ন-পথে যে সকল মৃতদেহের শ্রেণী রাখিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুরা সেই শ্রেণী ধরিয়া “এল্‌কোপার্কে” আসিয়া উপস্থিত হইল। শত্রুদিগের সঙ্গে একটী শিকারী কুকুর ছিল। তাহারা ওয়ালেসের গুপ্ত স্থান খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহাকে তথায় ছাড়িয়া দিল। এই কুকুরের সঙ্গে সঙ্গে এক শত অস্ত্রধারী পুরুষ যাইতে লাগিল। এ দিকে সেনাপতি বট্‌লার্‌ ত্রিশত সৈন্য লইয়া এল্‌কো পার্ক ঘিরিয়া রহিলেন এবং সেনাপতি হেরন্‌ দুই শত সৈন্য লইয়া চরম কালে তাঁহাদিগের সাহায্য করিবার নিমিত্ত অদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চত্বারিংশৎ-মাত্র স্কটিশ রণবীর সেই দশগুণিত ইংরাজসেনার করাল কবল সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিক শত্রু পরিবেষ্টিত—পলাইবার পথ নাই, সুতরাং যুদ্ধ প্রদান করা ভিন্ন তাঁহাদিগের আর পক্ষান্তর ছিল না। অতএব তাঁহারা যুদ্ধ প্রদান করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই ক্ষুদ্র বীর সেনা এরূপ প্রচণ্ডবেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল, যে প্রথম আক্রমনেই চল্লিশ জন ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। বট্‌লারের সৈন্য ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িল। তাহাদিগের শিথিলতা দেখিয়া ওয়ালেস্‌ সদলে শ্রেণী ভেদ করিয়া আপনাদিগের দুর্গাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা দ্রুতপদে টে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টে নদীর অপর পারে তাঁহাদিগের দুর্গ। তাঁহারা হাঁটিয়া টে নদী পার হইবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু আসিয়া দেখিলেন—টে অতি গভীর, এবং বিনা সন্তরণে ইহা পার হওয়া অসম্ভব। তাঁহার সহচর-বৃন্দের অধিকাংশই সন্তরণ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অগত্যা সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। নদীজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করা অপেক্ষা, রণক্ষেত্রে শত্রুরুধিরে পিতৃলোকের তর্পণ করিতে করিতে প্রাণ উৎসর্গ করা সর্ব্বথা শ্রেয় মনে করিয়া সেই বীরদল ফিরিয়া পরিত্যক্ত রণভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। বট্‌লার্‌ এই বীরবৃন্দের পুনরাগমনে ভীত না হইয়া ছত্রভঙ্গ সেনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অমিত তেজে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু উৎসর্গীকৃতজীবন, স্বজাতি-প্রেমিকের বেগ ধারণ করে কাহার

সাধ্য? সেই দৈবীশক্তি-সম্পন্ন বীরবৃন্দ সমরক্ষেত্রে অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন কোন দৈবীশক্তি তাঁহাদিগকে রণে অজেয় করিয়া দিয়াছেন। দৈবীশক্তিবলেই সেই অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় জাতীয় দল অসংখ্য ইংরাজের মৃতদেহে রণক্ষেত্রকে শ্মশানক্ষেত্র করিয়া তুলিল। দুই বীরের যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ একশত ইংরাজ ধরাশায়ী হয়। অবশেষে বট্‌লার্ ভগ্নহৃদয় হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী সেনাপতি হেরনের সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। সেই অবসরে ওয়ালেস্ তদীয় নিহতাবশিষ্ট ষোড়শমাত্র সহচর লইয়া অবাধে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বট্‌লার্ হেরন্ কর্ত্তৃক সমবেত সেনা লইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। রণস্থল শূন্য দেখিয়া তাঁহারা ওয়ালেসের অনুসন্ধানার্থে আবার সেই শিকারী কুকুর প্রেরণ করিলেন। অদ্ভুত-শক্তি-সম্পন্ন কুকুর ওয়ালেসের পথ চিনিয়া ফেলিল। তিনি তখন গাস্ক অরণ্যের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাকে অগত্যা সে পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতে হইল। "ফড়ন" নামক আয়র্লণ্ডবাসী তাঁহার এক জন অনুযাত্রিক তাঁহার সহিত যাইতে অস্বীকৃত হইল। তাহাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া ওয়ালেস্ তৎক্ষণাৎ তাহার শিরোশ্ছেদন পূর্ব্বক তদীয় মৃতদেহ তথায় ফেলিয়া সদলে অধিত্যকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়ালেসের অজ্ঞাতসারে ষ্টিফিন্ ও কার্লে নামক তদীয় সহচরদ্বয় তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই প্রদেশের কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন।

এদিকে বট্‌লার্ ও হেরন্ হতাবশিষ্ট পঞ্চশত ইংরাজ সৈন্য লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুকুর ফড়নের মৃতদেহ ফেলিয়া এক পাদও অগ্রসর হইল না। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে সেই মৃতদেহ নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় কার্লে ও ষ্টিফেন্ অতর্কিত ভাবে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইল। সে গোলমালে কেহই তাহাদিগকে শত্রুপক্ষীয় বলিয়া চিনিতে পারিল না। হেরন্ নিপুণ হইয়া সেই মৃতদেহ পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় কার্লে তাঁহার

তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশে এক সাংঘাতিক আঘাত প্রদান করিলেন। আঘাত করিয়াই তাঁহারা দুইজনে অদৃশ্য হইলেন। এ দিকে সেই আঘাতেই হেরন্ ধরাশায়ী হইলেন। সকলেই স্থির করিল যে, ওয়ালেস্ নিশ্চয় অদূরে অবস্থিত আছেন, তিনি বা তৎসহচরবৃন্দের অন্যতর ভিন্ন এ কার্য্য আর কেহই করে নাই। হেরনের মৃত্যুতে ইংরাজসৈন্য বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। বট্‌লার্ বিলুপ্তধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি কিছুকাল নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। পরে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া চল্লিশ জন সৈন্যসহ হেরনের মৃতদেহ সমাধিনিহিত করিবার জন্য সেণ্ট জনষ্টনে প্রেরণ করিলেন; এবং অবশিষ্ট সৈন্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া ওয়ালেসের অনুসন্ধানার্থ নানা দিকে প্রেরণ করিলেন। স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য লইয়া অদূরবর্ত্তী বন রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ওয়ালেস্ অধিত্যকাপ্রদেশের কিয়দ্দূর উঠিয়া প্রিয় সহচর কার্লে ও ষ্টিফেন্‌কে না দেখিয়া তাঁহাদিগকে শত্রু-পরিগৃহীত মনে করিয়া শোকাকুলচিত্তে তথা হইতে নামিলেন—ও চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা গাস্ক দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গের প্রশস্ত ও বায়ুসঞ্চালিত দালানে তাঁহারা শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী কৃষক ভবন হইতে দুইটী মেষ আনিয়া কাটিয়া রন্ধনপূর্ব্বক তাঁহারা প্রবল ক্ষুধা নিবারণ করিলেন। আহারান্তে তাঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় অদূরস্থিত পাহাড় হইতে শৃঙ্গধ্বনি শ্রবণগোচর হইল। এইরূপ শৃঙ্গধ্বনি করিয়া ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণকে একত্রিত করা স্কট্‌লণ্ডবাসীদিগের একটী প্রথা ছিল। ঐ শৃঙ্গধ্বনি কে করিল, জানিবার নিমিত্ত কৌতুহলোদ্দীপিত হইয়া ওয়ালেস্ প্রথমে দুই জনকে পাঠাইলেন। কিন্তু সে দুই জন ফিরিল না। আবার সেই শৃঙ্গরব শ্রুত হইল, ওয়ালেস্ আবার দুই জনকে পাঠাইলেন। এ দুই জনও ফিরিল না। সে শৃঙ্গরবও শ্রবণবিদারণপূর্ব্বক প্রবাহিত হইতে লাগিল। ওয়ালেস্ অধীর হইয়া এবার অবশিষ্ট নয়

জনকেই পাঠাইলেন। কিন্তু সে নয় জনেরও কেহই ফিরিল না। তিনি একাকী সেই বিজন প্রদেশে বসিয়া ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। একে ঘোরা রজনী, তাহাতে সেই বিজনপ্রদেশে সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় একাকী আসীন; তাহার উপর বন্ধুগণের অদর্শনজনিত যাতনা—এই অবস্থায় ওয়ালেসের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার কল্পনা উন্মাদিনী হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার শত্রুরা ঐ শৃঙ্গ-রব করিতেছে। তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া শব্দের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দুর্গের দালান পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, এমন সময় তাঁহার বোধ হইল, যেন দালানের দ্বারে "ফডন্" তদীয় মস্তক করে ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া যেন সে সেই মুণ্ড তদীয় চরণাভিমুখে প্রক্ষেপ করিল; কুড়াইয়া লইয়া যেন আবার প্রক্ষেপ করিল। তাঁহার রুধির ভয়ে ঘনীভূত হইল। তিনি নিশ্চয়ই স্থির করিলেন—ইহা "ফডনের" প্রেতযোনি—মানবী মূর্ত্তি নহে। ভয়ে আকুল হইয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দ্বারে "ফডনের" প্রেতমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, সুতরাং তিনি সে দিক্ দিয়া প্রস্থান করিতে সাহস না করিয়া একটী রুদ্ধ জানালার কপাট পদাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তথা হইতে এক লম্ফে দশ হস্ত নিম্নে পতিত হইয়া তাড়িত বেগে তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন।

অদূরবর্ত্তিনী নদী পার হইয়া ওয়ালেস্ আপনাকে নিরাপদ মনে করিলেন। তখন তিনি সেই দুর্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন দুর্গ জ্বলিতেছে; তিনি "ফডনের" প্রেত-মূর্ত্তিকেই ইহার কারণ স্থির করিলেন। ফডনের প্রেতাত্মাই তাঁহার সঙ্গীদিগকে লইয়া গিয়া মারিয়াছে, তাঁহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়-বদ্ধ হইল। তৎকালে এরূপ ভৌতিক ভয় ও ভৌতিক বিশ্বাস প্রায় অনেকেরই ছিল। ওয়ালেস্ এই ভৌতিক উৎপাতে ভীত ও বিষণ্ণ হইলেন। তিনি নদীতীরে বেড়াইয়া বেড়াইয়া অতি কাতর ভাবে ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিলেন; উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সহসা উষাদেবী পূর্ব্বাকাশে হাসিয়া উঠিলেন। রজনীর তিমিররাশি সূর্য্যভয়ে পলায়ন করিয়া পর্ব্বত-গুহায় লুক্কায়িত হইল, এমন সময় বট্‌লার্ দূর হইতে ওয়ালেস্‌কে দেখিতে পাইলেন। তিনি স্কট্‌দিগের গতিরোধ করিবার মানসে সেই নদীতীরে অশ্বপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে-ছিলেন, ওয়ালেস্‌কে দেখিয়াই সবেগে তদভিমুখে অশ্ব চালিত করি-লেন; এবং তথায় আসিয়া ওয়ালেসকে তাঁহার নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ওয়ালেস্ আত্মগোপন করিয়া বলিলেন, তিনি সার্ জন্ ষ্টুয়ার্টের নিকট কোন সংবাদ লইয়া যাইতেছেন। বট্‌লার্ বলিলেন, "তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি নিশ্চয়ই ওয়ালেসের অনুচর"—এই বলিয়াই তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। ওয়ালেসের শাণিত তরবারি নিমেষমধ্যে উত্তোলিত হইয়া বট্‌লারকে ছিন্নপদ করিয়া ফেলিল। পদহীন ইংরাজ-সেনাপতি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। ওয়ালেস্ তদীয় অশ্বের বল্গাধারণ পূর্ব্বক এক খড়্গাঘাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বট্‌লারকে ছিন্নমুণ্ড করিয়া ফেলি-লেন। এক জন ইংরাজ-সৈনিক দূর হইতে সবেগে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়ালেস্ তাহার বর্শা কাড়িয়া লইয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক বট্‌লারের অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তাড়িতবেগে ডাল্‌রিয়ক অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। অসংখ্য ইংরাজ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যাহারা অতি নিকটে আসিতে লাগিল, তাহারা ওয়ালেস্ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ নিহত হইতে লাগিল। এইরূপে অসংখ্য ইংরাজ-রক্তে জন্মভূমি প্রক্ষা-লিত করিতে করিতে ওয়ালেস্ নক্ষত্র-বেগে ছুটিতে লাগিলেন। বট্‌লা-রের অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বও এই তাড়িত গমনে ক্রমে রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িল। ওয়ালেস্ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করি-লেন। অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আসিয়া আর একটী অশ্ব পাইলেন। সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া যেমন তাহাকে চালিত করিলেন, অমনি অসংখ্য ইংরাজ-সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। তিনি প্রচণ্ড বেগে অশ্ব চালিত করিলেন, তথাপি কেহ কেহ তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ শাণিত তরবারির কবলস্থ

করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিংশতি জন ইংরাজ নিহত হইল। অবশেষে ওয়ালেস্ এক জলার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অশ্ব পড়িয়া গেল, আর উঠিতে পারিল না। তাঁহাকে অগত্যা আবার পদ-ব্রজে যাইতে হইল। তিনি অতি প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইয়া শত্রুদিগের দৃষ্টিপথাতীত হইলেন; অবশেষে তিনি ফোর্ত্তের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কাম্বক্স নগরের নিকট ইহা উত্তরণ পূর্ব্বক শত্রুদিগের হস্ত হইতে আপাতত রক্ষা পাইলেন।

এইরূপে অনুসরণকারিদিগের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া ওয়ালেস্ ডরউড্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পর দিন অরুণোদয় না হইতে তিনি তথায় এক পূর্ব্বপরিচিত বিধবা রমণীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অবসন্ন শরীর যে বিশ্রামের জন্য একান্ত লালায়িত হইয়াছিল, এখানে আসিয়া তিনি সেই বিশ্রাম লাভ করিলেন। বিধবা রমণী স্বয়ং ওয়ালেসের জন্য পাকাদি ক্রিয়ায় নিযুক্ত হইলেন। তদীয় কুটীর ওয়ালেসের পক্ষে নিরাপদ নহে বলিয়া রমণী অদূরবর্ত্তী বনমধ্যে বৃক্ষতলে তাঁহার জন্য একটী শয্যা পাতিয়া দিলেন। রমণীর দুই পুত্র তাঁহার শুশ্রূষায় নিরত রহিল। এদিকে তিনি ওয়ালেসের সঙ্গিগণের সংবাদ লইবার জন্য এক জন স্ত্রীলোককে গাস্ক দুর্গাভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং ওয়ালেসের আগমন-বার্ত্তা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার আর একটী পুত্রকে ডুনিপেসে তদীয় পিতৃব্যের নিকট প্রেরণ করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়াই তদীয় পিতৃব্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেসের সহিত তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। তিনি ওয়ালেসের উদ্যমকে উন্মাদ-বিজৃম্ভিত বলিয়া উপহাস করিলেন এবং বলিলেন— "তুমি একাকী এড্ওয়ার্ডের সেনাসাগরে ঝাঁপ দিয়া কেবল আপনিই ডুবিবে, দুঃখসাগরে নিমগ্ন স্বদেশকে কখন তুলিতে পারিবে না। অতএব আমার অনুরোধ—তুমি এ অসাধ্য সাধনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক এড্ওয়ার্ডের অধীনে একটী লর্ডশিপ্ গ্রহণ করিয়া সুখে ও সচ্ছন্দে কালযাপন কর। এডওয়ার্ড যে ইহাতে সম্মত হইবেন, তদ্বি-

যয়ে আমার সন্দেহ নাই।" এই বাক্য ওয়ালেসের কর্ণে অতি কর্কশ লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"তিনি হয় স্কট্‌লণ্ডে শান্তি পুনঃ স্থাপিত করিবেন, নয় সেই সাধনায় জীবন বিসর্জ্জন দিবেন, স্কট্‌লণ্ড পরাধীন থাকিতে তিনি কোন সুখের প্রার্থী নহেন।" ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য তোমার স্বজাতিপ্রেম! তোমার ন্যায় রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর চরণরেণু যে দেশে পড়ে, সে দেশের চিরদাসত্বও বিদূরিত হয়!

ওয়ালেসের দৃষ্টান্তের মোহিনী শক্তিতে পিতৃব্যের মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি অন্তরের সহিত ওয়ালেসের উদার সঙ্কল্পের অনুমোদন করিলেন। তাঁহাদিগের কথোপকথন, কার্লে ও ষ্টিফেনের সহসা আবির্ভাবে স্থগিত হইল। দলপতি ওয়ালেস্‌কে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে তথায় অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদিগের আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না। তাঁহারা কি উদ্দেশে ওয়ালেসের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পথিমধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, এবং তাহার পর কি কি কার্য্য করিয়াছেন, ওযালেসের নিকট সে সমস্ত পরিচয় দিলেন। ওয়ালেস সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগের মুখেই শ্রবণ করিলেন যে, ইংরাজ সেনাপতি সার্ জিরার্ড তাঁহাদিগের শাণিত খড়্গাগ্রের তীক্ষ্ণ বেধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যখন তাঁহারা সকলে এইরূপে মনের আনন্দে সেই রমণীর আবাসে বাস করিতেছেন, এমন সময় যে স্ত্রীলোকটী গাস্ক দুর্গে প্রেরিত হইয়াছিল, সে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিতে লাগিল "দেখিয়া আসিলাম, গাস্ক দুর্গের যাইবার পথ মৃত ইংরাজসৈনিকগণের মৃতদেহে সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, (পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, ওয়ালেস্ তদীয় অনুসরণকারিগণকে নিহত করিয়া তাহাদিগের মৃতদেহে গাস্ক দুর্গাগমন-পথ প্রেতভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন্) দেখিলাম—উক্ত দুর্গের ও ইহার দালান সম্পূর্ণরূপে অক্ষত রহিয়াছে, তাহার একটী প্রস্তরও উত্তোলিত হয় নাই; কিন্তু শৃঙ্গ রবে যে সকল লোক দূরসমাকৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কোন সংবাদ পাইলাম না।" এই সংবাদে ওয়ালেসের অন্তরে ফডনের প্রেতমূর্ত্তি-বিষয়ক বিশ্বাস অধিকতর বদ্ধমূল হইল।

ওয়ালেস্ সেই অরণ্যে আর অধিক দিন থাকিতে অসম্মত হওয়ায়, রমণী ঔদার্য্য গুণে তাঁহাকে যথেষ্ট রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রদ্বয়কে তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। আর তাঁহার পিতৃব্য ও তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট ঘোটক ও বীরোচিত পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। সেই রজনীতেই ওয়ালেস্, কার্লে ও ষ্টিফেন্ এবং বিধবা রমণীর পুত্রদ্বয়-সমভিব্যাহারে "ডন্‌ভাফ" অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সার্ জন্ গ্রেহাম্ নামক এক বৃদ্ধ নাইট্—যিনি লার্গস্ যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই স্থানের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি বৃদ্ধকাল শান্তিতে অতিবাহিত করিবার মানসে অগত্যা এড্ওয়ার্ডের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু এড্ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ওয়ালেসকে পাইয়া তিনি পরম প্রীত হইলেন। ওয়ালেস্ নিরাপদে ও রাজসমাদরে তদীয় দুর্গে তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। পিতৃনামে অভিহিত তাঁহার এক পুত্র ছিল। ইনি যৌবনকালেই প্রান্ত সমরে স্কট্‌রাজ আলেক্‌জাণ্ডারের বিশেষ সাহায্য করাতে তিনি তাঁহাকে "বারউইকের নাইট্" উপাধি প্রদান করেন। এই বীর যুবা পুরুষের সহিত ওয়ালেসের বিশেষ মৈত্রী জন্মিল। তাঁহাদিগের এই মৈত্রী মৃত্যুতেও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। গ্রেহাম্ যত দিন জীবিত ছিলেন, কখন ওয়ালেস্‌কে পরিত্যাগ করেন নাই। অরণ্যে, দুর্গে, পথে, রণস্থলে—যেখানে ওয়ালেস্ সেইখানেই গ্রেহাম্ ছায়ার ন্যায় ওয়ালেসের পশ্চাদ্বর্ত্তী। ওয়ালেসের কষ্ট-যন্ত্রণাময় জীবনে গ্রেহাম্ তাঁহার প্রধান শান্তিস্থল ছিলেন।

ওয়ালেস্ প্রস্থানোদ্যত হইলে গ্রেহাম্ তাঁহার অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ওয়ালেস্ নিষেধ করিলেন, বলিলেন—এরূপ বিপদসঙ্কুল বৈপ্লবিক জীবনে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সবিশেষ সতর্কতা শিক্ষা করিতে হইবে; সেই শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইবেন; ইতিমধ্যে তিনি তাঁহাকে সাধ্যানুসারে সৈন্যসংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। গ্রেহাম্ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন,

এবং বলিলেন, তিনি সংবাদ পাইবামাত্র সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

ওয়ালেস্‌ তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া সহচর-চতুষ্টয় সমভি-ব্যাহারে "বথ্‌ওয়েল্‌ মুর"—অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় ক্রফোর্ড নামক তদীয় জননীর স্বসম্পর্কীয় এক ব্যক্তির গৃহে গুপ্তভাবে সে দিবস তাঁহারা অতিবাহিত করিয়া, পর দিন প্রাতে উঠিয়া "গিল্‌-ব্যাঙ্ক"—অভিমুখে গমন করিলেন। এই স্থানে তৎকালে তদীয় অন্যতর পিতৃব্য অচিঙ লেক্‌ অবস্থিতি করিতেছিলেন। ওয়ালেস্‌ ও তদীয় অনুযাত্রিকবর্গ তদীয় আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে আয়াবে পার্সীর নিকট ওয়ালেসের এই সকল অতিমানুষ অবদানপরম্পরার সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরাজ সৈন্যদলে হুলস্থূল উপস্থিত হইল। সকলেরই বদনমণ্ডলে গভীর চিন্তারেখা দেখা দিল। কেহ কেহ এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, যখন ওয়ালেস্‌কে ষ্টার্লিং সেতু পার হইতে দেখা যায় নাই, তখন অনুমান হয়, তিনি ফোর্ত্তে জলমগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু পার্সীর অন্তরে সে অনুমান স্থান পাইল না। পার্সী ভাবিলেন যে, ওয়ালেস্‌ যেরূপ অলৌকিক-বলশালী ও যেরূপ সাবধান, তাহাতে তাঁহার জলমগ্ন হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহার মন ভবিষ্যৎ ভাবনায় আকুল হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে সার্‌ জন্‌ ষ্টুয়ার্ট সেণ্ট জন্‌-ষ্টনের সেরিফের পদে অভিষিক্ত হইলেন।

এদিকে ওয়ালেস্‌ গিল্‌ব্যাঙ্কে পৌছিয়াই করস্‌বীতে পিতৃব্য সার্‌ রেনাল্ডের নিকট, বিকার্টনে ভ্রাতা এডাম ওয়ালেসের নিকট, এবং বন্ধুদ্বয় বয়েড্‌ ও ক্লেয়ারের নিকট আপনার বৃত্তান্ত জানাইবার নিমিত্ত হার্লেকে প্রেরণ করিলেন। ওয়ালেসের কৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইয়া তাঁহারা আনন্দে অভিভূত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্যার্থে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিলেন।

এইরূপে ওয়ালেস্‌ নির্ব্বিঘ্নে খ্রীষ্টমহোৎসব-কাল গিল্‌ব্যাঙ্কে কাটাইলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে জলমগ্ন, হত, বা নষ্ট মনে করিয়া

তাঁহার বিষয় আর কোন সন্ধান লইলেন না। এদিকে সার্ রেনাল্ডের সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হয়, তাহার অবসান হইতে আর চারি মাস মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

গিল্‌ব্যাঙ্কে অবস্থিতি-কালে তিনি কৌতুহলোদ্দীপ্ত হইয়া প্রায়ই মধ্যে মধ্যে "ল্যানার্ক" সায়রাভিমুখে যাত্রা করিতেন। তাঁহার শাণিত তরবারি ইংরাজরক্তে প্রায়ই বিরঞ্জিত হইত। পথিমধ্যে বিশ্লিষ্ট ইংরাজ সৈন্য দেখিলেই তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন। তাঁহার করাল অসি হইতে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারিত না; অধিক কি, সংবাদ দিবার জন্যও কেহ গৃহে ফিরিয়া যাইত না। হেসিল্‌রীগ্—ল্যানার্ক সায়রের সেরিফ ছিলেন। হেসিল্‌রীগের প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর ও যথেচ্ছাচারী ছিল, এবং চতুর্দ্দিকের প্রজাবর্গ তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। কে এইরূপে তাঁহার সৈন্যক্ষয় করিতে লাগিল, তিনি ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি আপনার সৈন্যদিগকে কোন স্থানে যাইতে হইলে আত্মরক্ষার্থ অনেকে একত্র হইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ওয়ালেস্ শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা যখন অত্যন্ত অধিক দেখিতেন, তখন কোন প্রকার বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহার চারি জন সহচর ছায়ার ন্যায় সতত তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন।

সপ্তম অধ্যায়।

ওয়ালেস্ প্রণয়ী। লক্‌মেবেন্ ও ক্রফোর্ড দুর্গ-অধিকার।

বীরের হৃদয়ও প্রেমের অস্পৃশ্য নহে। প্রণয় যে হৃদয়ে কখন রাজত্ব করে নাই, এমন হৃদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। কি রাজার অট্টালিকা, কি দরিদ্রের কুটীর—প্রণয় সর্ব্বত্রই বিরাজমান। অনুরাগ, সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া থাকে। ওয়ালেস্ রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হইয়াও ইহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পান নাই। যাঁহার হৃদয় স্বদেশের দুরাবস্থায় শোকমগ্ন, স্বদেশের উদ্ধার

সাধন না করিয়া যিনি কোন প্রকার পার্থিব সুখ ভোগ করিব না বলিয়া গৃহীতব্রত হইয়াছিলেন, আজ তিনি প্রেমের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি জাতীয় ব্রতের সহিত বিসম্বাদী বলিয়া হৃদয়কে এ বেগ সম্বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু হৃদয় সে অনুরোধে কর্ণপাত করিল না। ল্যানার্ক সায়ারের কোন অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী হৃদয়-লোভনীয়া সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভবা কোমল-প্রকৃতি মহিলা তাঁহার এই আকস্মিক চিত্ত-বিকারের মূল।

ল্যানার্ক সায়ারে ল্যামিঙ্‌টন্ নামে একটী নগর আছে। তথায় হিউগ্ ব্রড্‌ফুট্ নামে এক জন সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই রমণী তাঁহারই দুহিতা, বালিকা বয়সেই পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-বিয়োগ নিবন্ধন ইনি অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। হেসিল্‌রীগের হস্তেই ইঁহার একমাত্র ভ্রাতার মৃত্যু হয়। অসাহায়া বালিকাকে আশ্রয় দান করার নিষ্ক্রয়-স্বরূপ হেসিল্‌রীগ্ এই রমণীর নিকট হইতে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন। এরূপ জনরব যে, হেসিল্‌রীগ্ সেই বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণীর সহিত নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবেন, স্থির করিয়া-ছিলেন। রমণী উপায়ান্তর না দেখিয়া ওয়ালেসের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি নিজ দাসী দ্বারা ওয়ালেস্‌কে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন। দাসী ওয়ালেস্‌কে সঙ্গে করিয়া গুপ্তভাবে উদ্যান-মধ্যস্থ খিড়্‌কি-দ্বার দিয়া রমণীর গৃহে লইয়া গেলেন। তাহার সমুচিত আতিথ্য সৎকারের নিমিত্ত বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইল। যুবক যুবতী প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। তাঁহারা বিভোর হইয়া বিবিধ প্রেমালাপে নিমগ্ন হইলেন। যুবতী বলিলেন "আমি আজ হইতে আপনার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলাম; জলে স্থলে, বনে জঙ্গলে, রণক্ষেত্রে বা শান্তি-নিকেতনে—আপনি যখন যেখানে থাকিবেন, দাসী ছায়ার ন্যায় আপনার অনুগামিনী হইবে; প্রতিজ্ঞা করিলাম, আপনি ভিন্ন আর কোন পুরুষের পত্নী হইব না; এক্ষণে প্রার্থনা—আপনি দাসীকে গ্রহণ করুন।" ওয়ালেসের হৃদয় রমণীর প্রেমে বিগলিত হইল বটে, কিন্তু তিনি আপাততঃ বিবাহে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,

"যত দিন স্কট্‌লণ্ড শক্রহস্তে রহিবে, তত দিন বিবাহে আমার অধিকার নাই; যে দিন স্বদেশ হইতে শক্রকণ্টক উদ্ধৃত করিতে পারিব; সেই দিন তোমার পাণিগ্রহণ করিব। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তুমি ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোককেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না।" এইরূপে পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহারা এক প্রকার নৈতিক দম্পতীরূপে পরিণত হইলেন। এই দিন হইতেই তাঁহারা পরস্পরের প্রতি পতি-পত্নীর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। নৈতিক বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা পরম আনন্দে আহার করিলেন।

ওয়ালেস্ পরদিন অতি প্রত্যূষেই সহচরচতুষ্টয়-সমভিব্যাহারে গিল্‌-ব্যাঙ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্হীডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কর্হীডে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র টম্ হ্যালিডে ও ভ্রাতা এড্‌ওয়ার্ড লীটল্ বাস করিতেন। তাঁহারা ওয়ালেস্‌কে রণে নিহত বলিয়া স্থির কবিয়াছিলেন, এক্ষণে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিলেন। ওয়ালেস্ মনের উল্লাসে তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। চতুর্থ দিবসে তাঁহারা কয়জনে লক্‌মেবেন্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা এক্ষণে সর্ব্বসমেত ষোল জন অশ্বারোহী হইয়াছেন। নগরের অদূরবর্ত্তী নকৃউড্ নামক অরণ্য-মধ্যে সকলকে রাখিয়া ওয়ালেস্—লীটিল্ (Litill) কার্লে ও হ্যালিডেকে লইয়া নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা কোন পান্থাবাসে আহার প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া ও তথায় অশ্ব রাখিয়া সমীপবর্ত্তী ভজনালয়ে গিয়া উপাসনা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অনুপস্থিতি কালে উদ্দৃপ্ত ক্লিফোর্ড চারিজন অনুযাত্রিক সহ সেই পান্থাবাসে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পান্থাবাসের দ্বারে এ সকল কাহার অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে?" পান্থাবাস-স্বামিনী অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"মহাশয়! পশ্চিমাঞ্চল হইতে চারি জন ভদ্র লোক আসিয়া আজ আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিযাছেন, ঐ অশ্ব চারিটী তাঁহাদিগেরই।" গর্ব্বিত ক্লিফোর্ড উত্তর করিল—"সে ভূতেরা এমন সুন্দর ঘোটক লইয়া কি করিবে?" এই বলিয়া অশ্ব চতুষ্টয়ের লাঙ্গুল কর্ত্তন করিয়া দিল। আশ্রমস্বামিনী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

সেই আর্ত্তনাদে ওয়ালেস্ ও তৎসহচর-বৃন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে ক্লিফোর্ড অশ্ব-চতুষ্টয়ের লাঙ্গূল কর্ত্তন করিয়াই প্রস্থান কবিয়াছে। ওয়ালেস্ প্রকৃত ঘটনা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠি-লেন, কিন্তু ভয়ানক ক্রোধের অবস্থাতেও এই হাস্যকর ঘটনায় হাস্য সম্বরণ কবিতে পারিলেন না। ওয়ালেস্—সহচরগণ সহ তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে পরিহাসচ্ছলে বলিতে লাগিলেন—"বন্ধুবর! তুমি যে উৎকৃষ্ট ক্ষৌরকার, তোমার কার্য্যেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে; আমিও একজন ক্ষৌরকার পশ্চিম দেশ হইতে উৎকৃষ্ট আজীবের আশায় এখানে আসিযাছি। সেই শিক্ষা-কৌশল তোমায় দেখাইব, নিতান্ত ইচ্ছা।" এই বলিতে বলিতে ওয়ালেস্ ক্লিফোর্ডের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি তাঁহার ভীম অসি ক্লিফো-র্ডের মস্তকে পড়িয়া তদীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিল। দ্বিধা বিভক্ত করিয়া সেই অসি আর এক জনের মস্তকে পড়িয়া তাহাকেও গতাসু করিল। এদিকে ওয়ালেসের সহচরেরাও অবশিষ্ট তিন জনকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন।

তাঁহারা ক্লিফোর্ডের ঘোটক লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন, এবং আহার পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া আশ্রম-স্বামিনীকে আহারের মূল্য প্রদান পূর্ব্বক আপনাদিগের ছিন্নলাঙ্গূল অশ্ব-চতুষ্টয় ও ক্লিফো-র্ডের অশ্ববরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ক্লিফোর্ডের বধ-সংবাদ নগরে প্রচারিত হইবামাত্র ইংরাজ-দুর্গ হইতে সপ্তগুণিত বিংশতি অশ্বারোহী সৈন্য ওয়ালেস্ ও তদীয় সহচর-চতুষ্টয়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল।

ওয়ালেস্ নগর হইতে বহির্গত হইয়া আপনার দলের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত বেগে নকৃউড্ অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেই বন অতি ক্ষুদ্র; সুতরাং অনুসরণকারী শত্রুসেনা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম বলিয়া তাঁহারা সে বন পরিত্যাগ করিয়া গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই উদ্দেশে তাঁহারা অশ্ব হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে লাগি-

লেন, এমন সময় দূর হইতে ইংরাজ অশ্বের খুরধ্বনি শ্রুত হইল ; অক্লান্ত বলবান্ অশ্বের উপর ইংরাজ অশ্বারোহিগণ আসীন; তাঁহাদিগের শাণিত তরবারির উপর সূর্য্য রশ্মিমালা প্রতিফলিত হইয়া নয়ন ঝল্‌সিয়া দিতেছে। ওয়ালেস্ সকলকেই অশ্বারোহণ করিতে ও "ইষ্টাব্ মুর্" অভিমুখে ধাবিত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ভয় হইল, পাছে তাঁহাদিগের ক্ষত অশ্ব অশক্ত হইয়া পড়ে। ইংরাজ সৈন্য যেমন স্কট্‌দিগের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, অমনি ইংরাজ অশ্বারোহীর ধনুক হইতে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়া দুই জন স্কট্‌কে আহত করিল। ওয়ালেস্ সহচরদ্বয়ের গাত্রে রক্তপাত হইতে দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় একাকী ইংরাজদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। নিমেষ-মধ্যে তাঁহার প্রচণ্ড অসি পঞ্চদশ ইংরাজ অশ্বারোহীকে ধরাবিলুণ্ঠিত করিল। অবশিষ্ট ইংরাজ-সৈন্য এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দ্রুতপদে দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিল। স্কটেরা সেই পলায়মান ইংরাজ সেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। পথিমধ্যে হ্যালিডে দেখিতে পাইলেন—দুই শত ইংরাজ-সেনা অদূরবর্ত্তী বনে লুক্কায়িত রহিয়াছে ; দেখিয়াই পিতৃব্যকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিলেন।

স্কটেরা কর্হীড্ (Corheid) অভিমুখে পলাইতে উদ্যত বুঝিয়া সেই প্রচ্ছন্ন ইংরাজসেনা বন হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপদে তাঁহাদিগের অনুসরণ আরম্ভ করিল। সার্ হিউ নামক একজন সুদক্ষ ইংরাজ-সেনাপতি এই অনুসরণকারী ইংরাজ-সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তিনি লৌহবর্ম্মে আবৃত হইয়া রমনীয় অশ্বে আসীন ছিলেন। ওয়ালেস্ এক ওক বৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া সার্ হিউয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সার্ হিউ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার করাল অসি তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে পতিত হইল। অসি, মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করিয়া গ্রীবাদেশে আসিয়া প্রতিহত হইল। ওয়ালেস্ তৎক্ষণাৎ হিউয়ের অশ্বে আরোহণ করিলেন। অধিনায়কের পতনে ইংরাজ-সেনা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ওয়ালেস্‌কে আসিয়া ঘিরিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহচরবৃন্দ তাঁহার

রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। হ্যালিডে পাদচারে অমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ওয়ালেস্ অশ্বপৃষ্ঠে ও বর্ষা হস্তে সিংহ-পরাক্রমে শত্রু উন্মথন করিতে লাগিলেন। তিনি যেন চতুর্দ্দিকে মৃত্যু বিকীরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইংরাজেরা হতবল ও হতাশ্বাস হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের সেনাপতি ভিন্নও আর বিংশতি জন সৈন্য নিহত হয়, এবং অনেকেই আহত হয়। কিন্তু একটী স্কট্‌ও হত হয় নাই, কেবল পঞ্চ জন মাত্র ক্ষত হইয়াছিল।

গ্রে-ষ্টক্ (Graystock) নামে এক ইংরাজ সৈনিক বীর-পুরুষ সার্ হিউয়ের নিম্ন পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় স্কট্‌সেনার সম্মুখে পলায়মান ইংরাজ-সেনাকে তিরস্কার করিয়া তিন শত সৈন্য লইয়া স্কট্‌দিগকে আক্রমণ করিলেন। ওয়ালেস্ ও তৎসহচরবৃন্দ এক্ষণে সকলেই অশ্বারূঢ়; ওয়ালেস্ পার্ষ্ণিরক্ষায় নিযুক্ত। এই অবস্থায় তাঁহারা ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমে শত্রুদিগকে এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথে আনিয়া ফেলিলেন। ওয়ালেস্ এই অল্প সেনা লইয়া সেই মহতী ইংরাজ-সেনার সহিত সমতল-ক্ষেত্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস করেন নাই, এই জন্য তিনি কৌশলে তাহাদিগকে এক সঙ্কীর্ণ স্থানে আনিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতেন, এই সঙ্কীর্ণ স্থলে সংখ্যা-বাহুল্যে কোন ফল দর্শিবে না। ইংরাজেরা আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ওয়ালেস্ এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিতে সাহস করিলেন না।

এই অবস্থায় উভয় সৈন্য রহিয়াছে—এমন সময় ওয়ালেসের প্রিয় বন্ধু গ্রেহাম ও কার্কপ্যাটিক্ ওয়ালেসের অনুসন্ধানে সসৈন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রেহামের সহিত ত্রিশ জন ও কার্ক-প্যাট্রিকের সহিত পঞ্চাশ জন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিল। দূর হইতে সেই বন্ধু-সেনা দেখিতে পাইয়া ওয়ালেস্ ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহাদিগের যে সঙ্কল্প সেই কার্য্য। প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় তাঁহারা আসিয়া সেই ইংরাজ-সেনার উপর পড়িলেন। দৈবী-

শক্তি-সম্পন্ন স্বজাতি-প্রেমিক বীরদলের বেগ ধারণ করে, কাহার সাধ্য ? নিমেষ-মধ্যে অসংখ্য ইংরাজ-দেহে রণস্থল সমাচ্ছাদিত হইল। এ তাড়িত-তেজ ইংরাজদিগের পক্ষে দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল। ইংরাজেরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সেনাপতি গ্রেষ্টক্ শতজন মাত্র সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করিল। কিন্তু সেই পলায়মান ইংরাজ-সেনাপতির সম্মুখে গ্রেহাম্ ও কার্ক প্যাট্রিক সবলে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে ওয়ালেস্ বিদ্যুদ্দণ্ডের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে ইংরাজ-সেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। ওয়ালেস্ দূর-হইতে গ্রেহাম্কে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে গ্রেষ্টক্কে আক্রমণ করিতে তীব্র স্বরে আদেশ করিলেন। নিমেষমধ্যে গ্রেহাম্ ইংরাজ-সেনাপতির সম্মুখীন হইয়া প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে ইংরাজ-সেনা ভয়ে বিশৃঙ্খলভাবে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। অনেকেই সেই অনুসরণকারী স্কট্সেনার নিশিত অস্ত্রে ধরাশায়ী হইল। সংবাদ দিবার নিমিত্ত অতি অল্প জন মাত্রই জীবিত রহিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়া ইংরাজ-শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইল।

যুদ্ধের অবসান হইলে বিজয়ী স্কট্সেনানায়কগণ পরস্পর মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের আজ আনন্দের সীমা নাই। অনেক দিনের পর মিলন, তাহাতে আবার এরূপ অভাবনীয় বিজয়লাভ! সোণার উপর সোহাগা। যুদ্ধের সময় তীব্রস্বরে আদেশ করায় ওয়ালেস্ স্বাভাবিক ঔদার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রেহামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এদিকে দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন; এবং নিশা সতী ধীরে ধীরে গগনপ্রান্তে আসিয়া দেখা দিলেন। অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের এই বিষয়ের পরামর্শ হইতে লাগিল। ওয়ালেস্ সেই রজনীতেই লক্মেবেন্ দুর্গ আক্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; বলিলেন—যুদ্ধে যেরূপ সেনা হত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, দুর্গ-রক্ষার নিমিত্ত অতি অল্প লোকই অবশিষ্ট আছে। সক-

লেই, তাঁহার এই সঙ্কল্পের অনুমোদন করিলেন, এবং অবিলম্বেই সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল। সেই তামসী রজনীতে সেই বীর-দল লক্‌মেবেন্ (Lochmaben) দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। টম্ হ্যালিডে সেই প্রদেশ সবিশেষ অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনিই তাঁহাদিগের পথদর্শক হইলেন। হ্যালিডের সহচরবর্গের অন্যতম জন্ ওয়াট্‌সন্ নামক এক ব্যক্তি কিছু কাল এই দুর্গে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার সহিত দুর্গবাসী সকলের পরিচয় ছিল। সে অগ্রে একাকী দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে দুর্গদ্বাররক্ষক জিজ্ঞাসা করিল. "ওয়াট্‌সন্! কি সংবাদ?" ওয়াট্‌সন উত্তর করিল—"সেনাপতি স্বয়ং আসিতেছেন, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দিউন।" না বুঝিয়া সে অনুরোধানুসারে দ্বার খুলিয়া দিল। হ্যালিডে প্রচ্ছন্ন ভাবে পশ্চাতেই ছিলেন। রক্ষক যেমন দ্বার খুলিল, অমনি হ্যালিডের শাণিত তরবারি তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। দ্বাররক্ষকের হস্তে যে চাবির তোড়া ছিল, ওয়াট্‌সন্ সেই চাবির তোড়া হস্তে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল, এবং হ্যালিডে ও অন্যান্য সকলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কেহই তাঁহা-দিগকে বাধা দিল না। তাঁহাদিগকে বাধা দেয়, দুর্গমধ্যে এমন কেহই ছিল না। দুই জন ভৃত্য ও কয়েক জনমাত্র স্ত্রীলোক দুর্গে অবস্থিত ছিল। সুতরাং তাঁহারা অবাধে সর্ব্বত্র বেড়াইতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন তাঁহারাই দুর্গের প্রকৃত অধীশ্বর। দুর্গ-পর্য্য-বেক্ষণের পর সকলে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া যুদ্ধে নির্গত ইংরাজ-গণের জন্য যে সকল আহারীয় ও পানীয়ের আয়োজন ছিল, তদ্দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতে লাগিলেন; কেবল ওয়াট্‌সন্ দুর্গ-দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। এই সময় রণস্থল হইতে পলায়িত হতাবশিষ্ট ইংরাজ-সেনা আসিয়া দুর্গদ্বারে দণ্ডায়মান হইল। দুর্গ যে শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, তাহারা বিন্দুমাত্রও জানিতে পারে নাই। সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ যাচ্ঞা করিল। ওয়াট-সন অবাধে তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে যাইতে দিল। তাহারা যেমন

প্রবেশ করিল, অমনি বিজয়ী স্কট্‌সেনা তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিল। একজনমাত্র যোদ্ধাও অবশিষ্ট রহিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে স্কটিশ্‌ অধিনায়কগণ ওয়াট্‌সনের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া এবং ইংরাজ-মহিলাগণকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি দিয়া, কর্ণীডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে দিবস তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিয়া পর দিন স্নানাহারের পর অশ্বারোহণে ক্রফোর্ডমুর (Crawford muir) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা বিভক্ত হইলেন। টম্‌ হ্যালিডে কর্হল্‌ (Corhall) দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গত যুদ্ধে তিনি যে লিপ্ত ছিলেন, ইংরাজেরা তাহা বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিলেন না। তিনি নিরাপদে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। কার্কপ্যাট্রিক্‌ এস্কডেল্‌ (Eskdale wood) অরণ্য-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখানে ইংরাজগণ হইতে তাঁহার কোন ভয়ের আশঙ্কা ছিল না।

ওয়ালেস্‌ ও গ্রেহাম্‌ চল্লিশ জনমাত্র অনুযাত্রিক সহ ক্রফোর্ড দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়ালেস্‌ সেই রজনীতেই উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। এই সময় মার্টিণ্ডেল্‌ (Martindail) নামে এক জন কম্বর্‌লণ্ডবাসী ইংরাজ দুর্গাধিপতি ছিলেন। ওয়ালেস্‌ অদূরে ক্লইড্‌ নদীর তীরে সমস্ত সৈন্য রাখিয়া এড্‌ওয়ার্ড লীটিল্‌ নামক এক জনমাত্র সঙ্গী লইয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দুর্গের অনতিদূরবর্ত্তী এক পান্থাবাসের নিকট আসিয়া ওয়ালেস্‌ এক স্কট্‌ রমণীর মুখে অবগত হইলেন যে, ইংরাজ সেনা এক্ষণে সেই পান্থাবাসে পানভোজনে মত্ত রহিয়াছে। সেই রমণী বলিল, "যদি তুমি স্কট্‌ হও, শীঘ্র পলায়ন কর; কারণ উহারা ওয়ালেস্‌-নামক এক জন স্কটের এবং তৎকর্ত্তৃক লক্‌মেবেন্‌ দুর্গের অধিকার বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিল; সুতরাং ও দিক্‌ দিয়া যাইলে তোমাদিগের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।" ওয়ালেস্‌ রমণীকে প্রকৃত হিতৈষিণী মনে করিলেন বটে, কিন্তু তাহার উপদেশের বিপরীতাচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বীর-হৃদয় ওয়ালেস্‌ তৎক্ষণাৎ পান্থাবাস-স্থিত ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প

করিলেন। তিনি দূর হইতে গ্রেহামকে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সঙ্কেত করিয়াই স্বয়ং পান্থাবাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এড্ওয়ার্ড লীটিল্ দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি উপহাসচ্ছলে বলিলেন "আশীর্ব্বাদ করি, আপনাদিগের মঙ্গল হউক।" ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে স্কট্ বলিয়া স্থির করিয়া বলিলেন, "তুমি কে হে? কি সাহসে তুমি আমাদিগের নির্জ্জন প্রমোদাবাসে প্রবেশ করিলে?" সেনাপতির মুখ হইতে এই বাক্য উচ্চারিত হইতে না হইতেই ওয়ালেসের নিষ্কোষিত অসি প্রমোদমত্ত ইংরাজ-সৈনিকগণকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। তাঁহারা ক্ষণকাল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মদিরা তাঁহাদিগের কার্য্য-শক্তি হরণ করিয়াছিল; সুতরাং ওয়ালেস্ অবাধে তাঁহাদিগের সকলকেই নিহত করিলেন। দ্বার-রক্ষক লীটিল্ও পঞ্চ নর-মুণ্ডে ধরা শোভিত করিল। এদিকে গ্রেহাম্ ওয়ালেসের আদেশানুসারে দুর্গ-দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। দুর্গ-দ্বার প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া ওয়ালেস্ সেই দিকে ধাবিত হইলেন। অচির-কাল মধ্যে দুর্গ-দ্বারের ভস্মরাশির উপর দিয়া তাঁহারা দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুর্গাভ্যন্তরে কেবল কয়জন-মাত্র স্ত্রীলোক ছিল, সুতরাং তাঁহারা অবাধে দুর্গাভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দুর্গ-মধ্যে আহারীয় কিছুই পাওয়া গেল না; অবশেষে পান্থাবাস হইতে খাদ্য সামগ্রী আনাইয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তাঁহারা সে রাত্রি তথায় যাপিত করিলেন। প্রত্যূষে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে মুক্তি-প্রদান করিয়া দুর্গ-গৃহে অগ্নি-প্রদান-পূর্ব্বক ডন্ডাফ্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে রাত্রি তাঁহারা ডন্ডাফে মহানন্দে যাপিত করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ল্যামিংটনের উত্তরাধিকারিণীর সহিত ওয়ালেসের বিবাহ—ইংরাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি কার্টলেন্ ক্রেগ্‌সে আশ্রয় গ্রহণ করেন—হেসিল্‌রীগের হস্তে তদীয় নবোঢা পত্নীর মৃত্যু—ওয়ালেসের প্রতিজ্ঞা—তৎকর্ত্তৃক হেসিলরীগের হত্যা—বিগারের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ—ওয়ালেস স্কট্‌লণ্ডের অভিভাবক মনোনীত—ক্রী-নদীর তীরবর্ত্তী দুর্গ ও টবন্‌বরি দুর্গ গ্রহণ—ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি—ওয়ালেস্ কম্‌নক্ নগরে অবস্থিত।

১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ওয়ালেস্ ডন্‌ডাফ্ পরিত্যাগ করিয়া গিল্‌ব্যাঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বসন্তকাল সমাগত; পাদব-নিচয় রমণীয় হরিদ্‌-বর্ণের পত্রনিকরে সুশোভিত; চতুর্দ্দিক্ বিহগকুলের অমৃতময় কূজনে বিমোহিত; প্রকৃতি নূতন সাজে সাজিয়া জগন্মনোমোহন করিতেছেন। এমন সময়ে কোন্ প্রণয়ীর চিত্ত অবিকৃত থাকিতে পারে? ওয়ালেসের অয়োহৃদয়ও বসন্তানিল ব্যজনে প্রণয়ানলে বিগলিত হইতে লাগিল। এত দিন সামরিক কার্য্যে সতত নিরত থাকায়, লামিংটনের রমণীর চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ এই বিশ্রামাবাসে বসন্ত-হিল্লোলে সেই অতুল রূপরাশির আধার নিরাশ্রয়া যুবতীর জন্য তাঁহার হৃদয় প্রমত্ত হইয়া উঠিল। তিনি আর বিচ্ছেদ সহিতে না পারিয়া সেই মহিলার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক দিন তথায় যাতায়াতের পর, এবং প্রণয় পরিণয়, ও সামরিক জীবনের পরস্পর সঙ্গতি-অসঙ্গতি-বিষয়ে বিবিধ তর্ক বিতর্কের অবসানে—ওয়ালেস্ তাঁহাকে প্রকাশ্যে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। ওয়ালেসের প্রিয়বন্ধু যাজকবর ব্লেয়ার্ এই বিবাহের পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন। নব দম্পতী কিছু দিন মনের সুখে মধুচন্দ্রিমা যাপিত করিলেন। যুবতী অচিরকাল মধ্যেই গর্ভবতী হইলেন। যথাসময়ে তাঁহাদিগের মূর্ত্তিমান্ মনোরথ-স্বরূপ একটী কন্যা জন্মিল।

এইরূপে ওয়ালেস্ যদিও মনের সুখে প্রিয়তমার সহবাসে কাল

কাটাইতে লাগিলেন, তথাপি সে সুখের সময়েও দেশের দুর্গতির বিষয় স্মরণ হইয়া তাঁহার হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। যত দিন ইংরাজেরা স্কট্‌লণ্ডে আধিপত্য করিতেছেন, তত দিন ওয়ালেসের অন্তরে অবিমিশ্রিত সুখের আশা কোথায়?

এইরূপে হর্ষে ও বিষাদে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতেছে, ইত্যবসরে একদিন ওয়ালেস্ নগরের বহিঃস্থিত ভজনালয় হইতে প্রার্থনা শুনিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তাঁহাব প্রিয় বন্ধু গ্রেহাম্ তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। তাঁহাদিগেব উভয়ের সহিত সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্ব্বিংশতি অনুযাত্রিক ছিল। এমন সময় হেসিল্‌রীগ (Hesilrig) ও সার্ রবার্ট থরন্ নামক এক জন নাইট্ পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে সবলে আক্রমণ করিলেন। ল্যামিংটনেব উত্তরাধিকারিণীর পাণিগ্রহণ করায় ওয়ালেস্ হেসিল্‌রীগের মর্ম্মান্তিক যাতনার কারণ হইয়াছিলেন। পাণিগ্রহণের দিন হইতেই হেসিল্‌রীগ ওয়ালেসেব বধ-বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এত দিন কেবল সুবিধা খুজিতেছিলেন। আজ্ সেই সুবিধা উপস্থিত।

হেসিল্‌রীগের অন্যতম সৈনিক পুরুষ বিবিধ পরিহাস দ্বারা ওয়ালেস্‌কে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছিল। ওয়ালেস্ এরূপ বিদ্রূপোক্তি শুনিয়া কখন এক মূহূর্ত্তও বিলম্ব করেন নাই। কিন্তু আজ ওয়ালেস্ রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হইয়াও আশ্রমী। স্ত্রী-কন্যার মায়ায় আজ তাঁহার প্রাণে মায়া জন্মিয়াছে। সুতরাং তিনি সহসা জীবন দিতে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। আজ তাঁহার পারৎপক্ষে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হইল না। তিনি অটল অচলের ন্যায় অবিচলিত ভাবে আজ সেই বিদ্রূপ-ঝটিকা সহিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, ইংরাজেরা তাঁহাদিগের অভিমুখে বেগে আসিতেছে, তখন আর বিলম্ব করা অনুচিত মনে করিয়া তাঁহারা প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় উল্লম্ফন পূর্ব্বক ইংরাজদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। নিমেষমধ্যে মৃতদেহে ও রুধির-স্রোতে রণভূমি প্লাবিত হইল। কিন্তু এত ইংরাজসৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল যে, তাঁহাদিগকে পঞ্চাশৎ ইংরাজ-দেহ ভূতলশায়ী করিয়া ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক রণস্থল হইতে

অন্তর্হিত হইতে হইল। ওয়ালেস্ সদলে প্রিয়তমার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইংরাজেরা তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। ওয়ালেস্-পত্নী, পতি ও তাঁহার সহচরবৃন্দের বিপৎ দেখিয়া সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত করিতে আদেশ করিলেন। স্কটেরা সিংহদ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যতক্ষণ সমস্ত স্কট্‌সেনা খিড়্‌কী দ্বারা কোন নিরাপদ স্থানে না পৌঁছিল, ততক্ষণ ওয়ালেস্ ও গ্রেহাম্ দুই জনে অদ্ভুত বীরত্বের সহিত সিংহদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে স্কটেরা কার্টলেন্ ক্রেগ্ (Cartlane craigs) নামক গুহায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই গুহা অদ্যাপি ওয়ালেস্-গুহা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অনুযাত্রিকগণ নিবাপদ স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে শুনিয়া ওয়ালেস্ ও গ্রেহাম্ সিংহদ্বার পবিত্যাগ পূর্ব্বক সেই স্থানের উদ্দেশে গমন কবিলেন।

প্রণয় রমণীকে দেবতা করিয়া তুলে। প্রণয় তাঁহাকে আত্ম ভুলিতে শিক্ষা দেয়। পতির আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া নিজের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া ওয়ালেস্-পত্নী পতিব বক্ষার্থ নিজ প্রাসাদের সিংহদ্বার খুলিয়া দেন। পতি ও তৎসহচর বৃন্দকে তিনি খিড়্‌কী দ্বাব দিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দেন। স্বদেশের উদ্ধারসাধন করিবেন, প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে সুখিনী কবিবেন এই আশায় আজ ওয়ালেস্—পত্নীর উপদেশ রক্ষা করিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে প্রিয়তমাব কি হইবে, এ ভাবনা তাঁহার মনে উদিত হইল না। তিনি স্বয়ং শত্রুপত্নীগণের প্রতি যেরূপ বীবোচিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, বোধ হয়, তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজ-সেনাপতিও তদীয় পত্নীর প্রতি সেই রূপ সদ্ব্যবহার করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল হইল। সতী ওয়ালেস্-পত্নী পতির প্রাণরক্ষার অপরাধে পিশাচ হৃদয় ইংরাজ-সেনাপতির আদেশে ধৃত ও তৎক্ষণাৎ শাণিত তরবারি-অগ্রে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ওয়ালেসের জীবন-গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া সতী প্রাণত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত চিরকাল ধরিয়া স্কট্‌রমণী-দিগের উদ্দীপনাস্থল হইয়া রহিল।

পত্নীর হত্যা-সংবাদ তদীয় একান্তানুগতা এক দাসী কর্ত্তৃক ওয়া-

লেসের নিকট আনীত হইল। এই শোচনীয় সংবাদে তাঁহার ও তদীয় প্রিয়বন্ধু গ্রেহামের ও অন্যান্য স্কট্‌গণের আর শোকের সীমা রহিল না। ওয়ালেসের নিজের হৃদয় যদিও শোকভরে ভগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তথাপি তিনি বীরোচিত ধৈর্য্যের সহিত গভীর শোকাবেগ সংবরণ করিয়া রোরুদ্যমান প্রিয়বন্ধু ও অন্যান্য অনুযাত্রিকবর্গকে এই উদ্দীপনা-বাক্যে উত্তেজিত করিতে লাগিলেনঃ—

"বীরগণ! শোক সংবরণ কর; এ শোক করায় আর কিছু ফল নাই; তোমরা রোদন করিয়া আর তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবে না (এই বলিতে বলিতে তদীয় নয়ন-যুগল হইতে সহস্র ধারায় শোকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল); বন্ধুগণ! প্রতিজ্ঞা কর, যত দিন তোমরা এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ না লইতে পারিবে, ততদিন তোমাদিগের নয়ন নিদ্রায় নিমীলিত হইবে না; আর অদ্য আমি আমার স্রষ্টাকে স্বাক্ষী করিয়া তোমাদিগের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি এই শোচনীয় স্ত্রীবধের সমুচিত শাস্তি বিধান করিবই করিব; আমার এই শাণিত তরবারি ইংরাজদিগের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাহাকেও, অধিক কি যাজকমণ্ডলীকেও—ক্ষমা করিবে না। প্রিয় ভ্রাতৃগণ! আমার এই ভিক্ষা যে, যদি আমি মরি ত আমার এই প্রতিজ্ঞা যেন তোমাদিগ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; ভাই সার্ জন্! এ শোক রাখ, এখন শোকের সময় নয়; আইস আমরা দশ সহস্র ইংরাজের রক্তে প্রিয়তমার শোকানল নির্ব্বাপিত করিগে; কাপুরুষেরাই অশ্রুজলে শোকাপনোদনের চেষ্টা পায়; অশ্রুজলে বীরের সাহস কমিয়া যায়; কৃত অপকারের প্রতিশোধ গ্রহণের যে একমাত্র উদ্দীপক ক্রোধ, অশ্রুজল ফেলিলে তাহা বিধৌত হয়!"

অধিনায়কের এই উদ্দীপনা-বাক্যে সমস্ত স্কট্‌হৃদয়ে শোণিত-স্রোত তাড়িত-বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই বীরদল একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রতিহিংসা দ্বারা এই শোকানল নির্ব্বাপিত করিবেন। পিতৃব্য অচিঙ্‌লেক্ ওয়ালেসের এই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া সদলে কার্টলেন্ অরণ্যে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

সেই মিলিত বীরদল প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া রজনীযোগে ল্যানার্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাদিগেব আক্রমণ আশঙ্কা করেন নাই, সুতরাং নিশ্চিন্তভাবে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছেন। নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সেনাদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক দল লইয়া ওয়ালেস্ হেসিল্‌রীগের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন; অপর দল লইয়া গ্রেহাম্ সার্ রবার্ট থরনের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সেরিফ্ হেসিল্‌রীগ উচ্চতম প্রাসাদে নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন, এমন সময় ওয়ালেস্ তদীয় নিদ্রাগৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেসের পদাঘাতে সেই গৃহদ্বার ভগ্ন হইল। সেই শব্দে হেসিল্‌রীগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। হেসিল্‌রীগ ভয়ে সোপানাবলির দিকে যেমন ধাবিত হইবেন, অমনি ওয়ালেস তাঁহার গ্রীবা ধারণ করিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তদীয় প্রচণ্ড অসি তদীয় দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিল। অচিঙ্‌লেকের সন্দেহ ঘুচিল না; তিনি হেসিল্‌রীগের এখনও জীবন আছে সন্দেহ করিয়া, খড়্গাগ্র দ্বারা তাহাকে দুই বার বিদ্ধ করিলেন। হেসিল্‌রীগের পুত্র যেমন পিতার সাহায্যার্থ দৌড়িয়া আসিলেন, অমনি ধরাশায়ী হইলেন। প্রাসাদোত্থিত "হা হতোঽস্মি" এই আর্ত্তনাদ কর্ণ বিদারণ করিয়া রাজমার্গে গিয়া উপস্থিত হইলে অসংখ্য লোক আসিয়া তথায় জমা হইল। এদিকে গ্রেহাম্ সার্ রবার্ট থরনের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলে তিনি সেই অনল রাশিতে ভস্মীভূত হইলেন। নগরবাসিগণ অধিকাংশই স্কট্, সুতরাং তাঁহাদিগের সহানুভূতি স্বতঃই ওয়ালেসের সহিত উদ্দীপিত হইল। সকলেই আসিয়া ওয়ালেসের সহিত যোগ দিল। শতাধিক ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। ল্যানার্ক এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে স্কট্‌দিগের হস্তগত হইল। অচিরকালমধ্যে এই সংবাদ স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অমনি দলে দলে অসংখ্য স্কট্ আসিয়া ওয়ালেসের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইল। সকলে একবাক্যে ওয়ালেস্‌কে দলপতি ও অধিনায়ক মনোনীত করিল। তিনি এক্ষণে তদীয় অন্তর্নিগূহিত হৃদয়ভাব আর গোপন রাখিলেন না। তিনি আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত করিলেন যে স্কট্‌লণ্ডকে ইংরাজ-

গণের ভীষণ শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত।

ল্যানার্কের অবদানের পরই ওয়ালেস্ সর্ব্বপ্রথমে ইতিহাসে আবির্ভূত হন। এখন হইতেই জাতীয় ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে সমবেত জাতীয় দলের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শিবজীর ন্যায় ওয়ালেস্ও প্রথমে দস্যু-নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত লোকে মহাত্মগণের অলোক-প্রচলিত কার্য্যের কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের কার্য্যের নিন্দা করিয়া থাকে। * প্রত্যেক সমাজসংস্কারক, প্রত্যেক ধর্ম্ম-সংস্কারক, এবং প্রত্যেক রাজ-নৈতিক সন্ন্যাসীর জীবন এইরূপ অযথা-নিন্দাবাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া থাকে। তাঁহারা যাহাদিগের দুঃখমোচন করিবার জন্য আপন আপন সুখে জলাঞ্জলি দেন, আপন আপন জীবন উৎসর্গ করেন, তাহারাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য বিষয়ে সন্দিহান হয়, এবং নানাপ্রকারে তাঁহাদিগের কার্য্য ব্যাহত করিয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর জীবন অধিকতর কষ্টযন্ত্রণাময়। তিনি শত্রু মিত্র, স্বজাতি বিজাতি—সকলেরই নির্য্যাতনের বিষয়ীভূত। যতদিন তিনি কৃতকার্য্য না হন, ততদিন তিনি শত্রুদিগের নিকট বিদ্রোহী, এবং স্বজাতির নিকট শান্তিভঙ্গকারী দস্যু বলিয়া বিবেচিত হন। যদি অকৃতকার্য্যাবস্থায় তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন বা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত হন, তাহা হইলে তিনি ইতিহাসে এই চিত্রেই প্রদর্শিত হইয়া থাকেন। কৃতকার্য্য হইলে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উপাস্য দেবতা, এবং বিপক্ষ ও বিজাতির ভীতি ও বিস্ময়ের উদ্দীপক। ওয়ালেস্ ল্যানার্কের এই বিজয়ের পর স্বদেশ ও স্বজাতির উপাস্য দেবতা, ও ইংরাজগণের ভীতি ও বিস্ময়ের ভাজন হইয়া উঠিলেন। ইংরাজেরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বীরত্বের অনেক বিস্ময়কর পরিচয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহাকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী

* অলোক সামান্য মচিন্ত্যহেতুকম্।
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্॥

কুমারসম্ভব।

বলিয়া মনে করেন নাই। আজ চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য লোক প্রকাশ্য রূপে দলে দলে আসিয়া তাঁহার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইতেছে, আজ স্কট্‌লণ্ডবাসিগণ প্রকাশ্যরূপে তাঁহাকে অধিনায়ক মনোনীত করিল, আজ তিনি প্রকাশ্যরূপে সর্ব্ব-সমক্ষে ইংরাজ উন্মূলন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া উদ্ঘোষিত করিলেন—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইল। তাঁহারা বুঝিলেন ওয়ালেস্ আর বিদ্রোহী বা দস্যু নহেন। স্কট্‌লণ্ডবাসিগণের প্রতিনিধি, স্কট্ সাধারণ-তন্ত্রের সভাপতি এবং ইংরাজগণের প্রতিদ্বন্দ্বী।

স্কট্‌লণ্ডের অদৃষ্টগগনে এইরূপ আবর্ত্তন চলিতেছে, এমন সময় এড্‌ওয়ার্ডের ক্রীতদাসস্বরূপ বথ্‌ওয়েলের অধীশ্বর সার্ আমের ডি ভ্যালেন্ এড্‌ওয়ার্ডের নিকট এই সকল সংবাদ পাঠাইল। এই ব্যক্তি স্কট্‌লণ্ডবাসী হইয়াও জাতীয় স্বাধীনতা এড্‌ওয়ার্ড-চরণে বিক্রীত করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। এই জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ এড্‌ওয়ার্ড বথ্‌ওয়েলের প্রকৃত অধীশ্বর মরেকে বিদূরিত করিয়া তৎস্থানে এই পাষণ্ডকে স্থাপিত করেন। এই পাষণ্ডের পত্রে এড্‌ওয়ার্ড সর্ব্ব-প্রথমে অবগত হইলেন যে, স্কটেরা এক্ষণে স্বদেশকে ইংরাজগণের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া এড্‌ওয়ার্ড স্কট্‌লণ্ড পুনরায় অধিগত কবিবার জন্য এক মহতী সেনা সহ স্কট্‌লণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এড্‌ওয়ার্ডের শিবিরে রিকার্টন্-বাসী জপ্ নামক একজন কৃষ্ণকায় স্কট্ ছিল। ইংরাজেরা তাহাকে গ্রিম্‌সবী বলিয়া ডাকিত। সে ওয়ালেসের নাম ও গুণগ্রাম শুনিয়া তাঁহার অনুসন্ধানার্থ নির্গত হইল। অনুসন্ধান করিতে করিতে সে কাইল্ প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় স্কটিশ্ অধিনায়কের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ওয়ালেস্ সৈন্য সংগ্রহ করিধার মানসে তথায় গিয়াছিলেন। তিনি জপেব প্রমুখাৎ ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও এড্‌ওয়ার্ডের অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইলেন। কার্য্য-দক্ষতা ও বিশ্বস্ততা নিবন্ধন এই ব্যক্তি স্কটগণ কর্ত্তৃক স্কট্‌লণ্ডের অস্ত্র-ধারক পদে অভিষিক্ত হইলেন।

আয়র সায়র হইতে প্রত্যাগত হইয়া ওয়ালেস্ অচিরকাল মধ্যেই সেনা সমবেত করিলেন। তিনি পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কয়েদীদিগকে কারামুক্ত করিলেন। ইহারাই তাঁহার সেনার প্রধান অঙ্গীভূত হইল। তাঁহার পিতৃব্য সার্ রেনাল্‌ডের ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি স্বয়ং প্রকাশ্য যুদ্ধে ইংরাজগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন, এই জন্য ইংরাজেরা তাঁহার ভূসম্পত্তি এখনও আবদ্ধ রাখিয়াছেন। সুতরাং তিনি প্রকাশ্যরূপে ওয়ালেসের সহিত যোগ দিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু গুপ্তভাবে ওযালেস্‌কে ধন বা লোক দিয়া বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এ দিকে কনিঙ্‌হাম্ ও কাইল্ হইতে এডাম্ ওয়ালেস ও রবার্ট বয়ীড সহস্র অস্ত্রধারী পুরুষ সহ ল্যানার্কে ওয়ালেসের পতাকা-তলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সার্ জন্ গ্রেহাম্ ও তদীয় উৎকৃষ্ট অশ্বসেনা, এবং অন্যান্য অসংখ্য স্কট্ পেট্রিয়ট্‌গণও ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। সর্ব্বসমেত প্রায় তিন সহস্র অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক জাতীয় পতাকার আশ্রয় গ্রহণ করিল। সৈন্য-সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু অধিকাংশই অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত না থাকায় কার্য্যকালে সংখ্যাবাহুল্যে তত ফল দর্শিল না।

এ দিকে ইংলণ্ডেশ্বর এড্‌ওয়ার্ড বা তদীয় প্রতিনিধি যাইট সহস্র সুসজ্জিত সেনা লইয়া ল্যাঙ্কাসায়ারের অন্তর্গত বিগার নামক গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে তিনি দুই জন দূত সহ আপনার ভাগিনেয় ফিহুকে ওয়ালেসের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দেন যে, যদি ওয়ালেস্ আত্ম-কৃত অপরাধের নিমিত্ত এখনও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাঁহাকে ক্ষমা করা যাইবে ও পর্য্যাপ্ত পুরস্কার প্রদান করা হইবে। যদি তিনি তাহা না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজবিদ্রোহী বলিয়া গৃহীত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ওয়ালেস্ অতি অবজ্ঞা-সূচক পত্রে ইহার উত্তর প্রদান করিলেন এবং আপনার শক্তি প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে এড্‌ওয়ার্ডের দূতদ্বয় ও ভাগিনেয়ের প্রাণবধ করিলেন।

ওয়ালেস্ এড্‌ওয়ার্ডের সৈন্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ-মানসে রজনী-যোগে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ছদ্মবেশে এডওয়ার্ডের শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সারজন্ টিণ্টো কেবল তাঁহার সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর গমন করিয়াছিলেন। একমাত্র তিনিই কেবল ওয়ালেসেব অভিপ্রায় জানিতেন। ওয়ালেস্ ইংরাজ সৈনিকগণের অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ সহিয়া শিবিরেব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তথা হইতে দ্রুত পলাইয়া আসিলেন। শীঘ্র পলায়ন না করিলে, তিনি নিশ্চয়ই ধবা পড়িতেন। কারণ, কেহ কেহ তাঁহাকে ওয়ালেস্ বলিয়া সন্দেহ করিয়া পরস্পয় বলাবলি করিতেছিল। এদিকে আবার ওয়ালেস্ দ্রুত স্কটিশ শিবিরে ফিরিয়া না আসিলে, আর এক বিপদ্ ঘটিত। সারজন্ গ্রেহাম্ অনেক ক্ষণ ওয়ালেস্‌কে না দেখিয়া তাঁহার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। টিণ্টোকে বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল। তিনি তাহাকে হস্তপদ বদ্ধ করিয়া পুড়াইতে বা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে আদেশ দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ওয়ালেস্ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ওয়ালেস্ টিণ্টোকে তৎক্ষণাৎ রজ্জুমুক্ত করিতে আদেশ দিয়া, আপনার ক্ষণিক অন্তর্ধানের কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। গ্রেহাম্ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, সেনানায়কের এরূপ জীবন-সংশয়কর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় নাই। ওয়ালেস্ উত্তর করিলেন, স্কট্‌লণ্ডকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিতে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর বিপজ্জনক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

ওয়ালেসের স্বপ্নদর্শন; ইংরাজদিগের বিশ্বাসঘাতকতা; এবং আয়ার বারিকের হত্যাকাণ্ড।

ওয়ালেস্ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইংরাজদিগের বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন অচিরেই সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইল। এপ্রিল্ মাসের প্রথমেই এড্‌ওয়ার্ড কারলাইলে এক সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় সমস্ত ইংরাজ সেনাপতিগণ আহূত হন। বিশ্বাসঘাতক আমের্ ডি ভ্যালেন্‌স ভিন্ন আর কোন স্কট্ আহূত হয়েন নাই। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন্ আয়ার নগরের বারিকে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে—এই সভায় ইহাই স্থিরীকৃত হয়। সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোককে এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। আয়ারের গবর্ণর পার্সী অনুষ্ঠিত ষড়যন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার অনুমোদন করিবেন না, বলিয়াই তথায় যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং এডওয়ার্ড তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া আব্‌নুল্‌ফকে সেই পদে অভিষিক্ত করিলেন। যাহাতে ওয়ালেস্ কোন মতেই নিস্তার না পান, সেই জন্য সেই তারিখে গ্লাস্‌গোতেও আর একটী সভা আহূত হইল।

সন্ধির কাল অতীত না হইতেই, ইংরাজেরা এরূপ আন্দোলন কেন করিতেছেন ভাবিয়া স্কটেরা বিস্মিত হইলেন।

স্কট্‌লণ্ডের বংশপারম্পরীণ সেরিফ্ সার রেনাল্‌ড়, আয়ারে আহূত মহতী সভার অধিষ্ঠানের পূর্ব্বেই মক্কটন্ কার্কে জাতীয় দলের একটী সভা আহ্বান করিলেন। ওয়ালেস্ এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ওয়ালেস্-ঘটিত একটী অদ্ভুত স্বপ্ন বর্ণিত হইয়া থাকে। কথিত আছে, উক্ত মক্কটন্ কার্কে প্রবেশের পরে ওয়ালেস্ পথশ্রান্তিতে কাতর হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি নিদ্রাবস্থায়

একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখিলেন, যেন একটী পলিতকেশ বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, 'পুত্র! এই লও তোমার জন্য বিশাল অরিদুর্দ্দম অসি আনিয়াছি—লও'। শাণিত খড়্গের উজ্জ্বল বিভায় দশ দিক্ আলোকিত হইল। বৃদ্ধ ওয়ালেস্‌কে একটী পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে লইয়া গিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ওয়ালেসের নয়নদ্বয় অনেক দূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধের অনুসরণ করিয়া প্রতিহত হইল। ওয়ালেস্ তাঁহার বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে অদূরে মেঘমালা হইতে একটী প্রকাণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া রস্ হইতে সল্‌ওয়ে স্যাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত স্কট্‌লণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইল। সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে একটী হিরণ্ময়ী দেবী মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। দেবীর দেহকান্তিতে দশ দিক্ ঝলসিয়া উঠিল; অধিক কি ভগবান্ বিভাবসুও নিষ্প্রভ হইলেন। দেবীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে ওয়ালেসের দিকে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ওয়ালেসের নিকটে আসিয়া বলিলেন 'বৎস! এই লোহিত-হরিত দণ্ড গ্রহণ কর; ঈশ্বর নিপীড়িত জাতির উদ্ধার সাধনের জন্য তোমায় অধিনায়ক মনোনীত করিয়াছেন। হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া তাঁহার এই গুরুতর কার্য্য সাধন কর। এ পৃথিবীতে তোমার পুরস্কারের আশা অল্প, কিন্তু বৈজয়ন্তী-ধামে তোমার জন্য সিংহাসন প্রস্তুত রহিয়াছে'। এই কথা বলিয়া দেবী ওয়ালেসের হস্তে একখানি পুস্তক অর্পণ করিয়া যে মেঘমালা ভেদ করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সহসা শূন্যে উঠিয়া সেই মেঘমালার গর্ভে বিলীন হইলেন। স্বপ্নাবস্থায় ওয়ালেস্ পুস্তক খুলিয়া দেখিলেন পুস্তকের প্রথম ভাগ কাংস অক্ষরে, দ্বিতীয় ভাগ সুবর্ণ অক্ষরে, ও তৃতীয় ভাগ রজত অক্ষরে লিখিত। লেখা পড়িতে চেষ্টা করায় ওয়ালেসের নিদ্রাভঙ্গ হইল! তিনি সহসা কাষ্ঠাসন হইতে উঠিয়া গির্জ্জার বাহিরে গেলেন। এবং পাদরীর নিকটে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিলেন। যাজকবর যথাসাধ্য ইহার রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, "ঋষিপ্রবর সেণ্ট আনড্রু তোমায় ঐ খড়্গ প্রদান করেন। যে পর্ব্বতসমীপে তোমায়

লইয়া যান, উহা স্তূপীকৃত অত্যাচার-রাশি। তোমাকে ঐ অত্যাচার-রাশির প্রতিশোধ লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ অগ্নি—স্কট্‌লণ্ডের অমঙ্গলের পরিসূচক। ঐ রমণী স্বয়ং কুমারী মেরী। ঐ দণ্ড দ্বারা তোমায় স্কট্‌লণ্ড শাসন ও শত্রুদমন করিতে হইবে। দণ্ডের লোহিত বর্ণে যুদ্ধ ও রক্তপাত ব্যঞ্জিত হইতেছে। ঐ ত্রিধাবিভক্ত পুস্তক তোমার বিখণ্ডিত দেশ সূচনা করিয়া দিতেছে। দেবী এই পুস্তক তোমার হস্তে দিয়া এই ছিন্ন ভিন্ন দেশের একীকরণ ও উদ্ধারের ভার তোমার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। কাংস্য অক্ষর অত্যাচারের, সুবর্ণ অক্ষর গৌরব ও অত্যাচারের, এবং রজত অক্ষর পবিত্র জীবন ও স্বর্গীয় সুখের পরিসূচক"। এই স্বপ্ন-ঘটনায় ওয়ালেসের মন গুরুতর দায়িত্বে ও গুরুতর ভাবনায় অভিভূত হইল।

ওয়ালেস্ মঙ্কটন্ গির্জ্জা হইতে খুল্লতাত-সমভিব্যাহারে করস্‌বীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেখানে রজনী যাপন করিয়া পর দিন প্রাতে আয়ার নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা অশ্বারোহণে কিঙ্‌সকেস্ চিকিৎসালয় পর্য্যন্ত গিয়াছেন, এমন সময়ে সন্ধিপত্রের কথা ওয়ালেসের মনে পড়িল। ইংরাজদিগের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, এই জন্য তিনি সন্ধিপত্র খানি সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। সেই সন্ধিপত্র করসবীতে অতি গূঢ় স্থানে পরিরক্ষিত ছিল। ওয়ালেস্ ও তাঁহার খুল্লতাত সার রেনাল্ড ভিন্ন আর কেহ তাহা জানিত না। সুতরাং ওয়ালেস্ স্বয়ং তিন জন সহচর-সমভিব্যাহারে করসবীর অভিমুখে প্রতিযাত্রা করিলেন। সার্ রেনাল্ডের মনে কোন ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা হয় নাই। এই জন্য তিনি ওয়ালেসের অপেক্ষা না করিয়া একাকীই আয়ারের সভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আয়ারে এড্‌ওয়ার্ডের সৈন্যগণের সুখাবাস জন্য একটী বারিক বা সৈন্যাবাস প্রতিষ্ঠাপিত হয়। সেই সৈন্যাবাসেই সভার অধিষ্ঠান হয়। সার্ রেনাল্ড সর্ব্ব প্রথমে সেই সভায় প্রবেশ করেন। ইংরাজেরা তাহাদিগের ধ্বংসের জন্য একটী ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। সার্ রেনাল্ড যেমন প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি একটী দড়ির ফাঁস আসিয়া

তাঁহার গলায় সংলগ্ন হইয়া তাঁহাকে কড়িকাঠে ঝুলাইয়া দিল। ক্রমে ক্রমে ব্রেয়ার, সার নীল্ মন্‌টগোমারী প্রভৃতিও সার্ রেনাল্-ডের গতি প্রাপ্ত হইলেন। ওয়ালেসের পরম সুহৃৎ—ক্রফোর্ড, ক্যাম্বেল, বইড্, বার্ক্লে, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতিও এই পৈশাচী বাগুরায় পড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইলেন। এই দুর্দ্দিনের দিনে স্কটলণ্ডের প্রায় চারি শত বীর বিনা যুদ্ধে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় হত হইলেন। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড বর্ণন করিতে হৃদয় বিকম্পিত হয়, নয়নে অশ্রু শুকাইয়া যায়! পিশাচেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সেই বীরবৃন্দের নগ্ন মৃত-দেহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল।

রবার্ট বইড্, সার্ বেনাল্‌ডের অনতিপশ্চাতে আসিয়াছিলেন। তিনি রেনাল্‌ডের শোচনীয় হত্যার সংবাদ শুনিয়া ওয়ালেসের বিশ জন অনুযাত্রিক সহ একটী পান্থাবাসে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেসের আর এক জন সহচর আয়র্লণ্ডের ষ্টীফেন্ আয়ারের সভায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ওয়ালেসের স্বসম্পর্কীয়া কোন রমণী তাঁহাকে বেনাল্‌ড প্রভৃতির শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা জানাইলেন। সুতরাং তিনি সেই পান্থাবাসে গিয়া বইডের সহিত মিলিত হইয়া ল্যাঙলেন্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে ওয়ালেস্ করস্‌বী হইতে সন্ধিপত্র লইয়া আয়াবের সৈন্যা-বাসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে প্রাগুক্ত রমণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডেব বিষয় তাঁহাকে সবিশেষ অবগত করাইলেন এবং তাঁহাকে ইহাব প্রতিশোধ লইতে অনুরোধ করিলেন। ওয়ালেস্ এই সংবাদে হতজ্ঞান ও শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি, এডাম্ ওয়ালেস্ ও উইলিয়ম্ ক্রফোডের নিকটে এই সংবাদ পাঠাইবার জন্য উক্ত রমণীকে অনুরোধ করিয়া বইড্ ও ষ্টিফেনের সহিত মিলিত হইবার জন্য ল্যাঙলেন্-অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন করিবার জন্য ষোল জন ইংরাজ-সৈনিক প্রেরিত হইল। পথিমধ্যে ওয়ালেসের সহিত

তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা ওয়ালেস্‌কে চিনিত না, কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব অচির-কালমধ্যেই তাঁহাকে তাহাদিগের নিকটে পরিচিত করিল। তিনি ও তাঁহার তিন জন সহচর নিমেষমধ্যে অনুসরণকারী ইংরাজগণের দশ জনকে মারিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট ছয় জন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

আয়ারের নূতন গবর্ণর আর্‌নুল্‌ফ উক্ত সভায় সমবেত সমস্ত ইংরাজের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগের সকলকেই 'নাইট' উপাধি প্রদান করিলেন। উক্ত সভায় প্রায় চারি সহস্র ইংরাজ সমবেত হইয়াছিলেন। গবর্ণর মৃত স্কট্ ব্যারন্‌গণের সম্পত্তি তাঁহাদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলীর সম্বর্দ্ধনার্থ প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ইংরাজেরা পান-ভোজনাদির আতিশয্যে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন।

সেই বিশ্বাসিনী স্বজাতিপ্রেমিকা রমণী এই সংবাদ ল্যাঙ্‌লেন্ অরণ্যে ওয়ালেসের নিকটে লইয়া গেলেন। ওয়ালেসের নিকটে ইত্যবসরে অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল। তিনি আজ তাহাদিগকে আয়ারের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্দীপিত করিলেন। যদিও তিনি পূর্ব্বে স্কট্‌লণ্ডের অধিনায়ক মনোনীত হইয়াছিলেন, তথাপি তখন সকলে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া, তিনি নব-নির্ব্বাচনের জন্য পাঁচ জন লোককে মনোনীত করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে ওয়ালেস্, বইড্, ক্রফোর্ড, এডাম্ ও অচিংলেক্ এই পাঁচ জন নির্ব্বাচিত হইলেন। এই পাঁচ জন অক্ষ দ্বারা আপনাদিগের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তিন বার পাশা পড়িল, তিন বারই ওয়ালেসের নাম উঠিল। তখন তিনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অসি নিষ্কোশিত করিয়া শপথ করিলেন যে, আয়ারের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ না লইয়া জলগ্রহণ করিবেন না।

তৎক্ষণাৎ ওয়ালেসের কার্য্যপ্রণালী স্থির হইয়া গেল। তিনি স্থির কবিলেন, আয়ারের সৈন্যাবাসে ও আয়ার নগরের যে যে গৃহে সেই রাত্রিতে ইংরাজ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সেই গৃহে অগ্নি প্রদান করি-

বেন। তিনি সেই বিশ্বাসিনী রমণীকে ও আয়ারের কতিপয় অধিবাসীকে ইংরাজাধিষ্ঠিত গৃহ সকলের দ্বারে খড়ির দাগ দিবার জন্য অগ্রে আয়ার নগরে পাঠাইয়া দিলেন, এবং আর বিশ জন লোককে সেই সকল দ্বারে দহ্যমান পদার্থ সংলগ্ন করিতে পাঠাইলেন। চতুর্দ্দিকে যখন আগুণ লাগিবে,তখন নগর রক্ষার জন্য দুর্গ হইতে সৈন্য বাহির হইতে না পারে, এই জন্য ওয়ালেস্ আর পঞ্চাশ জন লোক সহ রবার্ট বইড্‌কে দুর্গদ্বার রক্ষার জন্য পাঠাইলেন। অবশিষ্ট লোক জন সহ তিনি স্বয়ং বারন্‌স বা সৈন্যাবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং চিহ্নিত গৃহমাত্রের দ্বারে এক এক দল লোক পাঠাইলেন। এক সময়েই বারন্‌সে ও চিহ্নিত গৃহমাত্রে অগ্নিপ্রদান করা হইল। দহ্যমান-পদার্থসংযোগে গৃহ সকলে অগ্নি প্রদান মাত্র চতুর্দ্দিকে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পানপ্রমত্ত ইংরাজ যে যেখানে ছিল পুড়িয়া মরিল।

সে রাত্রিতে দুর্গমধ্যে অতি অল্পমাত্র সৈন্য ছিল,কারণ সকলেই প্রায় সভায় আসিয়াছিল। যাহারা দুর্গমধ্যে ছিল, তাহাদিগের অধিকাংশই উত্তাল অগ্নিতরঙ্গ দেখিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিল। বইড্ তাহাদিগকে কোন বাধা দিলেন না। কিন্তু দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দুর্গ দখল করিলেন। তিনি দুর্গরক্ষার জন্য বিশ জন লোক রাখিয়া, নগরের শান্তিরক্ষাবিষয়ে ওয়ালেসের সাহায্য করিবার জন্য অবশিষ্ট লোক সহ দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। সেই রাত্রিতে আয়ারে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চ-সহস্র ইংরাজ আপনাদিগের ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কালের করাল গ্রাসে পতিত হন। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

যখন সকলে আসিয়া মিলিত হইলেন, তখন ওয়ালেস্ অবিলম্বে গ্লাস্‌গো যাত্রা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। কারণ, সেখানেও এইরূপ একটী সভার অধিবেশন হইবার কথা আছে, এবং ওয়ালেসের মনে আশঙ্কা হইল, হয়ত তাঁহার বন্ধুবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের সেখানে কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে। তিনি এই আশঙ্কা করিয়া আয়ারের প্রধান অধিবাসি-

গণকে ডাকাইলেন। তাঁহাদিগের হস্তে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত দুর্গ ও নগর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া তিন শত অশ্বারোহী সহ গ্লাস্গো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের অশ্ব ছিল না, সুতরাং তাঁহারা মৃত ইংরাজ-সৈনিক-পুরুষগণের অশ্ব সকল হইতে বাছিয়া তিন শত উৎকৃষ্ট অশ্ব লইলেন। একাধিক তিন শত অশ্বারোহী অতি প্রচণ্ডবেগে নিমেষ-মধ্যে গ্লাস্গোর তোরণ-দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইংরাজেরা ভয়ে অধীর হইলেন। বিসপ্ বেকের হস্তে নগর ও দুর্গ-রক্ষার ভার অর্পিত ছিল, তিনি অবিলম্বে এক সহস্র সৈন্য সমবেত করিলেন। ওয়ালেস্ তাঁহার ক্ষুদ্র অশ্বসেনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক ভাগ অচিঙলেকের হস্তে সমর্পণ করিলেন, ও এক ভাগের অধি-নায়কত্ব নিজের হস্তে রাখিলেন। দুই জনে দুই দিক্ হইতে নগর আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইংরাজেরা ওয়ালেসের সৈন্যের অল্পতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অচিরকাল-মধ্যেই উভয় দলে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যদিও ইংরাজদিগের দিকে সৈন্য-সংখ্যা প্রায় চারি গুণ ছিল, তথাপি ওয়ালেস্ ও তদীয় বীরবৃন্দ অদ-মিত-তেজে ইংরাজ-অশ্বারোহিগণকে পাতিত করিতে লাগিলেন। ওদিকে অচিঙলেকের সৈন্য উত্তর দিক্ হইতে নগর আক্রমণ করিল। ইংরাজ-বাহিনী অতঃপর দ্বিধা বিভক্ত হইল। অচিঙলেকের সৈন্য অমিত বেগে আসিয়া শত্রুসেনাকে ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। সেই অবসরে ওয়ালেস্ও অগ্রসর হইয়া প্রচণ্ড অসিপ্রহারে ইংরাজ-পতাকাধারীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পতাকাধারীর পতনে ইংরাজ-সেনা একেবারে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া পড়িল। চারি শত ইংরাজ বিসপ্ বেক্‌কে লইয়া দক্ষিণারণ্যের অভিমুখে পলায়ন করিল। ওয়ালেস সদলে তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া অধিকাংশকেই ভূতলশায়ী করিলেন। সার্ আমের্ ড়ি ভালেন্সের সাহায্যে বেক্ কতিপয় মাত্র সহচর-সমভিব্যাহারে কেবল প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পাইয়া-ছিলেন।

জাতীয় দলের এই সকল অবদান পরম্পরায় আশ্বস্ত হইয়া স্কট-

লণ্ডের অনেক জমিদার (লর্ডস্) ক্রমে ক্রমে এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে লাগিলেন। বুকাল্, আথোল্, মেনটীথ, লোরন, সার নীল্ ক্যাম্বেল্, ডঙ্কান প্রভৃতি প্রাচীন বংশধরগণ সকলেই এড্‌ওয়ার্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় দলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ম্যাক্‌ফাডিয়েন ও চারি জন মাত্র জমিদার এড্‌ওয়ার্ডের স্বাপক্ষ্যে রহিলেন। ইহাঁরা পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া সার নীল ক্যাম্বেলের নগরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ নগরী পরিখা বেষ্টিত ছিল। সেই পরিখার উপরি কেবল একটী মাত্র লম্বমান সেতু ছিল। ক্যাম্বেল্ সেই সেতু ফেলিয়া দিলেন। শত্রুসেনা পরিখা পার হইতে সাহস না করিয়া পরিখার অপর পারে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে ক্যাম্বেল্ এই সংবাদ দিবার জন্য ওয়ালেসের নিকটে দূত পাঠাইলেন। ক্যাম্বেল্ ও ওয়ালেস্ ডণ্ডীর স্কুলে একত্র পড়িয়াছিলেন। স্বদেশানুরাগের গভীর ভাব উভয়েরই অন্তরে সেই সময়ে পরিপুষ্ট হয়। আরল্ ডঙ্কান্ এই দৌত্য কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে ডন্‌ডাফ দুর্গে ওয়ালেস্‌কে প্রাপ্ত হন। তিনি শুনিবামাত্র সার্ জন্ গ্রেহাম্‌কে লইয়া ক্যাম্বেলের সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন।

এই সময়ে এডওয়ার্ড-পক্ষপাতী আরল্ রোক্‌বী অসংখ্য সৈন্য সহ 'ষ্টার্লিং কাসল্' নামক দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই পথ দিয়া আসিবার সময়ে ঐ দুর্গ দখল করিবার বাঞ্ছা ওয়ালেসের মনে বলবতী হইল। যখন ওয়ালেস্ এই দুর্গ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন আরল্ ম্যাল্‌কম্ সসৈন্য তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তিনি এই মিলিত সেনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রধান ভাগ ম্যাল্‌কমের কাছে রাখিয়া এক শত দৃঢ়কায় ও রণকুশল সৈন্য লইয়া আপনি ও গ্রেহাম্—দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রোক্‌বী এই অল্পসংখ্যক স্কটীশ সেনাকে উপেক্ষা করিয়া সাত কুড়ি তীরন্দাজ লইয়া তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। গ্রেহাম্ যেমন বীরদর্পে অগ্রসর হই-

লেন, অমনি ইংরাজ তীরেন্দাজের তীরে তাঁহার অশ্ব বিদ্ধ হইল। গ্রেহাম্ লম্ফ দিয়া ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন দেখিয়া, ওয়ালেস্ও নিজ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদচারী হইলেন। উভয়ে পাদচারী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ম্যাল্কম্ অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইংরাজ-সৈন্য ইহাতে চমকিত হইল। তাহারা পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পথ পাইল না। খড়্গাখড়্গি ও হস্তাহস্তি হইতে হইতে ওয়ালেস্ রোক্বীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। অমনি তাঁহার অসি রোক্বীর্ মস্তকে পড়িয়া তদীয় শরীরকে দ্বিধা-বিভক্ত করিল। ক্রমে স্কট্বীরদলের অব্যর্থ অস্ত্রে সমস্ত ইংরাজসৈন্য নিহত হইল। কেবল রোক্বীর দুই পুত্র ও বিংশতিমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট রহিল। তাঁহারা আত্ম-সমর্পণ করায় 'ষ্টার্লিং কাসল' অবাধে স্কট্দিগের হস্তগত হইল। এই দুর্গ-রক্ষার ভার ম্যাল্কমের হস্তে সমর্পণ করিয়া ওয়ালেস্ ক্যাম্বেলের সাহায্যার্থে ধাবিত হইলেন।

দশম অধ্যায়।

স্পিট্মুর ও ল্যামারমুরের যুদ্ধ।

ষ্টার্লিং সেতুর যুদ্ধের পর স্কট্লণ্ড পাঁচ মাস কাল শান্তিসুখ ভোগ করিলেন। পাঁচ মাস ইংরাজেরা আসিয়া স্কট্লণ্ডের শান্তিসুখ ভঙ্গ করিতে সাহসী হইল না। সেই আভ্যন্তরীণ শান্তির সময় ওয়ালেস্ পার্থ্ নগরে একটী জাতীয় সভা আহূত করিলেন। স্কট্-লণ্ডের সমস্ত সামন্ত ও ভদ্রলোক সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। কেবল বিশ্বাস-ঘাতক ডন্বারাধিপতি কস্প্যাট্রিক সেই সভায় আসিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি নিজ দুর্গমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সমবেত জাতীয় বলকে উপেক্ষা করিলেন, এবং সেই জাতীয় আহ্বান লইয়া অনেক কৌতুক পরিহাস করিলেন। সভাস্থ সকলেই

তাঁহার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠাইবার জন্য ওয়ালেসকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ওয়ালেস্ তাহা না করিয়া প্রথমে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন "যে যদি তিনি পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন তাহা হইলে এবার তাঁহাকে ক্ষমা করা যাইবে।" এই কথা শুনিয়া কস্‌প্যাট্রিক্ হাঁসিয়া উঠিলেন, এবং প্রত্যুত্তরে দূতকে বলিলেন 'তোমাদের বুনো রাজাকে গিয়া বলিও যে, কস্‌প্যাট্রিক জীবন থাকিতে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবে না, এবং আপন রাজ্যে রাজত্ব করিতেও ভীত হইবে না।

এই দৃপ্ত ব্যবহারে সমস্ত জাতীয় সভা কসপ্যাট্রিকের বিরুদ্ধে ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে ওয়ালেসের নয়ন দিয়া অগ্নি-কণা বাহির হইতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, কস্‌প্যাট্রিক ও তিনি—উভয়ে স্কট্‌লণ্ডে রাজত্ব করিতে পারেন না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ওয়ালেসের যে প্রতিজ্ঞা, সেইই কার্য্য। তিনি তৎক্ষণাৎ দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ডন্‌বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার সৈন্য দ্বিগুণিত হইল।

আরল্ প্যাট্রিক নয় শত সৈন্য লইয়া সেই প্রবাহিনীর গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই দুর্নিবার প্রবাহিনী তৃণরাশির ন্যায় প্যাট্রিকের সৈন্য ভেদ করিয়া ডন্‌বার দুর্গের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে বেগে আসিলেন, সেই বেগেই দুর্গ অধিকার করিয়া সিটনের হস্তে তাহার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। এ দিকে কস্‌প্যাট্রিক প্রাণভয়ে দুর্গ ফেলিয়া ইংলণ্ডাভিমুখে পলায়ন করিতে-ছিলেন। ওয়ালেস্ তিন শত মাত্র অনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং তাঁহাকে ক্রমিক তাড়াইয়া এট্রিক নামক অরণ্য পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। অবশেষে আর অনুসরণ অনাবশ্যক মনে করিয়া তিনি ফিরিলেন।

এ দিকে পলায়ন পর সামন্ত-দলের সহিত ক্রস ও বিসপ্ বেক্

প্রভৃতি সামন্তগণ আসিয়া যোগ দিলেন। ক্রস ইহাতে সহজে যোগ দিতেন না কিন্তু তাঁহারা ক্রসকে এই বলিয়া রাজি করিলেন যে, ওয়ালেস্ স্বয়ং স্কট্‌লণ্ডের মুকুট-প্রার্থী হইয়াছেন। আরল প্যাট্রিক বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া স্বয়ং ডন্‌বার অবরোধ করিয়া রহিলেন, এবং নৌসেনা দ্বারা জলপথে আহার সামগ্রী আসার পথ বন্ধ করিলেন। এ দিকে বিসপ বেক্ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া ডর্হামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ওয়ালেস্ এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া সীটনের সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। সীটন্ অধিকাংশ সৈন্য দুর্গের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কতিপয়মাত্র অনুযাত্রিক সহ ওয়ালেসের সহিত আসিয়া যোগ দিলেন। এদিকে বিসপ বেক্ দশসহস্র সৈন্য লইয়া স্পিট্‌মুরে গুপ্তভাবে থাকিয়া ওয়ালেসের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে প্যাট্রিক্‌ও দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত সেনা লইয়া স্পিট্‌মুরে বেকের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। শত্রুসৈন্যের বল সুতরাং ত্রিশসহস্র বা ততোধিক হইল। ওয়ালেস্ ইহার পঞ্চমাংশ বা যষ্ঠাংশ সৈন্য লইয়া সেই মহতী সেনার প্রতিকূলে ধাবিত হইলেন। প্রচণ্ড জলপ্রপাত যেন তরঙ্গিণীতে পড়িয়া তাহার জলরাশি অলোড়িত করিল। ওয়ালেস্ ও তাঁহার বীরবৃন্দের গতিরোধ করে, কাহার সাধ্য? ওয়ালেস্ দুর্নিবার গতিতে অসি হস্তে একাকী শত্রুব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অসংখ্য শত্রুসৈন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। যেন সপ্তরথী মিলিয়া অভিমন্যুকে বধ করিতে উদ্যত হইল। কস্‌প্যাট্রিক তাঁহাকে ঈষৎ আহত করিলেন। তাঁহার অশ্ব হত হওয়ায় তাঁহাকে পাদচারী হইয়া যুদ্ধ করিতে হইল। এদিকে তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অনেকেই ভগ্নমনে সে স্থল হইতে অপসৃত হইল। তাঁহার এই বিপৎ-বার্ত্তার কিছুমাত্র তাহারা জানিতে পাইল না। কস্‌প্যাট্রিক অশ্ব-পৃষ্ঠে আসীন হইয়া পাদচারী ওয়ালেস্‌কে বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ওয়ালেসের অসাধারণ

রণনৈপুণ্যে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল। এদিকে গ্রেহাম্, লডার্, লায়াল্, হে, রাম্‌জে, লুণ্ডিন্, বয়েড্, সীটন্ প্রভৃতি সামন্তবর্গ ওয়ালেস্‌কে দেখিতে না পাইয়া পাঁচসহস্র সৈন্য সহ শত্রুব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে গিয়া বিসপ্ বেক প্রতিহত হন। যেমন মাতঙ্গদল কদলীবনে গিয়া সম্মুখস্থ কদলীবৃক্ষবৃন্দকে ভূতলশায়িত ও পদদলিত করে, সেইরূপ সেই বীরদল প্রতিরোধকারী ইংরাজ সৈন্যগণকে ভূতলশায়িত ও পদদলিত করিয়া ওয়ালেসের উদ্ধার সাধন করিলেন। ওয়ালেস্ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সদলে অনুসরকারী শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে আপনাদিগের ছাউনীতে গিযা উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সেখানে তাঁহার চারিসহস্র অনুযাত্রিকগণ আসিয়া জুটিয়াছিল। স্কটিশ্ যোদ্ধৃগণ রণস্থল হইতে অপসৃত হওয়ায় কস্‌প্যাট্রিকেরই জয় হইল সত্য, কিন্তু সে জয় তাঁহাকে অতি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই রণক্ষেত্রে সপ্ত সহস্র ইংরাজসেনা সমাধিনিহিত হয়। এদিকে স্কটিশ্ দলে মৃত্যুসংখ্যা পাঁচ শতের অধিক হয় নাই, এবং কোন স্কটিশ্ কর্ম্মচারীও হত হয় নাই। বিজয় লাভ করিয়াও কস্‌প্যাটিক সুখী হইলেন না; কারণ অসংখ্য সৈন্যনাশে ও ওয়ালেসের পলায়নে তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন।

বিসপ্ বেক্ স্কটিশসেনার পুনরাক্রমণ ভয়ে ল্যামার্‌মুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে স্কটিশ্ সেনার পরাজয়বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে উদ্ঘোষিত হওয়ায় স্কট্‌লণ্ডবাসিগণ ভীত হইয়া চারিদিক্ হইতে স্কটিশ্ জাতীয় পতাকা-মূলে আসিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বশুদ্ধ দুই সহস্র নূতন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এই উপচিত সৈন্য লইয়া ওয়ালেস্ বিসপ্ বেকের অনুসরণে ল্যামার্‌মুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রত্যূষে তাঁহারা হঠাৎ ইংরাজ-শিবিরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইংরাজ-সেনা পূর্ব্ব হইতে এ আক্রমণের কোন সংবাদ পায় নাই সুতরাং শান্তিদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে অকাতরে বিশ্রাম করিতেছিল।

স্কটিশ্ সেনা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুই দিক্ হইতে ইংরাজ-শিবির আক্রমণ করিল। অসংখ্য সৈন্যকে নিদ্রার ক্রোড় হইতে আর উঠিতে হইল না। যাহারা উঠিল, তাহারা কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার স্থিরতা রহিল না। কিন্তু বিসপ বেক্ আপনার স্থান হইতে এক পাদ বিচলিত হইলেন না। তিনি লুণ্ডিনের খড়্গাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, তথাপি অমিত তেজে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, তখন তিনি রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। কন্‌প্যাট্রিক্ ও ক্রাসও পঞ্চ সহস্র সৈন্য সহ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনা করিলেন। পলায়মান ইংরাজ সেনা অবশেষে নর্হাম দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিজয়ী স্কট্ সৈন্য টুইড্ নদীর তীর পর্য্যন্ত ইংরাজ সেনার অনুসরণ করিয়াছিল। রণস্থলে ও পলায়ন-পথে সর্ব্ব-শুদ্ধ বিংশ সহস্র ইংরাজ সৈন্য হত হয়। স্পিট্‌মুরের যুদ্ধে ইংরাজেরা বিজয়লাভ করিয়াও সপ্ত সহস্র সৈন্য হারাইয়াছিলেন; এবার ল্যামার-মুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিংশ সহস্র সৈন্য হারাইলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মনে আর উৎসাহ রহিল না। সেই মহতী ইংরাজ সেনা চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ওয়ালেস্ সময় পাইয়া এখন কন্‌প্যাট্রিকের দুর্গ সকল উন্মূলিত ও ক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। কেবল ডান্‌বার দুর্গ অটুট্ রাখিলেন।

সমরের প্রারম্ভ হইতে অষ্টাদশ দিবসে ওয়ালেস্ পার্থনগরে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও তথায় জাতীয় সভার অধিবেশন হইতেছিল। ওয়ালেসের বিজয় সংবাদে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। জাতীয় সভা তাঁহাকে সমস্ত স্কট্‌লণ্ডের গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত করিলেন। সামন্তবর্গ এবার একবাক্যে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। ওয়ালেস্ ষ্টার্লিং সমরের বিজয়ের পর নিজ বন্ধু বান্ধব ও সেনা কর্ত্তৃকই গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এবার সমস্ত জাতি একবাক্যে তাঁহাকে সেই গৌরবের পদে অভিষিক্ত করিলেন। এখন হইতেই তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্কট্‌লণ্ডের প্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

স্কট্‌লণ্ডের গবর্ণর-পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর সেনাবিভাগে ওয়ালে-সের সর্ব্বপ্রথম ও বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। গ্রন্থের প্রারম্ভেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সামন্ততন্ত্রে রাজারও সর্ব্বাঙ্গীণ সহায়তা পাওয়া দুর্ঘট হইত। সামন্তবর্গের ঈর্ষা ও অহঙ্কারের কুফল ওয়ালেস্ পূর্ব্বেই ভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বিপৎ উপস্থিত হইলে তাঁহা-দিগের নিকট হইতে কোনও সাহায্যের আশা করেন নাই। কৃষক ও দাসগণের স্বার্থ সামন্তবর্গের স্বার্থের সহিত যেরূপ জড়িত ছিল, তাহাতে তাহাদিগের নিকট হইতেও কোন প্রকার সাহায্যের আশা ছিল না। সুতরাং ওয়ালেস্ স্থায়ী সৈন্য সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হই-লেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলে পাছে সামন্ত-বর্গের কোপানলে পতিত হন, এই জন্য তিনি প্রথমে মধ্য পথ অব-লম্বন করিলেন। বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্য সংস্থাপিত না করিয়া তিনি আধুনিক মিলিসিয়ার (অস্থায়ী সৈন্য) সূত্রপাত করিলেন। তিনি সমস্ত স্কট্‌লণ্ডকে কয়েকটী জেলায় বিভক্ত করিলেন। ষোল ও ষাইট্ বৎসরের মধ্যে যাহাদিগের বয়স—তিনি তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অস্ত্রগ্রহণক্ষম—তাহাদিগের একটী তালিকা গ্রহণ করিলেন। এই অস্থায়ী সৈন্য মধ্যে তিনি এক প্রকার নূতন শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। প্রত্যেক চারি জনের উপর পঞ্চম, প্রত্যেক নয় জনের উপর দশম, প্রত্যেক উনিশ জনের উপর বিংশ, এইরূপ ক্রমে উঠিয়া প্রত্যেক একোন-সহস্রের উপর সহস্রতম ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করি-লেন। তাঁহার আদেশ যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য প্রতি পল্লীতে একটী করিয়া ফাঁশী কাষ্ঠ বিলম্বিত হইল। যে ভীরু কাপুরুষ স্বদেশের রক্ষার নিমিত্ত আহূত হইয়াও অস্ত্রগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইত, দৃষ্টান্ত দ্বারা অপরের অবাধ্যতা নিবারণ করিবার নিমিত্ত, তাহাকে ফাঁশিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। যে সকল সামন্ত আপন "আপন" প্রজাবর্গকে দেশহিতৈষি-দলে প্রবিষ্ট হইতে বাধা দিতেন, তাঁহা-দিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত বা তাঁহাদিগের সম্পত্তি জাতীয়-কোষ-সাৎ করা হইত। এইরূপে তাঁহার অস্থায়ী সৈন্য সংগৃহীত হইল। ইহাঁ-

দিগকে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে হইত না, পরন্তু আপন আপন দলপতির অধীনে থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত এবং আহূত হইলেই জাতীয় পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত।

ওয়ালেস্ ও তদীয় সহকারী মরে (Murray) এইরূপে জাতীয় সেনার প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে জাতীয় বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। ওয়ালেস্ যে শুদ্ধ অসাধারণ বীর ছিলেন এরূপ নহে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধিসাধন ও শৃঙ্খলাস্থাপনেও তিনি সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা হ্যামবর্গ ও লুবেক নগরের সহিত স্বাধীন বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। সেই সন্ধিপত্রে ওয়ালেসের রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ওয়ালেস্ এখন প্রভুত্বের চরম সীমায় উপনীত। অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুতা লাভ করিয়াও তিনি নিজে সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত রাজনৈতিক-সন্ন্যাসী ছিলেন। "আদানং হি বিসর্গায়" * পন্থের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা কেবল দানের নিমিত্ত। এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া সেই বীর-সন্ন্যাসী বিজয়-লব্ধ ভূমি ও সম্পত্তি সমস্তই অনুচরবর্গকে দান করিলেন; এবং রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদে তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিলেন। যাঁহারা স্বদেশের উদ্ধারব্রতে জীবন আহুতি দিবার জন্য তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই অনুচরবর্গকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। তাই আজ তিনি তাঁহার আয়ত্তাধীনে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত তাঁহাদিগকে দিয়া তাঁহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিলেন। তিনি নিজের আত্মীয় স্বজনকে কপর্দ্দকমাত্রও দান করেন নাই, বা সামান্য পদও প্রদান করেন নাই। কারণ তাঁহার নিজের বা আত্মীয় স্বজনের আর্থিক উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি নিজে সর্ব্বত্যাগী ছিলেন এবং আত্মীয় স্বজনকেও সর্ব্বত্যাগী হইয়া জাতীয় ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে বলিতেন।

তিনি ইচ্ছা করিলে এ সময় অনায়াসেই স্কট্‌লণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন। কারণ তাঁহার ইচ্ছার গতি রোধ করিতে সমর্থ এরূপ লোক তৎকালে স্কট্‌লণ্ডে কেহই ছিল না। কিন্তু

তিনি ইারাজবন্দী স্কট্‌লণ্ডেশ্বর বেলিয়লের রাজামুকুট স্কটিশ্‌ সিংহাসনের উপর রাখিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতেন—ইচ্ছা ছিল বেলিয়লকে ইংরাজ-করবল হইতে উদ্ধার করিয়া স্কটিশ্‌ সিংহাসনে বসাইয়া নিজে কুটীরবাসী হইবেন। স্বাভ্যুদয়স্পৃহা ওয়ালেসের হৃদয়কে কখন কলুষিত করে নাই। তথাপি "দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্‌।"‡ মন্দ লোকে মহাত্মগণের চরিত্রে দ্বেষ করিয়া থাকে। অধিক কি বীরবর ব্রুস্‌ও ওয়ালেসের দেবোচিত চরিত্রে সন্দিহান হইয়া বিপক্ষপক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পরস্পরের বিশ্বাসের অভাবই জাতীয় পতনের মূল। সেইরূপ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিচলিত বিশ্বাসই জাতীয় অভ্যুদয়ের অদ্বিতীয় উপাদান। তাহার অভাবেই আজ ভারতের এ দুর্গতি!

একাদশ অধ্যায়।

ওয়ালেস্‌ কর্ত্তৃক ইংলণ্ড আক্রমণ।

১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সংবাদ আসিল, এড্‌ওয়ার্ড কস্‌প্যাট্রিকের পরামর্শানুসারে স্কট্‌লণ্ডের দ্বিতীয় আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র ওয়ালেস্‌ সামন্তবর্গ ও অনুযাত্রিকবর্গের একটী সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে রস্‌লিন্‌ মুরে চল্লিশ সহস্র লোক সমবেত হইল। তিনি সামন্তবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'এড্‌ওয়ার্ড স্কট্‌লণ্ডের পুনরাক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, সুতরাং আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, দেহে প্রাণ থাকিতে আমি তাঁহাকে কৃতকার্য্য হইতে দিব না।' সামন্তবর্গ একবাক্যে ও মহোৎসাহে তাঁহার সঙ্কল্পের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সমবেত চল্লিশ সহস্র হইতে তিনি বিশ সহস্র লোক বাছিয়া লইলেন। যাঁহারা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ও জাতীয় কার্য্যে গৃহীতব্রত, তিনি সেই সকল লোকই নির্ব্বাচিত করিলেন। অবশিষ্ট বিংশ সহস্র লোককে

তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত করিলেন। নিরন্তর যুদ্ধঘটনায় দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই জন্য ওয়ালেস্ বলিলেন—'আর অধিক লোক লইয়া প্রয়োজন কি?'

সাগরগামিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় সেই মহতী সেনা একপ্রাণে একমনে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে ইংলণ্ডাভিমুখিনী হইল। ওয়ালেসের সঙ্কল্প এড্ওয়ার্ডকে তিনি স্কটিশ ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে দিবেন না—এই জন্য তাঁহারা তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য ইংলণ্ডাভিমুখী হইলেন। এবার স্কটিশ অদৃষ্ট ইংলণ্ড-ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইবে। এবার তাঁহারা—'যুদ্ধে হয় জয়লাভ করিব, নয় প্রাণবিসর্জ্জন করিব'—এই সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছেন। স্থতরাং ওয়ালেস্ এ অভিযানে দেশের বড় বড় জমিদারকে লইয়া যাইলেন না। কারণ যদি তাঁহারা আর ফিরিয়া আসিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই সামন্তবর্গ দ্বারাই স্কট্লণ্ডের রক্ষণকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে। আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগের জন কয়েক মাত্রকে কেবল তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। ম্যাল্কম, ক্যাম্বেল্, রাম্জে, গ্রেহাম্ এডাম্, বইড্, অচিংলেক্, লুঁণ্ডিন্, লডার্, হে, ও সিটন্,—সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে কেবল এই কয়জন তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। এই মহতী সেনা লইয়া ওয়ালেস্ ব্রাউইস্ ক্ষেত্রে গিয়া ছাউনী করিলেন। তথা হইতে চল্লিশ জন মাত্র অনুযাত্রিক সঙ্গে করিয়া তিনি বক্সবরো দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং দুর্গাধ্যক্ষ সার্ রাল্ফ গ্রেকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন যে—'তুমি প্রত্যাবর্ত্তন কালে দুর্গের চাবি সকল আমার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিও, অন্যথাচরণে তোমার দেহ আমি এই দুর্গ-প্রাচীরে লট্কাইয়া রাখিব।' তিনি রামজে দ্বারা সেইরূপ আদেশ বার্‌উইক দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন।

আর অধিক বিলম্ব না করিয়া ওয়ালেস্ ও তদীয় সেনা টুইড্ নদী পার হইয়া নর্দ্দম্বর্ল্যাণ্ড ও কম্বর্ল্যাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার সেনা এই দুই প্রদেশ আলোড়িত ও পদ-

দলিত করিল। অগ্নি প্রদান করিয়া তাহারা ডর্হাম নগরকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিল। ইয়র্ক সায়ারেরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিল। প্রতিহিংসা-প্রদীপ্ত সেই সেনা যেখানে যাইতে লাগিল, সেই খানেই অসি ও অগ্নি বিস্তার করিতে লাগিল। পোনর দিনের মধ্যেই এডওয়ার্ডের দূত আসিয়া ওয়ালেসের নিকট চল্লিশ দিনের শান্তি ভিক্ষা করিল, বলিল 'ইহার পরই এডওয়ার্ড রণক্ষেত্রে ওয়ালেসের সম্মুখীন হইবেন।' স্কট্লণ্ডের অদৃষ্টনায়ক এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং ইয়র্ক নগরে এক দিন অবস্থিতি করিয়া তিনি সসৈন্য নর্দ্দালারটন নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। চল্লিশ দিনের সন্ধি সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইল, এবং ওয়ালেস্ লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল ক্রয় করিবার জন্য সকলকেই আহ্বান করিলেন।

এদিকে বিশ্বাসঘাতক এড্ওয়ার্ড সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সন্ধির ভিতরই অতর্কিতভাবে ওয়ালেস্কে আক্রমণ করিবার জন্য অসংখ্য সন্য সৈহ ওয়াল্টন্ নগরের কাপ্তেন সার্ রাল্ফ রেমণ্টকে পাঠাইয়া দিলেন। ওয়াল্টন্ নগরের অদূরে কতকগুলি স্কচ্মেন বাস করিত। তাহারা এই সংবাদ স্কটিশ্ শিবিরে লইয়া গেল। ওয়ালেস্ এই সংবাদ পাইবামাত্র হিউ ও লুণ্ডিনের ও রিচার্ডের অধিনেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন পথিমধ্যে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া আক্রমণ-কারী ইংরাজ সৈন্যকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। সার্ রাল্ফ রেমণ্ড সাত হাজার সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, সহসা তিন সহস্র স্কচ্ সৈন্য প্রচণ্ড বেগে ও ভীষণ রবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রচণ্ড অসি-প্রপাতে নিমেষ মধ্যে তিন সহস্র ইংরাজসৈন্য ভূপতিত হইল—অবশিষ্টেরা ভয়ে কে কোথায় পলায়ন করিল তাহার স্থিরতা রহিল না। সেনাপতি সার্ রাল্ফ স্বয়ং রণে হত হইলেন। ওয়ালেস্ অনতিবিলম্বেই সসৈন্য সেই পলায়মান ইংরাজ সেনার পশ্চাদ্গামী হইয়া ম্যাল্টন নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় অসংখ্য শত্রুনিপাত করিয়া নগর লুণ্ঠন করিলেন। তিনি দুই দিবস তথায় থাকিয়া নগর-

দুর্গ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিলেন; এবং পরে অসংখ্য শকটে লুণ্ঠিত রত্নরাজি ও দ্রব্যসামগ্রী লইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আপনাদিগকে হঠাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজ সেনানিবেশের চতুর্দ্দিকে প্রাকারাবলী নির্ম্মিত করিলেন।

ইহাতে এডওয়ার্ড স্পষ্ট বুঝিলেন যে ওয়ালেস শীঘ্র ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছুক নহেন। এডওয়ার্ডের মনে এখন ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি পমফ্রেটনগরে পার্লেমেণ্ট সভা আহ্বান করিলেন; কিন্তু লর্ডেরা বলিলেন যে যতক্ষণ ওয়ালেস্ স্কটলণ্ডের মুকুট পরিধান না করিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহারা ওয়ালেসের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে দিবেন না। পার্লেমেণ্টের এই মন্তব্য জানাইবার জন্য স্কটিশ্ শিবিরে দূত প্রেরিত হইল। এই বিষয়ের শেষ নিষ্পত্তির জন্য ক্যাম্বেল্-প্রমুখ স্কটিশ বীরবৃন্দ ওয়ালেস্‌কে রাজ-মুকুট ধারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অবশেষে আরল্ ম্যাল্‌কমের পরামর্শানুসারে এড্‌ওয়ার্ডের আপত্তি মিটাইবার নিমিত্ত এক দিনের জন্য আপনাকে স্কট্‌লণ্ডের রাজা বলিয়া ডাকিতে অনুমতি দিলেন। তথাপি ইংরাজেরা প্রকাশ্য যুদ্ধে ওয়ালেসের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা স্থির করিলেন যে দুর্গপরিরক্ষিত নগরগুলি রক্ষা করিবেন এবং সমস্ত রাজার বন্ধ করিয়া ওয়ালেসের সেনার রসদ বন্ধ করিবেন। তাঁহাদিগের এ চেষ্টা বিফল হইল। ওয়ালেস্ সন্ধিকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরও পাঁচ দিবস অপেক্ষা করিলেন, তথাপি ইংরাজসেনার দর্শন না পাইয়া নিজ পতাকা উড্ডীন করিলেন; এবং এড্‌ওয়ার্ডকে অযোগ্য রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি নর্দ্দালার্‌টন্ নগর দগ্ধ করিয়া শস্যক্ষেত্র সকল নষ্ট করিতে করিতে ইয়র্ক সায়ারের ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদীয় সেনা ধর্ম্মালয় ও স্ত্রী বালক ব্যতীত আর কিছুই ছাড়িয়া যায় নাই।

ক্রমে সেই দুর্দ্দমনীয় সেনা ইয়র্ক নগরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইয়র্ক নগর দুর্গদ্বারা দৃঢ়তররূপে সুরক্ষিত এবং অসংখ্য সেনা

কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ছিল। স্কটেরা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারি স্থানে এই দুর্গ আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণকারী সৈন্যের সহিত চারি সহস্র তিরেন্দাজ ছিল। এদিকে নগর-মধ্যেও চারি হাজার ধনুর্দ্ধর ও বার হাজার অপর সৈন্য ছিল। সুতরাং তাহারা সবিশেষ কৃত-কার্য্যতার সহিত স্কচ্‌গণের আক্রমণ প্রতিহত করিল। স্কটেরা ভয়ে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

এদিকে রজনী উপস্থিত হইল। স্কটেরা সমস্ত রাত্রি নগরের বাহিরে ছাউনী করিয়া রহিল। সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালিয়া তাহারা শত্রুগণের পতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। যদিও তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদিগের এক জনও রণে হত হয় নাই। এই জন্য স্কটেরা হারিয়াও ভগ্নোৎসাহ হয় নাই।

পর দিন সূর্য্যোদয়ে স্কটেরা নবীন উৎসাহে পূর্ব্বদিনের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নগর আক্রমণ করিল। এ দিবসও তাহারা অগ্নি প্রক্ষেপ করিয়া ও অন্যান্য নানা প্রকারে নগরের সবিশেষ ক্ষতি করিল, কিন্তু নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। আবার রজনী আসিল, আবার স্কটেরা নগর-প্রাকারের বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করিল। সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিল, কিন্তু ওয়ালেসের নিদ্রা নাই। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিবিরের চতুর্দ্দিকে প্রহরীরা পাহারা দিতেছে কি না পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময়ে সহসা অদূরে শত্রুসেনা দেখিতে পাইলেন। সার্ জন্ নটন্ ও সার্ উইলিয়ম্ লী পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া অতর্কিতভাবে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এই মানসে স্কটিশ শিবিরাভিমুখে আসিতেছিল দেখিবামাত্র ওয়ালেস্ তাঁহার শৃঙ্গ বাজাইলেন, অমনি তাঁহার সদা-প্রস্তুত সৈন্যেরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইল। শত্রুগণ নগর-প্রাকার হইতে বাহির হইয়াই সর্ব্বপ্রথমে আরল্ ম্যাল্কমের সম্মুখীন হইল। ওয়ালেস্ তাঁহাকে হঠকারী বলিয়া জানিতেন, এই জন্য স্বয়ং রণ-মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দুই জনে অসংখ্য শত্রুসৈন্যকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন।

অবশেষে সেনাপতি সারজন্ নটন্ ও দ্বাদশ শত সৈন্য হত হওয়ায়, ইংরাজেরা রণে ভঙ্গ দিয়া নগর মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। স্কটেরা বিজয়োৎসাহে শিবিরে ফিরিয়া মনের সুখে রাত্রি যাপন করিল। প্রত্যুষে উঠিয়া আবার নগরাক্রমণ করিল। এইরূপে অনেক দিনের অবরোধের পর ইয়র্ক নগর সুবর্ণের বিনিময়ে প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। ওয়ালেস্ এই নিয়মে তাহাতে সম্মত হইলেন যে, তাঁহারা নগর প্রাকারোপরি স্কটিশ পতাকা উড্ডীন করিতে দিবেন। ইয়র্ক ইহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। আজ স্কট্‌লণ্ডের পতাকা সগর্ব্বে ইয়র্ক নগরের প্রাচীরের উপর উড়িতে লাগিল। পাঁচ হাজার পাউণ্ড শুল্ক ও পর্য্যাপ্ত রুটি ও মদ ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী পাইয়া স্কটেরা বিশ দিনের অবরোধের পর নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল।

এপ্রেল্ মাস আসিল—এখনও ওয়ালেস্ ও তাঁহার সৈন্যগণ ইংলণ্ডে। খাদ্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অগত্যা তাঁহাদিগকে লুণ্ঠনের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইল। তাঁহারা বন্য হরিণ মারিয়া ও ক্ষেত্রের শস্য তুলিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা পথে অগ্নি বিকীরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রাম নগর ভাঙ্গিয়া সেই অবধ্য সেনা লণ্ডনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তথাপি ইংরেজ সেনা ওয়ালেসের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। ইংরেজ সেনা হটিতে হটিতে ক্রমে লণ্ডনে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল।

এদিকে খাদ্য দ্রব্যের অসদ্ভাবে ওয়ালেস্ আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। তাঁহার পতাকাধারী জপের পরামর্শানুসারে তিনি রিচ্‌মণ্ড যাত্রা করিলেন। সেখানে এখনও পর্য্যাপ্ত আহার সামগ্রী ছিল। তাঁহার সৈন্য সেই অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রিচ্‌মণ্ডে অনেক স্কচ্ বন্দী বা শ্রমজীবী ছিল। নয় সহস্র স্কচ্ এখানে ওয়ালেসের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। এই মিলিত সেনা রিচ্‌মণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রামস্‌ওয়ার্থাভিমুখে (Ramsworth) গমন করিল।

স্কচেরা উক্ত নগর অস্পৃষ্ট রাখিয়া চলিয়া যাইবে সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু নগর-রক্ষক শত সৈন্য তাহাদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করিল যে তাহারা নগর-দুর্গ বেষ্টন করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। দুর্গাধ্যক্ষ ফিহিউ দুর্গ হইতে যেমন বাহির হইতে চেষ্টা করিলেন, অমনি ওয়ালেসের শাণিত অসি দেহ হইতে তদীয় মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিল। স্কটেরা তাহার পর দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বালবৃদ্ধবনিতা ভিন্ন আর সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিল। তাহারা তথায় রজনী যাপন করিয়া প্রত্যূষে দুর্গের দ্রব্যসামগ্রী লইয়া প্রস্থান করিল। ওয়ালেস্ ফিহিউএর মস্তক সহ এড্ওয়ার্ড বা তদীয় মন্ত্রিসভার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে যদি তাঁহারা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত তাঁহাকে যুদ্ধ না দেন, তিনি একেবারে লণ্ডন তোরণদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইবেন। মন্ত্রি-সভা আহূত হইল, এবং অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, যে কোন মূল্যে শান্তি ক্রয় করিতে হইবে। সঙ্কল্প স্থির হইল বটে, কিন্তু কেহই দৌত্যকার্য্য-গ্রহণে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে এড্ওয়ার্ড-মহিষী স্বয়ং স্কটিশ শিবিরে যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ওয়ালেসের বীরোচিত অবদান-পরম্পরায় রাণী এত দূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে ওয়ালেসের প্রেমাভিলাষিণী হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক এদিকে স্কটেরা হার্টফোর্ডসায়ারস্থিত সেণ্ট আল্বান্ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নগরের যাজক মদ্যমাংসাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অতিথি-সৎকার করায় স্কটেরা নগরের কোনপ্রকার অনিষ্ট করিল না। এখানে স্কটেরা রীতিমত শিবির সন্নিবেশ করিয়া ও চন্দ্রাতপ উত্তোলিত করিয়া রাজমহিষীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ওয়ালেস্ সেই শুভ দিনে—প্রত্যূষে উঠিয়া ভজনা শুনিয়া বীরবেশ পরিধান করিলেন। তাঁহার সুমার্জ্জিত কঞ্চুকের উপর প্রাতঃসূর্য্যের কিরণমালা পড়িয়া চতুর্দ্দিক্ ঝলসিত করিল। তাঁহার শাণিত অসি কোষমুক্ত হইয়া তাঁহার কটীদেশে বিলম্বিত হইল। তাঁহার উজ্জ্বল কটীবন্ধ যেন রবি-রশ্মিজাল টানিয়া লইতে লাগিল।

হস্তে তিনি উৎকৃষ্ট ইস্পাত-নির্ম্মিত দণ্ড ধারণ করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল, যেন ভীম আবার ধরাতলে অবতীর্ণ। ওয়ালেস্ চন্দ্রাতপতলে এইরূপ ভাবে রাজ-মহিষীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় রাজমহিষী, পঞ্চাশৎ সম্ভ্রান্ত রমণী, ও সপ্ত বৃদ্ধ যাজক পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে স্কটিশ শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেখানে সেই বীরকেশরী বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা একেবারে সেই চন্দ্রাতপ-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাণী অনতিবিলম্বে অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়াই নতজানু হইয়া বীরের পূজা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আরল্ ম্যালকম তাঁহাকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। ওয়ালেস্ রাণীর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার মুকুট চুম্বন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কথোপকথন হইল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর দরবার হইল। রাণী ওয়ালেস্‌কে কত প্রকারে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না। অনুকূল সন্ধি প্রাপ্তির আশায় শেষে সুবর্ণের প্রলোভন পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইল, কিন্তু তাহাও বিফল হইল। স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ স্বজাতি-প্রেমিকের নিকট রমণীর ইন্দ্রজাল ও সুবর্ণ মাণিক্যাদি দুইই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ওয়ালেস্ স্ত্রীলোকের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করিলেন। তবে এইমাত্র স্বীকার করিলেন যে, এড্ওয়ার্ডের নিকট হইতে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া দূতগণ আসিলে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং যদি সম্ভব হয়, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। এড্ওয়ার্ড এক্ষণে ফ্লাণ্ডার্সে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং রাণী অগত্যা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

সেণ্ট আল্‌বানের সন্ধি।

স্কটেরা সেণ্ট আল্‌বানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইতাবসরে এড্ওয়ার্ডের দূতগণ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসিল। সন্ধির

নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইল। রক্সবরো (Roxburgh) ও বারউইক্ (Berwick) দুর্গ, এবং ইংলণ্ডে কারারুদ্ধ বা অন্য কারণে অবস্থিত স্কচ্‌গণকে ওয়ালেসের হস্তে সমর্পণ করা হইল। যে সকল স্কচ্‌কে সমর্পণ করা হইল, তাহার মধ্যে র‍্যাণ্ডল্‌ফ, আরল্ লোরন্, আরল বুকান্, কিউমিন্ ও সুলিস (Soulis) প্রধান। ওয়ালেস্—ব্রুস্ ও সার্ আমের্ ডি ভ্যালেন্‌সকে চাহিলেন, কিন্তু এড্‌ওয়ার্ড জানাইলেন যে তাঁহারা পলায়ন করিয়াছেন। কস্‌প্যাট্রিকও সমর্পিত হইলেন—ওয়ালেস্ তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ এক শত লর্ড কারামুক্ত হইয়া এক শত উৎকৃষ্ট ঘোটক সহ ওয়ালেসের নিকট প্রেরিত হইলেন। সন্ধির নিয়মানুসারে স্কটেরা নর্দ্ধালার্‌টনে (Northallerton) যাইলে উভয় পক্ষে সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। যখন স্কটেরা বাম্ববোনগরে (Bamburgh) উপস্থিত হইল, তখন তাহাদিগের সংখ্যা ষাইট হাজারে পরিণত হইয়াছে। লামাস-ডেতে (Lammasday) এই বিজয়ী মহতী সেনা 'কেরামমুর' (Carammur) আসিয়া উপস্থিত হইল। এই স্থানে বারউইক ও রক্সবরো দুর্গের চাবি ওয়ালেসের হস্তে সমর্পিত হইল। এই সন্ধি পাঁচ বৎসরের জন্য হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ওয়ালেসের ফ্রান্স-যাত্রা।

স্কটলণ্ডে পঞ্চবর্ষব্যাপী সন্ধি স্থাপিত হইল। এক্ষণে ওয়ালেস্ এক বার ফ্রান্স দর্শনে কৃত-সংকল্প হইলেন। ইচ্ছা, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়া আসিয়া স্কট্‌লণ্ডের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চাশৎমাত্র আনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে, ১২৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০এ এপ্রেল তারিখে ফ্রান্স যাত্রা করিলেন। পার্লেমেণ্টের নিকট অনুমতি চাহিলে পাছে আপত্তি উত্থাপিত হয়, এইজন্য তিনি পার্লেমেণ্টের অনুমতি না লইয়া গুপ্তভাবে প্রস্থান করিলেন। গুপ্তভাবে যাওয়ার আর একটী কারণ এই যে, তিনি স্কট্‌লণ্ডে নাই

এ সংবাদ প্রচারিত হইলে, পাছে বিশ্বাসঘাতক এড্‌ওয়ার্ড সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্কট্‌লণ্ড আক্রমণ করেন, অথবা তাঁহার রণতরি পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে চেষ্টা করেন।

অনুকূল বায়ু ভরে স্ফীত বক্ষ হইয়া জাহাজের পালগুলি যেন ছুটিতে লাগিল। এক দিন এক রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত হইল, এমন সময় দূর হইতে ষোল খানি জাহাজ প্রবলবেগে তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছে, পরিদৃষ্ট হইল। ওয়ালেস্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গিগণকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। এই জাহাজ গুলি ফ্রান্সের অন্তর্গত লণ্ড্‌ভিল নগরের টমাস্ নামক এক ব্যক্তির জাহাজ। টমাস কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণনাশ করায় ফ্রান্স হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। সেই অবধি সে সামুদ্রিক দস্যু বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল। ওয়ালেস্‌কেও নিজ কবলস্থ করিবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু তাহা ঘটিল না।

টমাস্ এই নূতন জীবনে নূতন নাম করিয়াছিল। সামুদ্রিক যাত্রীরা তাহাকে লোহিত রীভার নামে জানিত। লোহিত রীভার সবেগে জাহাজ চালাইয়া ওয়ালেসের জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহাজ যেমন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি রিভার এক লম্ফে ওয়ালেসের জাহাজের উপর গিয়া পড়িল। ওয়ালেস্ দাঁড়াইয়া এই আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সুতরাং রীভার যেমন লম্ফ দিয়া পড়িল, অমনি তিনি তাহার গলদেশ ধরিয়া তাহাকে সবেগে এরূপ এক ধাক্কা মারিলেন যে, তাহার মুখ ও নাসিকা দিয়া বল্ বল্ করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রীভারের ষোল খানি জাহাজ আসিয়া ওয়ালেসের জাহাজকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ওয়ালেসের পোতাধ্যক্ষ ক্রফোর্ড তৎক্ষণাৎ পাল ছাড়িয়া তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া চলিয়া গেল। সুতরাং রীভার এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া ওয়ালেসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ওয়ালেস্ ক্ষমা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার হস্তে যে অসি ও ছুরিকা

ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নিরস্ত্র করিলেন; এবং তাহাকে শপথ করাইলেন, যে সে যেন কখন তাঁহার ক্ষতি করিতে চেষ্টা না করে। এদিকে রীভারের লোকেরা ক্রমাগত গুলিগোলা বর্ষণ করিতেছিল। ওয়ালেসের আদেশে রীভার তাহাদিগকে নিবারণ করিল। উভয় দলে এক্ষণে শান্তি বিরাজিত হইল। টমাস্ ওয়ালেস্‌কে রচেল্ পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিতে চাহিল। ইংরাজদিগের আক্রমণ-ভয়ে ওয়ালেস্ তাহাতে সম্মত হইলেন। পথিমধ্যে পরস্পরের আত্ম-পরিচয় হইল। টমাস্ আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিল 'এ যাবৎ কাল আমায় কেহ পরাজয় করিতে পারে নাই। আমার বিশ্বাস স্কট্‌লণ্ডের উদ্ধারকর্ত্তা ওয়ালেস্ আমার গ্রহীতা'। টমাস্ যখন জানিল যে তাহার বিশ্বাস সমূলক, তখন নতজানু হইয়া স্কট্‌লণ্ড ও ওয়ালেসের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। ওয়ালেস্ তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তুলিয়া ফরাশিরাজের নিকট তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন।

লোহিত রীভারের নামে তৎকালে লোকে ভয়ে কম্পান্বিত হইত। যৎকালে সমবেত তরিরাজি রচেল্ বন্দরের সমীপবর্ত্তিনী হইল, তখন নগরবাসীরা রীভারের জাহাজগুলি চিনিতে পারিয়া অতিশয় ভীত হইল এবং আক্রমণ প্রতিহত করিতে বা পলায়ন করিতে সকলকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত রণবাদ্য বাজাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ওয়ালেস্ আদেশ করিলেন যে, তাঁহার জাহাজ ভিন্ন অন্য কোন জাহাজ বন্দরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। ওয়ালেসের পতাকায় স্কট্‌লণ্ডের লোহিত সিংহ, অঙ্কিত ছিল। সেই চিহ্ন দেখিয়া সকলেই অনুমান করিল, স্কট্‌লণ্ডের লোক আসিয়াছে। ফ্রান্স তৎকালে স্কটলণ্ডের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল, এই জন্য জাহাজের যাত্রিগণকে সাদরে গ্রহণ করিল। তাহারা জানিত না যে স্কটিশ গবর্ণর স্বয়ং ওয়ালেস্ তাহাদিগের অতিথি। তথাপি তাহাদিগের অতিথি সৎকারের কোন ত্রুটি হয় নাই। ওয়ালেস্ টমাস্ ও অন্যান্য অনুযাত্রিকবর্গকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা

করিলেন। পারিস্ নগরীতে রাজা ও রাণী মহাসমাদরে তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে গ্রহণ করিলেন। সকলেই স্কটিশ্ বীরকেশরীকে উৎসুক নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। আহারাদির পর রাজা ও তাঁহার সভাসদ্গণ ওয়ালেসের সহিত মন্ত্রভবনে গমন করিলেন। বিবিধ বিষয়ে কথপোকথনের পর রাজা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন—যে কিরূপে ওয়ালাস্ লোহিত রীভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আসিয়াছেন। ওয়ালেস্ ফরাশিরাজের নিকট রীভারের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিলেন ও তাঁহার জন্ম ক্ষমা চাহিলেন। ফরাশিরাজ ওয়ালেসের সম্মানার্থ রীভারকে ক্ষমা করিলেন এবং সেই স্থানেই তাঁহাকে নাইট্ উপাধি প্রদান করিলেন। তদবধি রীভার ও তদীয় দলস্থ সকলেই দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু নাগরিক ভাবে ফ্রান্সে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ত্রিশ দিন রাজভোগে অতীত হইলে, ওয়ালেস্ নিষ্কর্ম্মতায় অধীর হইয়া উঠিলেন। ইংরাজেরা তৎকালে গাইন (Guienne) প্রদেশে রহিয়াছে শুনিয়া তিনি রাজার নিকট বিদায় লইয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে নয় শত স্কচ্ তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। অষ্ট্রিয়ার দৌরাত্ম্যে ইতালীবাসীরা যেমন একদিন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিল, সেই রূপ ইংলণ্ডের দৌরাত্ম্যে সে সময় স্কটেরা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যেখানেই গ্যারীবল্ডী ইতালীর ত্রিবর্ণ (Tricolored) পতাকা উড্ডীন করিতেন, সেই খানেই অসংখ্য ইতালীয় তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইত। গ্যারিবল্ডীর ন্যায় ওয়ালেসেরও কখন লোকাভাব ঘটিত না। গ্যারিবল্ডীর ন্যায় তিনিও অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিপুল শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইতেন, এবং প্রায় প্রতি বারই জয়লাভ করিতেন। উভয়েই রণে অজেয় ছিলেন। আজ ওয়ালেস্ সেই নয় শত স্কচ-সেনা লইয়া বিপুল ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। সিংহের প্রায়

যেন মেষপালের উপর গিয়া পড়িল। অসংখ্য ইংরাজ তাঁহাদিগের শাণিত অসিমুখে পড়িল। ইংরাজদিগের ভাল ভাল দুর্গ সকল তিনি দখল করিতে লাগিলেন। সে প্রদেশে ইংরাজ প্রভুতার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি সার টমাস্ লঙভিল্ ভিন্ন আর কোন ফরাশিকে সঙ্গে লয়েন নাই। কিন্তু ফরাশিরাজ তাঁহার কৃতকার্য্যতায় প্রোৎসাহিত হইয়া বিশ হাজার সৈন্য দিয়া ডিউক অব অরলিন্‌সকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি ওয়ালেসের সহিত মিলিত হইবার জন্য গাইন্ প্রদেশের মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে ধাবিত হইলেন।

এদিকে ক্যালে-দুর্গাধ্যক্ষ আরল্ অব্ গ্লষ্টার স্কচ্ অধিনায়কের এই সকল কার্য্যের সংবাদ লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। এড্-ওয়ার্ড ক্রোধে অধীর হইয়া সন্ধি থাকিতেও ওয়ালেসের অনুপ-স্থিতি-কালে স্কট্‌লণ্ড আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এড্-ওয়ার্ডের যে সঙ্কল্প সেই কার্য্য। গ্লস্‌টর স্থল-সেনার অধিনায়ক হইয়া চলিলেন। সারজন্ সিউয়ার্ড জল-সেনার অধিনায়ক হইয়া জলপথে যাত্রা করিলেন। দেশশত্রু বিশ্বাসঘাতক সার্ আমের ডি ভালেন্‌স অশ্বপৃষ্ঠে স্থল-সেনার পথদর্শক হইয়া চলিল। স্কটেরা সন্ধিকালে বিশ্বস্ত ভাবে নির্ভয়ে কালযাপন করিতেছিল। আক্র-মণকারিণী শত্রুসেনার আগমনবার্ত্তা শুনিতে না শুনিতেই অনেক গুলি দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইল। অধিকৃত দুর্গ সকল বথ্‌ওয়েলের হস্তে প্রত্যর্পিত হইল। উত্তরে ডণ্ডী ও সেণ্ট জনষ্টন্ ইংরাজ-কবলে পতিত হইল। ফাইফ তাঁহাদিগের অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। সংক্ষেপতঃ চিভিয়ট্ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশ ইংরাজদিগের অধীনে আসিল। পশ্চিমেও মুক্তি নাই। দক্ষিণ প্রদেশের অধীশ্বর ষ্টিউয়ার্টের মৃত্যু হওয়ায় তদীয় নাবালগ পুত্র ওয়াল্‌টর প্রাণভয়ে আরান্ নগরে পলায়ন করে। আত্মরক্ষার জন্য রিকার্টনের আডাম্, ও ক্রেগের লিণ্ডুসে রচ্‌লীনে এবং সারজন্ গ্রেহাম্ ক্লাইড অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রবার্ট বই

আত্মরক্ষার জন্য গুপ্ত ভাবে রহিলেন। সিউয়ার্ড সার্ আমের ব্রাইন্‌কে ফাইফের সেরিফ্ পদে নিযুক্ত করায় লণ্ডিনের রিচার্ড বিশেষ বিপদে পড়িলেন। শত্রুদিগের সহিত সন্ধি করিতেও প্রস্তুত নহেন, অথচ টে পার হইয়াও যাইবার সুবিধা ছিল না। কারণ অপর পার ইংরেজেরা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি গ্রেহামের সহিত মিলিত হইবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন। অষ্টাদশ মাত্র অনুযাত্রিক ও শিশু-সন্তানকে সঙ্গে লইয়া রজনীযোগে ষ্টার্লিঙ্ সেতু পার হইয়া গ্রেহামের অনুসরণে ডণ্ডার্ফ-মুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সার্‌জনের গুপ্তাবাসের সন্ধান পাইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। সারজন্ গ্রেহামও তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইয়া গুপ্তাবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

তাঁহারা শুনিলেন যে, সার্ আমের ডি ভ্যালেন্‌স বথ্‌ওয়েল্ দুর্গ মদে ও খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা পঞ্চাশৎ মাত্র সৈন্য লইয়া সেই দুর্গ আক্রমণ করিলেন। দুর্গরক্ষার জন্য সার্ আমেরের অধীনে অশীতি জন মাত্র সৈন্য ছিল; স্কটেরা তাহার মধ্যে যাইট জনকে ধরাশায়ী করিয়া দুর্গের অর্থসামগ্রী লইয়া প্রস্থান করিল। স্কট্‌দের পাঁচজন মাত্র সেই যুদ্ধে হত হয়। তাঁহারা আর তথায় থাকা শ্রেয়স্কর মনে না করিয়া রজনীযোগে আরল্ ম্যাল্‌কমের নিকট প্রস্থান করিলেন। ম্যাল্‌কম্ তাঁহাদিগের সাহায্যে লেনক্‌স দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে উদীচ্য সামন্তবর্গ আপনাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া ওয়ালেসের অনুসন্ধানে দূত প্রেরণ করিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে দূতবর সাগরপারে ফ্লাণ্ডার্সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া শুনিলেন, ওয়ালেস্ গাইন্ প্রদেশে রহিয়াছে। শ্রবণ মাত্র তিনি তথায় যাত্রা করিলেন, ও ওয়ালেসের সমীপে উপস্থিত

হইয়া ইংরাজদিগের অত্যাচারের কাহিনী নিবেদন করিলেন। ওয়ালেস্ ইংরাজদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধোন্মত্ত হইলেন, এবং বিদায় লইবার জন্য ফরাশি-রাজসদনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ফরাশিরাজ বিদায় দিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ওয়ালেস্ পুনরাগমনে স্বীকৃত হওয়ায় অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিলেন; বলিলেন যদি ওয়ালেস্ কখন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ফরাশি ক্ষেত্রে বাস করিতে চাহেন, তিনি ফরাশিরাজের নিকট যে কোন লর্ডশীপ্ পাইতে পারিবেন।

ওয়ালেস্ ফরাশিরাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ আনুযাত্রিকবর্গ ও সার টমাস্ লঙ্‌ভিল্‌কে সঙ্গে লইয়া জলযানযোগে মন্‌রোজ হেভেন্ নামক বন্দরে আসিয়া অবতরণ করিলেন। অচিরকালমধ্যে তাঁহার আগমনবার্ত্তা স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বত্র প্রসৃত হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার সহ-সমরিগণ তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। সার জন্ রাম্‌জে, রুথ্‌ভেন্, বার্ক্লে প্রভৃতি সসৈন্য বার্ণেম্ অরণ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মিলিত সৈন্য তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিল।

১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই মিলন সংঘটিত হয়। সর্ব্ব প্রথমে সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ দুর্গ অধিকার করার প্রস্তাব হইল। রজনীযোগে তাঁহারা টের অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথের পার্শ্বে জঙ্গলে লুকাইয়া রহিলেন। ইংরাজভৃত্যেরা ঘাস আনিবার জন্য ছয়খানা শকট লইয়া যাইতেছে দেখিয়া ওযালেস্ কতিপয় মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে বন হইতে বহির্গত হইয়া শকটগুলি অধিকার করিলেন; ইংরাজ ভৃত্যগুলিকে বধ করিয়া তাহাদিগের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ঘাস আনিতে চলিলেন; এবং ঘাস কাটিয়া শকটগুলির মধ্যে পঞ্চদশ সশস্ত্র পুরুষকে ঘাস চাপা দিয়া তাঁহারা দুর্গে প্রত্যাগত হইলেন। প্রহরীরা অসন্দিগ্ধচিত্তে ও অবাধে তাঁহাদিগকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দিল। শকটগুলি দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সশস্ত্র পুরুষেরা ঘাসের মধ্য হইতে উঠিয়া লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইল।

ওয়ালেস সেই সকল অস্ত্রধারী পুরুষ লইয়া দুর্গদ্বাররক্ষক প্রহরিগণকে আক্রমণ করিলেন। প্রহরীরা হত হইলে, দুর্গদ্বার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। ইত্যবসরে সার্ জন্ রাম্‌জে অবশিষ্ট স্কচ্ সৈন্য সঙ্গে লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অচিরকাল-মধ্যে দুর্গরক্ষক সমস্ত ইংরাজসৈন্য হত হইল, অথবা পলায়ন দ্বারা প্রাণ বাঁচাইল। কতকগুলি টে নদীর জলে গিয়া ঝাঁপ দিল। দুর্গাধ্যক্ষ সার্ জন্ সিউয়াড অতি কষ্টে মেথ্‌ডেন্ অরণ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ চারি শত ইংরাজ হত হয়। সাত কুড়ি মাত্র ইংরাজ পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়। ওয়ালেস্ সার্ জন র‍্যাম্‌জেকে ক্যাপ্টেন ও রুথ্‌ভেন্‌কে সেরিফ নিযুক্ত করিয়া ফাইফ অভিমুখে যাত্রা করিলেন; বলিয়া গেলেন যে, যদি ইংরাজেরা ইতিমধ্যে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয়। স্কটেরা সেণ্ট জন্‌ষ্টনে যে প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী পাইয়াছিলেন, তাহাতে কিছুকাল সুখে সচ্ছন্দে কাটাইতে লাগিলেন।

এদিকে ওয়ালেস ফাইফ্-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া সিউয়ার্ড পঞ্চদশ শত সৈন্য লইয়া ব্ল্যাক্‌আয়রন্ সাইড নামক স্থানে তাঁহাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সৈন্যের সংখ্যা-বৈষম্যে স্কটেরা প্রথমে অতিশয় ভীত হইলেন। তাঁহারা সেণ্ট জন্‌ষ্টনেও সংবাদ পাঠাইতে পারিলেন না—কারণ ইংরাজেরা পথ সংরক্ষণ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় ওয়ালেস্ একটী সমর-সভা আহ্বান করিলেন। সভায় নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক হইল--অনেকে অনেক প্রকার মত বলিলেন, কিন্তু ওয়ালেস্ বলিলেন যে, প্রাণপণে যুদ্ধ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। অনেক বিতণ্ডার পর ওয়ালেসের মতই গৃহীত হইল। ওয়ালেসের সৎ সাহসে উদ্দীপিত হইয়া স্কটেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা বন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকের বৃক্ষান্তরাল সকলে বৃক্ষশাখা পুতিয়া একটী সুদৃঢ় স্বাভাবিক দুর্গ করিয়া লইলেন। দুর্গ সমাপ্ত হইতে না হইতে সিউয়ার্ড সসৈন্য

তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। ইংরাজ-সৈন্ত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিক্ হইতে দুর্গ আক্রমণ করিল। সহস্র সৈন্য সিউয়ার্ডের অধীনে ও পঞ্চশত সৈন্ত সার আমের ডি, ভ্যালেন্-সের অধীনে ছিল। দুই দিক্ হইতেই আক্রমণ প্রতিহত হইল। এই আক্রমণে অসংখ্য ইংরাজসৈন্য ধরাশায়ী হইল। অবশেষে ইংরাজ সেনাপতি দুর্গ অবরোধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া অষ্টশত সৈন্য লইয়া সমস্ত বন ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং অবিরাম দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্ত সপ্তশত সৈন্যসহ ভ্যালেন্সকে রাখিয়া গেলেন। এবং আশা দিলেন যে, যদি তিনি ওয়ালেস্কে ধৃত করিতে পারেন, এড্ওয়ার্ড তাহাকে ফাইফের আরল্ করিবেন।

ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ওয়ালেস্ ক্রফোর্ড ও লণ্ডিলের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার দিয়া ৪০ জন মাত্র সৈন্য দুর্গে রাখিয়া অবশিষ্ট ষাইট্ জন সৈন্য লইয়া সিউয়ার্ডের সম্মুখীন হইতে চলিলেন। সিউয়ার্ড উপস্থিত হইতে না হইতেই তাঁহারা অগ্রে গিয়া একটী বাঁধের পার্শ্বে বড় বড় ঘাসের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে টের পাইয়া 'মার! মার।' শব্দে তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ বীরের দেহ দেবদত্ত-কঞ্চুক-রক্ষিত। এই জন্ত সেই অল্পসংখ্যক বীর সেই প্রচণ্ড ইংরাজ-বাহিনীর গতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন। বজ্রমুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া স্কটেরা অসংখ্য ইংরাজকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ-সেনা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না; স্তম্ভিত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সিউয়ার্ড এই অল্পসংখ্যক স্কচ বীর কিরূপে অসংখ্য ইংরাজসৈন্যের গতি প্রতিহত করিল ভাবিয়া চমকিত হইলেন। তখন সিউয়ার্ড দুর্গ আক্রমণের শেষ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। তিনি সসৈন্য দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলে স্কটেরা এরূপ প্রচণ্ড বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল যে তাঁহাকে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া

পলায়ন করিতে হইল। সর্ব্বশুদ্ধ এক শত ত্রিশ জন ইংরাজ এ রণে হত হইল। সিউয়ার্ড সার্ আমের্‌কে পাঁচ শত সৈন্য সহ দুর্গ অবরোধ করিয়া থাকিতে আদেশ দিলেন এবং ভয় দেখাইলেন যে, যদি তিনি সে আদেশ লঙ্ঘন করেন,তাহা হইলে কল্য তাঁহাকে ফাঁশি কাষ্ঠে বিলম্বিত করিবেন। সিউয়ার্ড প্রস্থান করিলে, ওয়া-লেস্ ভ্যালেন্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এডওয়ার্ডের দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাতীয় দলে মিশিতে অনুরোধ করিলেন। ভ্যালেন্স সিউয়ার্ডের আদেশ প্রতিপালনে পূর্ব্ব হইতেই অসম্মত ছিলেন এবং আদেশ লঙ্ঘনের পরিণামও জানিতেন; সুতরাং তিনি ওয়ালেসের প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

এই মিলিত সৈন্য সিউয়ার্ডের সৈন্যাভিমুখে ধাবিত হইল। এদিকে র‍্যাম্‌জে ও রুথ্‌ভেন্ ওয়ালেসের বিপদ্‌বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সকলে দ্রুত পদে ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এই মিলিত সৈন্য অপেক্ষায় এখনও সিউয়ার্ডের সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল। সংখ্যাবাহুল্যের সাহসে নির্ভর করিয়া সিউয়ার্ড নিজ সৈন্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সংগ্রাম চলিতে লাগিল। র‍্যাম্‌জে ও রুথ্‌ভেন তাঁহাদিগের তাজা সৈন্য লইয়া শত্রু হনন কার্য্যে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইতে লাগিলেন। স্বয়ং সার জন্ সিউয়ার্ড ওয়ালেসের শাণিত তরবারিতে ধরাশায়ী হইলেন। ইংরাজ সৈন্য সেনাপতির পতনে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

রণে জয় লাভ করিয়া রুথ্‌ভেন্, সেণ্ট জনষ্টনে প্রত্যাগমন করি-লেন; এবং র‍্যাম্‌জে কুপার দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুপার দুর্গ বিনা যুদ্ধে তাঁহার হস্তে পতিত হইল। এদিকে ওয়ালেস্ ক্রফোর্ড, গুথ্‌রী (Guthrie) রিচার্ড ওয়ালেস ও লণ্ডভিল অনবরত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া ভ্যালেন্‌সের আবাসে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। ভ্যালেন্স চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা তাঁহাদিগের অতিথি সৎকারকরিলেন।

প্রত্যূষে স্কটেরা সেণ্ট আণ্ড্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথাকার ইংরাজ বিসপ্ তাড়িত হইয়া সমুদ্র-পথে ইংলণ্ডে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর তাঁহারা কুপার দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া দুর্গ উন্মূলিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৮০ জন ইংরাজ হত হন। সার্ আল্ডোমর ও সার জন্ সিউয়ার্ড তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান।

এই ব্ল্যাক্ আয়রন্ সাইড্ যুদ্ধে স্কটেরা সবিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চারি, পাঁচ, গুণ ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াও তাঁহারা বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হন নাই। বার বার ইংরাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন; বার বার তাঁহাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের অতিমানুষ বীরত্বে বিগলিত হইয়া জয়লক্ষ্মী তাঁহাদিগের অঙ্কশায়িনী হইলেন। দুই জন স্কট্ সেনানায়ক এই যুদ্ধে হত হন। ফাইফের সেরিফ্ সার ডঙ্কান ব্যাল্ফোর্ ও সারক্রাইষ্টোফর সীটন্ এবং সার জন্ গ্রেহাম্ আহত হন। এই যুদ্ধে র‍্যাম্জে, গুথরী ও বিসে, অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহা সামান্য আরণ্য সমর বটে, কিন্তু ইহাতে স্কট্ বীরগণের যশঃসৌরভ সর্ব্বত্র বিকীরিত হইল। সিউয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ফাইফ্-স্থিত সমস্ত ইংরাজগণ ফাইফ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কেবল লক্লেভেনের বারিকে কতিপয়মাত্র ইংরাজ সৈন্য ছিল। সেই বারিক চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত বলিয়া তাহারা ভাবিয়াছিল, নিরাপদে থাকিতে পারিবে। কিন্তু অচিরকালমধ্যে তাহাদিগের সে ভ্রম বিদূরিত হইল। সমস্ত স্কট্ সৈন্য ক্যাবেলে সমবেত হইয়া তথা হইতে "স্কট্লণ্ডস্ ওয়েল্" নামক স্থানে আসিয়া ছাউনী করিল। রজনীতে আহারান্তে ওয়ালেস্ অষ্টাদশমাত্র সহচর সমভিব্যাহারে অজ্ঞাত ভাবে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া লক্লেভেনের অভিমুখে

যাত্রা করিলেন। অপরপারস্থ বন্দরে উপস্থিত হইয়া তিনি সহচর-বর্গকে তথায় রাখিয়া অপর পার হইতে নৌকা আনিবার জন্য স্বয়ং জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণকালে একটী সার্টমাত্র তাঁহার গায় ছিল, ও তাঁহার অসি তাঁহার গলদেশে বিলম্বিত ছিল। ওয়ালেস্ অতি বেগে হস্ত ফেলিতে ফেলিতে নিমেষমধ্যে অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বোটে লোক ছিল না, সুতরাং তিনি অবাধে তাহা এপারে আনিলেন। সকলে তাহার উপর চড়িয়া তাঁহারা নিশব্দে পার হইয়া ইংরাজদিগকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত ইংরাজ তাঁহাদিগের অসিমুখে পতিত হইল। সেই ক্ষুদ্র দুর্গের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী এক্ষণে তাঁহাদিগের করতলস্থ হইল। রজনী-তেই এই সংবাদ 'স্কট্‌লণ্ডস্ ওয়েলে' প্রেরিত হইল। তথাকার স্কট্‌গণ প্রত্যূষে আসিয়া বিজয়ী সহচর-বৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন সেই ক্ষুদ্র স্কট্‌সেনা বিজয়োল্লাসে উল্লাসিত হইয়া আট দিন ধরিয়া তথায় বিজয়োৎসব করিতে লাগিল।

আট দিন উৎসবের পর স্কটেরা দুর্গের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া সেই বোটে করিয়া অপর-পারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—আসিয়া বোট জ্বালাইয়া চলিয়া গেলেন, ওয়ালেস্ সেণ্ট্‌জনষ্টনে গমন করিলেন। তথায় বিসপ সিন্‌ক্লেয়ার তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ওয়ালেস্ উত্তর প্রদেশে যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু বিসপ্ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কারণ তখন শত্রুসেনা স্কট্‌লণ্ডের চতুর্দ্দিক্ বিলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল। যাহাতে উত্তরস্থিত জাতীয় সেনার সহিত ওয়ালেস্ মিলিত হইতে না পারেন, ইংরাজেরা সেই উদ্দেশ্যে মধ্যপথ সংরক্ষণ করিতেছিল। এদিকে বুকানের আরল্ ওয়ালেসের নিকটে যাহাতে কোন প্রকার খাদ্যসামগ্রী যাইতে না পারে, কেবল তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ইংরেজদিগের এই সকল চেষ্টা সত্ত্বেও চতুর্দ্দিক্ হইতে দরিদ্র লোক ওয়ালেসের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তরুণ-বয়স্ক র‍্যাণ্ডেল্‌ফ, 'মরে' হইতে ওয়ালেসের সাহায্যার্থ অনেকগুলি

লোক পাঠাইয়া দিলেন। ইত্যবসরে জপ্ ও বেয়ার গুপ্তভাবে শত্রুসেনার আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়া আসিয়া ওয়ালেসকে বিদিত করিলেন। ওয়ালেস্ সেই সংবাদ পাইয়া জপ, ষ্টিফেন, ও কার্লে প্রভৃতি পঞ্চাশত সহচর সমভিব্যাহারে সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ হইতে এয়ারেথ দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একটী বিধবা রমণী জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া সেই ক্ষুদ্র সেনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী সংযোজনা করিয়াছিলেন। একটী জালুক পথপ্রদর্শক হইয়া রাত্রিযোগে এই ক্ষুদ্র সেনাকে সেই প্রাকারপরিখা-বেষ্টিত দুর্গ-সমীপে আনয়ন করিল। দুর্গের পশ্চাদ্‌ভাগে একটী ক্ষুদ্র গুপ্ত সেতু ছিল। স্কট্ বীরবৃন্দ সেই সেতু দিয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিল। রাত্রি তখন প্রায় সার্দ্ধ এক প্রহর। ইংরেজেরা নিরাপদে পান ভোজনাদি করিতেছিল—এমন সময় ওয়ালেস্ সেই দালানের দ্বারে দেখা দিলেন। সকলে ভয়চকিত নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে ওয়ালেসের শাণিত তরবারি দুর্গাধ্যক্ষ টম্ লীনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। দুর্গাধিনায়কের পতনে ইংরাজেরা ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। একে একে দুর্গরক্ষক একশত ইংরাজ স্কট্ বীর-বৃন্দের প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে শমনসদনে প্রেরিত হইল। ওয়ালেস্ তাহার পর তাঁহার খুল্লতাতকে কারামুক্ত করিলেন। টম্ লীন্ ওয়ালেসের কিছু করিতে না পারিয়া তাঁহার খুল্লতাতকে ধরিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুরাত্মা সেই বৃদ্ধের হস্ত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া অন্ধতমোময় সজল গহ্বর-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। বৃদ্ধ—ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বিজয়ী বীরবৃন্দ আত্মানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সে রাত্রি তাঁহারা তথায় সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। পরদিনও তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল ইংরাজ আক্রমণকারীরা আসিয়া তাঁহাদিগের বিশ্রাম-সুখের ক্ষণিক ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে লাগিল। স্কটেরা প্রতিবারই তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে

লাগিলেন। এইরূপভাবে তাঁহারা দ্বিতীয় রাত্রিও তথায় যাপন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে তাঁহারা তথা হইতে ডম্বার্টনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরের অদূরবর্ত্তী টরউইড্ নামক স্থানে তাঁহারা সমস্ত দিবস যাপন করিয়া রজনী আগত হইলে গুপ্তভাবে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত ওয়ালেসের পূর্ব্ব-পরিচিত এক বিধবা রমণী বাস করিতেন। ওয়ালেস্ তাঁহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিধবা রমণী স্কটিশ্ বীরবৃন্দকে প্রাকার-বেষ্টিত সমীপবর্ত্তিনী গোলাবাড়ীতে লইয়া গিয়া লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। এবং তথায় চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা তাঁহাদিগকে অতিথি-সৎকার করিলেন। তাঁহার নয় পুত্র ছিল। তিনি সকলকেই ওয়ালেসের ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য শপথ করাইলেন। বিধবা রমণী ইংরাজদিগকে কর প্রদান করিয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে নগরে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু জাতীয় দলের আগমনে সে শান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া জাতীয় কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিলেন। ওয়ালেস্ যে যে গৃহে ইংরাজেরা বাস করিতেছিলেন, বিধবা রমণীকে সেই সেই গৃহে সঙ্কেতচিহ্ন দিয়া আসিতে আদেশ করেন। তাহা সম্পন্ন হইলে তিনি ও তদীয় সহচরবর্গ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নগরপথে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে একটী হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক জন ইংরাজ তথায় পান ভোজনাদি করিতেছিলেন। ওয়ালেসের প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে তাঁহারা অনেকেই ভূশায়িত হইলেন। তাঁহার সহচরবৃন্দ অবশিষ্ট ইংরাজগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হোটেলের অধ্যক্ষ এই ঘটনায় আনন্দে আট খানা হইলেন, এবং মদ্য মাংসাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অতিথিসৎকার করিলেন। তাঁহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক পানভোজনাদি করাইয়া হোটেল-স্বামী পথদর্শক হইয়া তাঁহা-দিগকে প্রতিহিংসার কার্য্যে লইয়া গেলেন। তিন শত ইংরাজ নগররক্ষার্থে নিয়োজিত ছিলেন; সেই রজনীতেই তাহারা একে

একে সকলেই জাতীয় দলের হস্তে পতিত হইলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ওয়ালেস্ ও নদীয় দল নগরের অদূরবর্ত্তী গুহা-মধ্যে গিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে সে দিবস অতিবাহিত করিলেন। পান্থনিবাসের অধিস্বামী অপর্য্যাপ্ত মদ্যমাংস দ্বারা তথায়ও তাঁহাদিগের সবিশেষ পূজা বিধান করিলেন। রজনীযোগে তাঁহারা রোজনীথ্গিরিদুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই দুর্গে অনেক ইংরাজ সৈন্য ছিল। একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর এই দুর্গটী অবস্থিত। স্কটেরা বনবাজির মধ্য দিয়া গুপ্ত ভাবে ধীরে ধীরে পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে গমন করিলেন। দুর্গের অধিবাসীরা তৎকালে কোন বিবাহ উপলক্ষে গির্জ্জায় গমন করিয়াছিলেন, কয়েক জন মাত্র দাস দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং স্কটেরা অবাধে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ইংরাজেরা গির্জ্জা হইতে ফিরিয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সংখ্যায় অশীতি জন বা কিঞ্চিৎ অধিক ছিলেন। দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র স্কটেরা প্রচণ্ড বেগে তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। নিমেষ-মধ্যে সমস্ত ইংরাজ ভূতলশায়ী হইলেন। সাত দিন ধরিয়া স্কটেরা তথায় বিজয়োৎসব করিয়া, দুর্গের দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া ইহাতে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

এখান হইতে স্কটেরা ফলসন্ নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় আরল্ ম্যাল্ কম বাস করিতেছিলেন। গ্রেহাম্, বইড্, লুণ্ডিনের রিচার্ড, এডাম্ ওয়ালেস্ ও বার্ক্লে প্রভৃতি ওয়ালেসের বন্ধুবর্গও ম্যাল্কমের আলয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাসমাদরে ওয়ালেস্কে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেস্ ক্রিস্মছ পর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করিলেন। এস্থানে অবস্থিতিকালে তিনি জননীর মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। তদীয় জননী এলার্স্লি হইতে তাড়িত হইয়া, ডন্ফালিন্ আবিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জননীর মৃত্যু-সংবাদে ওয়ালেস্ নিরতিশয় কাতর হইলেন; এবং নিজে তাঁহার সমাধি কার্য্য সম্পন্ন করিতে যাইতে সাহসী না হওয়ায় জপ ও ব্লেয়ারকে মহাসম্মানের সহিত সে

কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। একদিন গ্যারিবল্ডী-কেও এইরূপে প্রাণাধিক প্রিয়তমা ভার্য্যা আনিতার সমাধিকার্য্য সম্পাদন করিবার ভার আতিথেয় আশ্রয়দাতা কৃষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া পলায়ন দ্বারা অনুসরণকারী অষ্ট্রিয়গণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইযাছিল।

ডগ্লাস্‌ডেলের সার উইলিয়ম্ ডগ্লাস্, ওযালেস্ আবার (Douglasdale) সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইযাছেন, শুনিয়া জাতীয় ব্রত উদ্যাপনের অংশ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যদিও তিনি যৌবনে অগত্যা এড্ওয়ার্ডের অধীনতাস্বীকার করিয়াছিলেন, যদিও তিনি ইংরাজ রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি জাতীয় ভাব তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তৎকালে তদীয় পত্নীর কোন আত্মীয় সাঙ্কুহার (Sanquhar) নামক দুর্গ অধিকার করিতেছিলেন। তিনি সেই দুর্গ ও ডগলাস্ ডেলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পূর্ণ ধ্বংস বিস্তার করিয়াছিলেন। ডগ্লাস্ সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য আজ স্বয়ং সেই দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি টম্ ডিক্‌সন্ নামক একজন ভৃত্যকে অগ্রে তথায় প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে এণ্ডার্সন নামক এক জন দুর্গবাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ডিক্সন তাঁহার সহিত আপনার অশ্ব ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল; এবং সেই পরিচ্ছদ পরিয়া কাষ্ঠের বোঝা লইয়া প্রত্যূষে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে স্থির করিল। এণ্ডার্সনের নিকট অবগত হইল যে দুর্গ মধ্যে ৪০ জন মাত্র অস্ত্রধারী পুরুষ আছে। টম্ ডিক্সন্ সেই বেশে ও সেই অশ্বে দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিল; এ দিকে এণ্ডার্সনও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ডগ্লাসকে লইয়া আবার দুর্গের দিকে ফিরিল। ডগ্লাস্ ও ডিক্সন্‌কে অদূরে লুক্কায়িত রাখিয়া এণ্ডার্সন্ একাকী দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এত প্রত্যূষে দ্বার খুলিতে হইল বলিয়া দ্বারী তাহাকে অতিশয় তিরস্কার করিল। দ্বার খুলিবামাত্র এণ্ডার্সন্ গুটিকতক ডাল কাটিয়া দ্বারে এরূপ ভাবে ফেলিল যে, দ্বার আর বন্ধ করা গেল না। সেই অবসরে এণ্ডার্সনের

সঙ্কেতানুযায়ী ডগ্‌লাস নিজ দল-বল সহ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। সর্ব্বপ্রথমে প্রহরী, ও তাহার পর একে একে সমস্ত ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। কেবল এক জন মাত্র ইংরাজ প্রাণ বাঁচাইয়া ডুরিস্‌ডিয়ারে (Durisdeer) গিয়া এই সংবাদ দিল। ডগ্‌লাস্‌কে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অচিরকাল মধ্যে টাইবারস্‌ মুরে একটী ইংরাজসেনা সমবেত হইল। ডগ্‌লাস, ডিক্‌সন্‌ দ্বারা এই আসন্ন বিপদের বার্ত্তা ওয়ালেসের নিকট পাঠাইলেন। ওয়ালেস্‌ তৎকালে লেডেন গড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে কিল্‌সিথ্‌ (Kilsyth) দুর্গ অধিকার করিবেন সঙ্কল্প ছিল। তৎকালে র‍্যাভেন্‌স ডেল্‌ (Ravensdale) এই দুর্গের অধিপতি ছিলেন। তিনি কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড কিউমিন্‌ তাঁহার অনুপস্থিতিকালে দুর্গে বাস করিতেছিলেন। ওয়ালেস্‌ দুর্গাবরোধের ভার ম্যাল্‌কমের হস্তে প্রদান করিয়া ডগ্‌লাসের সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে অভাবনীয় রূপে র‍্যাভেন্‌সডেলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। র‍্যাভেন্‌স ডেল্‌ পঞ্চাশৎ মাত্র সৈন্য সহ তদীয় দুর্গাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। মত্ত মাতঙ্গের উপর যেমন সিংহ লম্ফ প্রদান করে, সেই রূপ ওয়ালেস্‌ ও তাঁহার সৈন্যগণ সেই ক্ষুদ্র ইংরাজসেনার উপর প্রচণ্ডবেগে পতিত হইলেন। উর্দ্ধশ্বাসে ইংরাজেরা পলাইয়া কিল্‌সিথ দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ম্যাল্‌কম দুইশত স্কটিশ সৈন্য লইয়া দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, সুতরাং ইংরাজেরা তথায় যাইবামাত্র অবরোধকারিণী ও অনুসরণকারিণী স্কটিশ্‌ সেনাদ্বয়ের মধ্যে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। ওয়ালেস্‌ লুণ্ঠন ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া ডগ্‌লাসের সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন।

পথিমধ্যে লিন্‌লিথ্‌গো পীল্‌ ও ডল্‌কীথ (Dalkeith) প্রভৃতি দুর্গ তাঁহার হস্তে (Linlithgow Peel) পতিত হইল। এদিকে ওয়ালেসের উপর্য্যুপরি বিজয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া অনেক স্কটিশ বীর

তাঁহার পতাকাচ্ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। লডার্,সীটন,বাস্ (Bass) হিউদি হে (Hew the Hay) প্রভৃতি আপন সৈন্য সহ ওয়ালেসের সহিত মিলিত হইলেন। এই মিলনে ওয়ালেস্ ও ম্যাল্কম্ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পীবল্সে(Peebles) আসিয়া ওয়ালেস্ ঘোষণা করিলেন—যাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত মিল করিবেন, তাঁহারা সবিশেষ পুরস্কৃত হইবেন। ওয়ালেসের সৈন্যসংখ্যা ক্রমে ছয় শত হইয়া দাঁড়াইল। তিনি এই ক্ষুদ্র সেনা লইয়া ক্লাইডেস্‌ডেলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে ইংরাজেরা সাঙ্কুহার দুর্গে ডগ্‌লাস্‌কে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ওয়ালেস্ আসিতেছেন শুনিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ইংলণ্ডাভিমুখে পলায়ন করিল। ওয়ালেস্ তৎকালে ক্রফোর্ড মুর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের পালয়ন-বার্ত্তা শুনিয়া ওয়ালেস্ ম্যালক্‌মের হস্তে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আসার ভার রাখিয়া স্বয়ং তিন শত মাত্র সশস্ত্র অশ্বারোহী বাছাই সৈন্য লইয়া শত্রুদিগের পশ্চাদগামী হইলেন এবং ক্লোজবরণে (Closeburn) গিয়া শত্রুদিগকে ধরিলেন। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী এক দলের সহিত তুমুল সংগ্রাম বাধিল। নিমেষমধ্যে প্রায় দেড় শত ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। অগ্রগামী সৈন্য এই সংবাদে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। এদিকে ম্যাল্কমের সৈন্যও ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। মিলিত স্কটিশ সৈন্য প্রচণ্ডবেগে মিলিত ইংরাজ সৈন্যের উপর আসিয়া পতিত হইল। সে প্রচণ্ডবেগ ইংরাজেরা সহিতে না পারিয়া আবার পলায়ন করিল। আবার স্কটেরা অনুসরণ করিল। ডাল্‌সুইঙ্‌টন (Dalswinton) পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পাঁচ শত ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। তথাপি অনুসরণে বিরাম নাই। অশ্ব ক্লান্ত হওয়ায় ওয়ালেস্ ও গ্রেহাম্ পদব্রজে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে আডাম্‌কোরী (Adam Corrae) জনষ্টন্, কার্ক প্যাট্রিক্ ও হ্যালিডে নব বল সহ ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ওয়ালেস্ মূল সেনা লইয়া আসিবার জন্য গ্রেহাম্‌কে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং এই নবাগত সৈন্য হইতে একটী অশ্ব লইয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নব

বল সমভিব্যাহারে অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পথে তাঁহারা ইংরাজ-মেধ যজ্ঞ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডুরিসডার, (Durisder) ইনক্ (Enock) ও টাইবারমুরের দুর্গাধ্যক্ষগণ নিহত হইলেন। ককপুল্ (Cockpool) নামক সেতুর ধারে অসংখ্য ইংরাজ নিহত হইল। অনেকে নদী পার হইয়া যাইতে জলমগ্ন হইল। এখানে কেয়ার-লাভেরক (Caerlaverock) স্থানের অধিপতি ম্যাক্সওয়েল্ (Maxwell) ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। সে রাত্রি তাঁহারা কেয়ারলাভেরক্ স্থানে অবস্থিতি করিয়া পরদিন উঠিয়া ডম্‌ফ্রিজ (Dumfrees) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ঘোষণা করিতে করিতে যাইলেন যে, স্কট্‌লণ্ড আবার জাতীয় দলের হস্তে পতিত হইয়াছে, সুতরাং আর ভয়ের কারণ নাই। ইংরাজেরা যে যেখানে ছিল স্থলপথে বা জলপথে ইংলণ্ডে পলায়ন করিল। কেবল একজন মাত্র ইংরাজ এখনও স্কট্‌লণ্ডে প্রভুত্ব করিতেছিলেন। কেবল ডণ্ডী-দুর্গ এখন মর্টন (Morton) নামক ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিতেছিল। তদ্ভিন্ন সমস্ত স্কট্‌লণ্ডে আবার জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল।

কিন্তু একটী বৈদেশিকের চরণ স্কট্‌লণ্ড-বক্ষে থাকিতে ওয়ালেসের শান্তি নাই। এইজন্য তিনি ডগ্‌লাসের হস্তে পুনরাধিকৃত প্রদেশ-সমূহের রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া ডণ্ডী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়াই তিনি নগরাবরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। মর্টন প্রাণ-ভিক্ষায় আত্মসমর্পণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু ওয়ালেস তাহা-তেও সম্মত হইলেন না।

এই সময় এড্‌ওয়ার্ড সসৈন্য ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন। স্কট্‌লণ্ডের ইংরাজমেধ যজ্ঞের বার্ত্তা অবগত হইয়া এডওয়ার্ড মহতী সেনা সহ স্কট্‌লণ্ড আক্রমণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। ওয়ালেস্ ডণ্ডীর অবরোধে নিযুক্ত রহিয়াছেন, এমন সময় এক দিন তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য জপ আসিয়া সংবাদ দিল যে, এড্‌ওয়ার্ড একলক্ষ সৈন্যসহ স্কট্-লণ্ডাভিমুখে আসিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া ওয়ালেস্, দুই

হাজার সৈন্য সহ ক্রিম্‌জিওবকে ডণ্ডীব অবরোধকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং আট হাজার সৈন্য লইয়া সেণ্ট জন্‌ষ্টনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে তিনি ইংরাজদিগের প্রতীক্ষা করিয়া কয় দিন রহিলেন। ইত্যবসরে ইংরাজসেনাপতি উড্‌ষ্টক্ দশ সহস্র সৈন্য সহ ষ্টার্লিংব্রিজ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেন একখানি কাল মেঘ আসিয়া স্কটলণ্ডের সৌভাগ্য-সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সেরিফ মুইয়ারের যুদ্ধ—ফলকার্কের যুদ্ধ—সার্‌জন্ গ্রেহামের মৃত্যু—ব্রুসের সহিত ওয়ালেসের সাক্ষাৎ—লিঙ্‌লিথ্‌গাউএ ইংরাজেরা সহসা আক্রান্ত—ডণ্ডী অধিকৃত—ওয়ালেসের পদত্যাগ—ফ্রান্সে গমন—লিনের জন হত—ফরাসিরাজ কর্ত্তৃক মহা সমাদরে ওয়ালেসের গ্রহণ।

ডণ্ডীর অবরোধ উত্তোলিত করাই উড্‌ষ্টকের লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে, টে নদীতে রণতরি সকলও প্রেরিত হইল। মহতী সেনার অধিনায়ক হইয়া আসায় তাঁহার অন্তরে স্কট্-ভীতি উদিত হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সুদক্ষ পথদর্শকেরা তাঁহাকে সম্মুখবর্ত্তী উপত্যকা প্রদেশ পরিহার পূর্ব্বক সেণ্ট জন্‌ষ্টনের দিক্ দিয়া লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিল; উক্ত উপত্যকা প্রদেশে ওয়ালেস্ সসৈন্য শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উড্‌ষ্টক্ অধিত্যকা প্রদেশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন স্কট সৈন্যের সংখ্যা তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা অপেক্ষা অল্প। দেখিয়া যুদ্ধার্থী হইয়া অতর্কিত ভাবে সেই উপত্যকা-প্রদেশে নামিলেন। ইংরাজ-সৈন্য এরূপ ধীরভাবে চলিতেছিল যে সার্ জন্ রাম্‌জে তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে দেখিয়া আরল্ ম্যাল্‌কমের লোক জন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়ালেসের সুতীক্ষ্ণ চক্ষু নিমেষ-

মধ্যে আগন্তুকগণের স্বরূপ বুঝিতে পারিল। অমনি তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেরিফ্ মুইরার ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। ইংরাজেরা প্রচণ্ডবেগে সেই শ্রেণীবদ্ধ স্কট্সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। বসুন্ধরা রুধির-কর্দ্দমিত হইয়া উঠিলেন। স্কট্‌বীরবৃন্দের অতিমানুষ রণনৈপুণ্যে সমস্ত ইংরাজসৈন্য সেনাপতি সহ রণে নিহত হইল। ইংরাজসেনার নিধনে বহুমূল্য দ্রব্যজাত স্কট্গণের হস্তগত হইল।

ওয়ালেস্ দ্রুতগতিতে ষ্টার্লিং সেতুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া তিনি সেতু ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং নদী গর্ভে অসংখ্য খোঁটা প্রোথিত করাইলেন—যেন সেনাগণ কোনমতে নদী উত্তরণ করিয়া আসিতে না পারে। অদূরে নদীবক্ষে ইংরাজ রণতরি সকল বিপৎকালে ইংরাজগণকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সজ্জিত ছিল। তিনি লডার নামক সহচরকে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। লডার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া অবিলম্বেই তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এদিকে সীটন্, আরল্ ম্যাল্কম, সার্‌জন্ গ্রেহাম্ প্রভৃতিও আপন আপন অনুযাত্রিকবর্গ সহ তথায় আসিয়া ওয়ালেসের সৈন্যসংখ্যা স্ফীত করিলেন।

অবশেষে সংবাদ আসিল এড্‌ওয়ার্ড অগণ্য অনীকিনীসহ টর্ফিচেনে (Torphichen) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এড্‌ওয়ার্ড মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ আলোড়ন করিয়া আসিতেছিলেন—অধিক কি সেণ্ট জন্ষ্টনের নাইট্গণের সম্পত্তিও তিনি পরিহার করেন নাই। এদিকে জয়কেতে বুটের ষ্টীয়ার্ট (Stewart of But) দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া এবং কিউমিন্ বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া ফল্‌কার্ক রণক্ষেত্রের অদূরে রণের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ওয়ালেস্ দশ সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া সেই অগণ্য ইংরাজ অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার পক্ষে আরল্ ম্যালকম্, সার্‌জন গ্রেহাম্, রাম্‌জে, সীটন্, লডর্, লণ্ডিন্, এবং আডাম্ ওয়ালেস্ এই কয় জন সেনাপতি ছিলেন। এডওয়ার্ড এক লক্ষ

সৈন্য লইয়া সাগর-গামিনী উত্তালতরঙ্গিণী স্রোতস্বিনীর ন্যায় টর্ফিচেন্ হইতে স্লামন্নন্মুর (Slamannan Muir)ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগা সহজ নহে। স্কটলণ্ডের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মুমূর্ষু সময়ে স্কটিশ সৈন্যমধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। স্বজাতি বিশ্বাসঘাতক কিউমিন্ ওয়ালেসের প্রতি বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সৈন্যমধ্যে ভেদ উৎপাদন করিল। কে সেনাপতি হইবে ইহা লইয়া দারুণ মতভেদ উপস্থিত হইল। কিউমিন্ আপত্তি তুলিল যে ষ্টুয়ার্ট উপস্থিত থাকিতে সৈনাপত্য গ্রহণে ওয়ালেসের কোন অধিকার নাই—আর ষ্টুয়ার্টেরও ইহাতে সম্মত হওয়া উচিত নহে। দুষ্টমতি কিউমিন্ যেরূপ আশা করিয়াছিল তাহাই ঘটিল। ওয়ালেস্ এরূপ সঙ্কট-কালে সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। যখন সমস্ত জাতি একবাক্যে তাঁহাকে জাতীয়-শাসন-কর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করিয়াছে, তখন ব্যক্তিবিশেষের কথায় তিনি এরূপ মুমূর্ষু সময়ে কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি জাতীয় স্বাধীনতা-সমরে আজ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র সহায়তা করে নাই, জাতীয় অধিনায়কত্ব-গ্রহণে তাহার কি অধিকার আছে? ওয়ালেস্ এরূপ প্রস্তাবে অপমান মনে করিলেন। বিশেষতঃ ষ্টুয়ার্টের বাক্যে তিনি ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। ষ্টুয়ার্ট অন্য পক্ষীর পুচ্ছে শোভিত পেচকের সহিত তাঁহার তুলনা করিলেন, এবং বলিলেন যে যদি তাঁহাদিগের সৈন্য লইয়া তাঁহারা চলিয়া যান, তাহা হইলে ওয়ালেস্ কেমন করিয়া যুদ্ধে জয়ী হন দেখা যাইবে। ওয়ালেস্ আর সহিতে পারিলেন না—বুঝিলেন স্কট্লণ্ডের সুখসূর্য্য উদিত হইবার অনেক বিলম্ব আছে—বুঝিলেন স্কট্লণ্ডের অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে—বুঝিলেন এরূপ গৃহশত্রু থাকিতে বিজয়ের আশা সুদূরপরাহত। বুঝিয়া তিনি আপনার দশ সহস্র সৈন্য লইয়া ফল্কার্ক রণক্ষেত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ষ্টুয়ার্ট আপনার ভ্রম এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন তিনি বিশ্বাসঘাতক কিউমিনের কুহকে পড়িয়া স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিলেন—বুঝিলেন এ বিষম সমরের একমাত্র যোগ্য নেতা

ওয়ালেস্—বুঝিলেন এ সাধের মুকুট তাঁহার মস্তকে সাজিতেছে না বুঝিলেন বিধাতা তাঁহাকে জাতীয় সেনাপতি করিয়া পাঠান নাই—বুঝিয়া তিনি বিষাদে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত স্কটিশ-শিবির বিষাদ-মেঘে আবৃত হইল।

সুচতুর এড্‌ওয়ার্ড এই অন্তর্বিচ্ছেদের সংবাদ পাইলেন—পাইয়াই আবল্ হিয়ারফোর্ডকে ত্রিশ সহস্র সৈন্য সহ অবিলম্বে ষ্টুয়ার্টের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ষ্টুয়ার্ট তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। কিছু কাল উভয় পক্ষে অতি ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। অবশেষে ইংরাজেরা রণে ভঙ্গ দিয়া ইংরাজ সেনানিবেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিশ সহস্র ইংরাজ এই রণে হত হয়। ওয়ালেস্ দূর হইতে ষ্টুয়ার্টের বীরত্ব দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেন—এবং বার বার হস্তকম্পন দ্বারা ষ্টুয়ার্টের প্রশংসা করিতে লাগিলেন!

কিন্তু এড্‌ওয়ার্ড সংকল্প হইতে বিচলিত হইবার নহেন। তিনি আবার চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়া ক্রুস্ ও বিসপ্ বেক্‌কে স্কটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবার ওয়ালেসের মন কাতর হইল—ভাবী জাতীয় অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত দোলায়মান হইল। একবার ইচ্ছা করিলেন অভিমানকে পদদলিত করিয়া জাতীয় কার্য্যে আত্মাহুতি প্রদান করেন, কিন্তু এবার অভিমান স্বদেশানুরাগকে পরাজিত করিল। তিনি গ্যারিবল্ডীর ন্যায় বলিতে পারিলেন না যে সামান্য পদাতিকরূপেও যদি জাতীয় কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলেও আপনার জীবন সার্থক মনে করিব। এস্থলে গ্যারিবল্ডীর সহিত ওয়ালেসের তুলনা হয় না। তিনি কোন্ প্রাণে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার ভার বিলাস-লালিত অদূরদর্শী ষ্টুয়ার্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া সাংখ্য পুরুষের ন্যায় উদাসীনভাবে দূরে দাঁড়াইয়া জাতীয় বলক্ষয় দেখিতে লাগিলেন? না ওয়ালেস্! তোমার জীবনের সমস্ত কার্য্যের সহিত আদ্যকার ব্যবহারের সঙ্গতি নাই। তুমি যে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আজীবন সর্ব্বসুখে স্বেচ্ছাবঞ্চিত, আজ ছার অভিমানের দাস হইয়া সেই জাতীয় স্বাধীনতারত্নকে করে পাইয়াও মস্ত-

মাতঙ্গের ন্যায় পদতলে প্রক্ষেপ করিলে? অথবা তোমার কি দোষ? বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে?

ক্রস্ ও বেকের আগমনে কাপুরুষ কিউমিন্ সর্ব্বাগ্রেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু বীরবর ষ্টুয়ার্ট ও তদীয় বীরসৈনাদল দেহে প্রাণ থাকিতে রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। ষ্টুয়ার্ট নিজের রক্তে ও নিজ সৈন্যগণের রক্তে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সেই বীরবৃন্দের দেহ, খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, তথাপি পদস্খলন হইল না। ক্ষত্রিয় সেনার ন্যায় তাঁহারা অটল ভাবে দাঁড়াইয়া বীরোচিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন, একবারও পশ্চাৎপদ হইলেন না। সাধু ষ্টুয়ার্ট! ধন্য তোমার বীরত্ব! অদ্ভুত তোমার প্রায়শ্চিত্ত!

পলাইয়া অদূরবর্ত্তী টর্‌উড অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন ওয়ালেস্ ও তৎসৈন্যদলের এখন আর উপায়ান্তর রহিল না। ভাবিবার চিন্তিবার আর সময় নাই। ওয়ালেস্ নিমেষমধ্যে সসৈন্যে তীরবেগে এড্‌ওয়ার্ডের সৈন্য ভেদ করিয়া টর্‌উড্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এত দ্রুত এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে ওয়ালেস্ ব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর এড্‌ওয়ার্ড সবিশেষ জানিতে পারিলেন। অশ্বখুরোত্থিত ধূলিরাশিতে চারিদিক্ এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে ওয়ালেসের সমস্ত সৈন্য চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে প্রকৃত ঘটনা কেহই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যেমন একটি দুর্জ্জয় ঘূর্ণবায়ু সম্মুখবর্ত্তী জড় অজড় সমস্ত পদার্থকে উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ওয়ালেস্ ও তদীয় সেনা প্রতিকূলবর্ত্তিনী বিপক্ষসেনাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। ওয়ালেস্ গ্রেহাম্ এবং লডর্ তিনশত বাছাই সৈন্য লইয়া অনুসরণকারী শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ক্রস্ বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া পলায়মান স্বদেশীয়গণের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। ওয়ালেস্ আপনার বাছাই সৈন্যকে প্রধান সেনার সহিত মিলিত হইবার আদেশ দিয়া গ্রেহাম্ ও লডার্ মাত্রকে সহায় করিয়া শত্রুদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিলেন—যে তাঁহার প্রচণ্ড খড়্গের পরিসরের মধ্যে আসিতে লাগিল,

সেই শমন-সদনে প্রেরিত হইল। অবশেষে ক্রস্ স্বয়ং ওয়ালেসের গলদেশ লক্ষ্য করিয়া বর্ষা নিক্ষেপ করিলেন। ওয়ালেস্ ক্ষত স্থান হইতে বর্ষা উত্তোলিত করিয়া তাহাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে লাগিলেন—এদিকে গ্রেহাম্ ও লডর্ অদ্ভুত বীরত্ব সহকারে শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিলেন। ওয়ালেস্ অনতিবিলম্বেই তিনশত সৈন্য লইয়া গ্রেহাম্ ও লডরের সাহায্যে আসিলেন। এদিকে বিস্প বেক্ তাঁহার সৈন্য সহ ক্রসের সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রস্ আবার ওয়ালেসের বিরুদ্ধে বর্ষা প্রক্ষেপ করিলেন, কিন্তু এবার তাঁহাব লক্ষ্য ব্যর্থ হইল; ওয়ালেস্ ক্রোধে অন্ধ হইয়া প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে ক্রস্‌কে ভূপাতিত করিলেন। ক্রসেব সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিত করিল। ওয়ালেস্ দৃপ্তসিংহের ন্যায় একাকী সেই রণমুখে বিবাজ কবিতে লাগিলেন। গ্রেহাম্ অচিবকাল মধ্যে তাঁহাব সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই তিনি প্রচণ্ড-অসি-প্রহারে ক্রসের সম্মুখবর্ত্তী ইংরাজকে শমনসদনে প্রেরণ কবিলেন। ইহা দেখিয়া আর এক জন ইংরাজ নাইট্ বেগে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বেগে বর্ষা নিক্ষেপ করিল। গ্রেহাম্ পদদলিত ফণীর ন্যায় ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া খড়্গেব একাঘাতে তাহার দেহ দ্বিধা বিখণ্ডিত করিলেন। কিন্তু এই তাঁহার শেষ প্রহাব। নিয়তি সম্মুখবর্ত্তিনী দেখিয়া তিনি প্রধান সেনার সহিত মিলিত হইবাব জন্য তদভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার অশ্ব হত, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাব প্রাণবিয়োগ হইল। স্কট্‌লণ্ডের পূর্ণ শশধর রাহুগ্রস্ত হইল।

বন্ধুবর গ্রেহামেব মৃত্যুতে ওয়ালেস্ শোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তিনি শত্রু সৈন্যদল আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই হত্যা করিতে লাগিলেন। গ্রেহামের মৃতদেহের উপর তাঁহার অগ্নিউদ্গারী নয়ন পড়িতে লাগিল—আর বৈদ্যুতিক বেগে তাঁহার শিরায় শিরায় রক্ত সঞ্চারিত হইতে লাগিল। ক্রস ওয়ালেসের এই শোকান্ধতার সুবিধা লইবার জন্য তাঁহার বর্ষাধারী

সৈন্যগণকে ওয়ালেসের অশ্ব লক্ষ্য করিয়া বর্ষা প্রক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। তাহাদের বর্ষাঘাতে তাঁহার অশ্ব আহত হইল। তখন ওয়ালেসের চৈতন্য হইল। তিনি অশ্বের বল থাকিতে থাকিতে তাহাকে বেগে চালাইয়া নিজ সৈন্য মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তাহারা ক্যারন্ (Carron) নদীর তীরে দাঁড়াইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ওয়ালেস্ আসিয়াই তাহাদিগকে নদী পার হইতে আদেশ দিলেন; স্বয়ং সর্ব্বপশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। প্রভুপরায়ণ অশ্ব প্রভুকে অপর পারে আনিয়া দিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। সে যে পড়িল, সেই মরিল। তৎক্ষণাৎ কার্লে তাঁহার জন্য আর একটী ঘোটক আনিয়া দিল। ওয়ালেস্ তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজ সৈন্য মধ্যে আসিয়া মিলিত হইলেন। এই ফল্‌কার্ক-কুরুক্ষেত্রে ত্রিশ সহস্র ইংবাজ সৈন্য নিহত হয়। অন্য দিকে সার্‌জন্ গ্রেহাম্ ও পঞ্চদশ জন মাত্র স্কট পদাতিক বীর হত হয়েন। ইংরাজেরা জয় লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অসংখ্য ইংরাজ পরিবার মধ্যে ভীষণ শোকধ্বনি উঠিল।

ওয়ালেসের সৈন্যগণ টর্‌উড্ অরণ্যে গমন করিল, কিন্তু তিনি ও কার্লে—ক্যারন্ নদীর তীবে কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন; ওপারে ফলকার্ক রণ-ক্ষেত্রে প্রিয়বন্ধু গ্রেহামের শব পতিত রহিয়াছে বলিয়া ওয়ালেসের হৃদয় দূরে যাইতে ব্যথিত হইতে লাগিল। এদিকে ফল্‌কার্ক যুদ্ধে জয়লাভেয় পব ব্রুসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি দেখিলেন নিজের পাদে নিজে কুঠার ঘাত করিয়াছেন—তখন বুঝিলেন ইংরাজগণেব সহিত যোগ দিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। অনুশোচনায় এখন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন নদীর ওপার হইতে ওয়ালস্‌কে বন্ধুভাবে আহ্বান করিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ওয়ালেস্ শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন রাজসিংহাসনে তাঁহার স্পৃহা নাই। তিনি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য এতদিন যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন; স্কট্‌লণ্ডের প্রকৃত রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু রাজা হইয়া প্রজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যে ক্রসের পক্ষে অক্ষমণীয় অপরাধ হইয়াছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করিলেন না। ক্রসের হৃদয় ওয়ালেসের বাক্যে বিচলিত হইল অবশেষে তাঁহারা পরদিন প্রত্যূষে ডুন্‌ফিপেসের গির্জ্জায় মিলিত হইবেন বলিয়া পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া সে দিন আপন আপন শিবিরে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রত্যূষে ক্রস দ্বাদশ জন স্কট্ সঙ্গে করিয়া ও ওয়ালেস্ দশ জন মাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবেন এরূপ অঙ্গীকার করিয়া গেলেন। ক্রস ওয়ালেসের নিকট বিদায় লইয়া শশব্যস্তে এড্‌ওয়ার্ড-শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তথায় তিনি রুধিরাক্ত হস্তেই সকলের সঙ্গে একত্র আহার করিতে বসিলেন। একজন ইংরাজ পরিহাস করিয়া তাঁহাকে বলিল, "তোমরা—স্কটগণ—আপনার রক্ত আপনি খাও।' এই কথা তাঁহার হৃদয়ে শেল-স্বরূপ বাজিল। তাহারা তাঁহাকে বার বার হস্ত প্রক্ষালণ করিতে বলিল; কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন যে, "এ নিজের রক্ত, ধুইয়া ফেলিবার নহে।" সেই দিন হইতে ক্রসের অসি স্কট্‌লণ্ডের বিরুদ্ধে আর অভ্যুত্থিত হয় নাই।

এদিকে ওয়ালেস্ টর্‌উড্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে তাহার সৈন্যেরা আহার বিহারাদি করিয়া নিদ্রা গেল—তিনিও নিদ্রার্থী হইয়া শয্যায় গমন কবিলেন। কিন্তু চক্ষে নিদ্রা আসিল না—সহসা উঠিয়া বসিলেন। প্রিয়বন্ধু ও স্কটিশ বীরবৃন্দের মৃত-দেহ ফল্‌কার্ক-রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে—এখনও সমাধি-নিহিত হয় নাই, এই মর্ম্মভেদী চিন্তা তাঁহাকে আকুলিত করিল। তিনি আরল্ ম্যাল্‌কম্, লণ্ডিন্, র‍্যাম্‌জে, লড্‌র, সীটন্, ও রিকার্টনের আডাম্, এই কয়জনকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চ সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য সহ সেই রাত্রিতেই রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। পুঞ্জীকৃত শবরাশির মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া স্কটিশ হত বীরবৃন্দের দেহ বাহির করিলেন। যখন প্রিয়বন্ধু গ্রেহামের দেহ পাওয়া গেল, তখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সেই শব কোলে লইয়া কাঁদিতে ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে ও বিলাপে সকলেই কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে

সকলে তাঁহার ক্রোড় হইতে সেই শব লইয়া ফল্‌কার্কের গির্জ্জায় সমাধি-নিহিত করিলেন।

প্রিয় বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হইলে পর পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত ওয়ালেস্ দশজনমাত্র লোক সমভিব্যহারে ডুনিপেসের গির্জ্জায় ব্রুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাকে তিনি ফল্‌কার্ক-ক্ষেত্রেই অবস্থিতি করিতে বলিলেন। ব্রুস্ যথাসময়েই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গ্রেহামের শোকে অভিভূত থাকায় ওয়ালেস্ ব্রুসের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তাঁহাব মর্ম্মভেদী কর্কশ বাক্যে ব্রুসের হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি কাতরভাবে বলি-লেন—"ওয়ালেস্! আর অধিক আমায় তিরস্কার কবিও না, আমি আপনার কার্য্যেই আপনি দগ্ধ হইতেছি।" ব্রুসের এই আত্মদোষ স্বীকারে ওয়ালেসের অন্তরে তৎক্ষণাৎ ভাব-পবিবর্ত্তন হইল। ক্রোধ অপনীত হইয়া সহসা অন্তরে ভক্তিভাবেব উদয় হইল। সেই ক্ষণিক হৃদয়োচ্ছ্বাসে তিনি ব্রুসের পদতলে পতিত হইলেন। ব্রুস হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন। ব্রুস বেদি সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কবিলেন যে, আর তিনি স্বদেশীয়ের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র-ধারণ করিবেন না, এবং এড্‌ওয়ার্ডের নিকট যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ আছেন, সেই প্রতিজ্ঞাকাল অতীত হইলেই তিনি ওয়ালেসের সহিত আসিযা মিলিত হইবেন। পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া, ব্রুস এড্‌ওয়ার্ড-শিবিরে প্রস্থান করিলেন এবং ওয়ালেস্‌ও নিজ সেনাসমীপে গমন করিলেন। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই ফল্‌কার্কেব যুদ্ধ সং-ঘটিত হয়।

ওয়ালেসের রণবিষয়িণী প্রতিভা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তিনি প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ না লইয়া সমরাঙ্গন হইতে অবসৃত হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। ফল্‌কার্ক রণে জয়লাভ করিয়া এড্‌ওয়ার্ড সসৈন্য লিন্‌লিথ্‌গাউ নামক নগবে বিজয়োৎসব করিতেছিলেন। ওয়ালেস্ তাঁহার সৈন্যগণকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একদলের অধিনায়-কত্বে ম্যালকমকে নিযুক্ত করিলেন, আর একদলের অধিনায়কত্ব স্বয়ং

গ্রহণ করিলেন। দুই জন দুই দল সৈন্য লইয়া দুই দিক্ হইতে সহসা ইংরাজ-শিবির আক্রমণ করিলেন। ইংরাজেরা এরূপ আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং অনেক ইংরাজ প্রথম আক্রমণেই শমন-সদনে প্রেরিত হইল। ক্রস আপনারি সৈন্য লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন; এড্‌ওয়ার্ড বীরোচিত বিক্রমের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ওয়ালেস্ তাঁহার পতাকাধারীকে এক খড়্গাঘাতে ভূপাতিত করিলেন। পতাকা পতিত দেখিয়া ইংরাজসেনা ভয়ে পলায়ন করিল। এড্‌ওয়ার্ড স্বয়ং অগত্যা সেই পলায়মান সেনার সহিত যোগ দিলেন। একাদশ সহস্র ইংরাজদেহ লিন্‌লিথ্‌গাউ রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। স্কটেরা তথাপি ক্ষান্ত নহে। সমস্ত স্কট্‌সেনা পলায়মান ইংরাজসেনার পশ্চাদ্গামী হইল। তাহাদিগের প্রচণ্ড অসিপ্রহারে চল্লিশ সহস্র ইংরাজ-সৈন্য পলায়ন-পথে নিহত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া এড্‌ওয়ার্ড সল্‌ওয়ে উত্তরণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

ওয়ালেস্ অনুসরণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আনাম্ দিয়া এডিন্‌বরায় আসিলেন; আসিয়া ক্রফোর্ডকে আবার ইহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ইংরাজ আক্রমণের পূর্ব্বে যিনি যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, জীবিত ব্যক্তিমাত্রকেই তিনি সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। সমস্ত স্কট্‌লণ্ডে আবার বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। ডণ্ডীদুর্গ স্কিম্‌জিওর কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইল।

অবসর বুঝিয়া ওয়ালেস্ সেণ্ট জন্‌ষ্টন নগরে একটী পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিলেন। পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ স্ব স্ব আসনে সমাসীন হইলে ওয়ালেস্ সর্ব্বসমক্ষে নিজের গবর্ণরত্ব পদ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, জমিদারশ্রেণী তাঁহার প্রতি যখন অসূয়াপরবশ, তখন তিনি আর সে পদে থাকিতে ইচ্ছা করেন না। বলিলেন তিনি ফল্‌কার্ক-রণক্ষেত্রে যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছেন—দেশের জন্য যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার বিনিময়ে যথেষ্ট অপমান ও তিরস্কার প্রতিদান পাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্কটলণ্ডকে আবার

শক্রহস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এইবার তিনি জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ফ্রান্স যাত্রা করিবেন। তথায় গিয়া যেরূপে হউক জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইবেন। পার্লেমেণ্ট তাঁহাকে এ উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বার বার বৃথা অনুরোধ করিলেন। ওয়ালেসের সঙ্কল্প বিচলিত হইবার নহে। ওয়ালেস্ দেখিলেন যত দিন স্কট্‌লণ্ডের রাজসিংহাসন লইয়া সামন্তবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবে, যতদিন স্বার্থান্ধসঙ্কীর্ণচেতা জমিদারেরা তাঁহার প্রতি অসূয়া-পরতন্ত্র থাকিবেন, যতদিন স্কট্‌লণ্ডের প্রকৃত রাজা ব্রূশ আত্মখ্যাপন না করিবেন, ততদিন স্কট্‌লণ্ডকে চিরস্থায়িরূপে শক্রহস্ত হইতে মুক্ত করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি স্বদেশে থাকিয়া স্বদেশের বার বার অধঃপতন দেখিতে অক্ষম। যদি কখন দিন আইসে, আবার স্বদেশের উদ্ধারের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিবেন। এই বলিয়া ওয়ালেস্ পার্লেমেণ্টের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সাশ্রুলোচনে অষ্টাদশ মাত্র সহচর সমভি-ব্যাহারে ফ্রান্স যাত্রা করিলেন। স্কট্‌লণ্ডের সুখসূর্য্য কিছুকালের জন্য অস্তমিত হইল।

যে অষ্টাদশ জন লোক ওয়ালেসের সঙ্গে গমন করিলেন তাঁহা-দের মধ্যে লঙ্‌ভিল, সাইমন্, রিচার্ড ওয়ালেস্, সার্ টমাস্ গ্রে, এড্‌ওয়ার্ড লিটিল্, জপ্, ও ব্লেয়ার্ প্রধান। এই স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত বীরদল কতিপয় বণিক্ সমভিব্যাহারে ডণ্ডীবন্দরে জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ ইংলণ্ডের উপকূল বহিয়া চলিতে লাগিল। অদূরে লোহিত পালরাজি-বিরাজিত ব্যাঘ্রধ্বজ একখানি জাহাজ সহসা দৃষ্টিগোচর হইল। বণিক্‌গণ জানিত এ কাহার জাহাজ। তাহারা ওয়ালেস্‌কে বলিল যে এ 'লীনের জনের জাহাজ। এই দুর্দ্দান্ত ইংরাজদস্যু স্কট্‌লণ্ডবাসীকে বধ করা পুণ্য বলিয়া মনে করিত। দেখিতে দেখিতে জন্ ওয়ালেসের জাহাজের পার্শ্ববর্ত্তী হইল। আসিয়াই সে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া স্কট্‌গণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। সেই আহ্বানের প্রত্যুত্তরে ব্লেয়ারের ধনু হইতে তিন শর প্রক্ষিপ্ত হইল। এক এক শরে এক এক জন ইংরাজ নিহত হইল। ইংরাজেরা ক্রোধোদ্দীপ্ত

হইয়া এক ঘণ্টাকাল অবিরাম গোলা ও তীরবর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে উভয়দলে হস্তাহস্তি খড়্গাখড়্গি হইতে লাগিল। ক্রমে যাইট্‌জন ইংরাজ স্কট্‌গণের হস্তে পতিত হইল। জন্ পলাইবার উপক্রম করিতেছিল দেখিয়া ক্রফোর্ড তাহার মাস্তলে অগ্নিপ্রদান করিলেন, এবং ওয়ালেস্, লণ্ড্‌ভিল্ ও বেয়ার্ তাহাকে ধরিয়া আপনাদিগের জাহাজে তুলিলেন। ওয়ালেসের এক খড়্গাঘাতে সেই দুর্দ্দান্ত দস্যুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে রণানলও নির্ব্বাপিত হইল। সংবাদ দিবার জন্য একজনও নাবিক দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিল না। তখন স্কটেরা দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থজাত পরিপূর্ণ সেই জাহাজখানি সঙ্গে লইয়া ফ্রান্সের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ও স্লুইস বন্দরে উপনীত হইয়া জাহাজখানি সঙ্গী বণিক্‌গণকে প্রদান করিলেন। ওয়ালেস্ তৎপরে ফ্লাণ্ডার্সের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে গমন করিলেন। পারিস্ রাজধানীতে ফরাশিরাজ মহাসমাদরে ওয়ালেস্‌কে গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ওয়ালেস্ ফরাসি-সেনাপতি-পদে বৃত। এড্‌ওয়ার্ড কর্ত্তৃক স্কট্‌ল্যাণ্ডের পুনরাক্রমণ। কিউমিন্ ও ব্রুসে সন্ধি। আমিনের সন্ধি। ইংরাজগণ কর্ত্তৃক স্কট্‌ল্যাণ্ডের আবার আক্রমণ। রস্‌লিনের যুদ্ধ। ইংরাজগণের পরাভব। এড্‌ওয়ার্ড কর্ত্তৃক স্কট্‌ল্যাণ্ডের পুনরাক্রমণ। ফিলিপের বিশ্বাসঘাতকতা।

ফরাসিরাজ ওয়ালেসকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর সমস্ত গাইন প্রদেশের অধিপতিত্ব অর্পণ করিলেন। তিনি ওয়ালেস্‌কে ডিউক্ করিতে চাহিলেন; কিন্তু ওয়ালেস্ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি তাঁহাকে নাইট্ উপাধি ও ফরাসি-সেনাপতির পদ

প্রদান করিলেন। তিনি ওয়ালেস্‌কে আপনার পরিচ্ছদ-চিহ্ন আপনি নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে বলিলেন। ওয়ালেস্ তদনুসারে চির-ব্যবহৃত লোহিত-সিংহ লাঞ্ছিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিলেন। ফিলিপ্ তাঁহাকে অবিলম্বে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিলেন। তৎকালে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল। ওয়ালেস্ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য স্কট্ তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। লঙ্‌ভিল্‌ও তাঁহার জন্য অনেক ফরাশিসৈন্য সংগ্রহ করিলেন। অচিরকালমধ্যে দশ সহস্র সৈন্য তাঁহার পতাকাশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। এ দিকে ডিউক্ অব্ অর্‌লিন্‌স্‌ও দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোধ হইল যেন জয়লক্ষ্মী ওয়ালেসের উপর সুপ্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

এদিকে স্কট্‌লণ্ড-রবি পূর্ব্বসাগরে বিলীন হওয়ার পর ঘোর দুঃখনিশা আসিয়া সমস্ত স্কট্‌লণ্ডকে তমসাচ্ছন্ন করিল। গৃহশত্রুই স্কটলণ্ডের সর্ব্বনাশের মূল। বিশ্বাসঘাতক জাতীয় শত্রু সার্ আমের ডি ভ্যালেন্স লিয়ন্—হাউসের অধিপতিত্ব প্রদানের আশা দিয়া সার-জন মেন্‌টীথ্‌কে এড্‌ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করাইলেন। এদিকে এডওয়ার্ডও মহতী সেনা লইয়া এই অবসরে আবার স্কট্‌লণ্ড আক্রমণ করিলেন। ওয়ালেসের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সেনার অধিনায়ক হইবার যোগ্য লোক তৎকালে আর কেহ ছিল না। সুতরাং এক একটী করিয়া সমস্ত স্কটিশ্ দুর্গ বিনা যুদ্ধে তাঁহার করতলস্থ হইল। যাঁহারা এড্‌ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকারে অস্বীকৃত হইলেন, তাঁহারা উদীচ্য দ্বীপাবলীতে পলায়ন করিলেন। বিসপ্ সিংক্লেয়ার বুটে পলায়ন করিলেন। স্বাধীনতার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার জন্য এড্‌ওয়ার্ড রোমীয় প্রাচীরমালা উন্মূলিত, ও রাজ্য-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাগজপত্র নষ্ট করিলেন। যাঁহারা তাঁহার অধীনে জমিদারী করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডের কারাগারে পাঠা-

ইয়া দিলেন। সার্ উইলিয়ম্ ডগ্‌লাস্ ইংলণ্ডের কারাগারেই প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। টমাস্ র‍্যাণ্ডল্ফ, লর্ড ফ্রেজার এবং হিই-দি হে—ইহাঁদিগকে তিনি ভ্যালেন্সের রক্ষকতায় ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। সীটন্, লড্‌ব, ও লণ্ডিন্ বাছে—পলায়ন করিলেন। ম্যাল্কম্ ও ক্যাম্বেল্—বুটে বিসপ সিংক্লেয়ারের নিকট গমন করিলেন। র‍্যাম্‌জে ও রুথ্‌ভেন্ পলাইয়া ক্লাইমেছ নামক এক ব্যক্তির সহযোগে রচ্‌সায়ারের অন্তর্গত ষ্টক্‌ফোর্ড নামক নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আডাম্ ওয়ালেস, লিন্‌ডছে, রবার্ট বয়ীড্—আরানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেস্‌রূপ সূর্য্যের অন্তর্ধানে যেন স্কটিশ জাতীয় সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলী কেন্দ্রজ আকর্ষণ বিরহে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কস্‌প্যাট্রিক্ এড্‌ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া আপন দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এবার্ণেথি, সোলিস্, কিউমিন্, লোরনের জন্, লর্ড ব্রেচিন্ এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এডওয়ার্ডের সহিত সন্ধি করিয়া আপন আপন ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। যেন এক সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলী সহসা নিজ-কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইয়া কেন্দ্রান্তরে বিলম্বিত হইল।

এইরূপ দাসত্বের নিগড় বন্ধনে মর্ম্মপীড়িত হইয়া বুট-বাসী দেশ-হিতৈষীর দল একখানি জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া দূতসহ সেখানি ওয়ালেসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন—বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি আসিয়া স্কট্‌লণ্ডের শূন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া রাজমুকুট পরিধান করুন, তাঁহারা বিশ্বাসঘাতক এড্‌ওয়ার্ডের অত্যাচার আর সহিতে পারেন না। ফল্‌কার্কের নিষ্ঠুর ব্যবহার ওয়ালেসের অন্তরে এখনও জাগরূক ছিল, সুতরাং তিনি হিতৈষিদলের ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সুতরাং জাতীয় দূত ভগ্ন হৃদয়ে শূন্য যান লইয়া ফিরিয়া আসিল। জাতীয় দল ঘোর বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল।

এদিকে স্কট্‌লণ্ডের বন্দোবস্তকার্য্য নির্ব্বিবাদে চলিতে লাগিল। এড্‌ওয়ার্ড সমস্ত স্কট্‌লণ্ডে আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়া অনুগত

ও আশ্রিত সামন্তবর্গকে ইহার ভূমিসম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি ইয়র্কের আরল্‌কে সেণ্ট জন্‌ষ্টনের অধিপতিত্ব এবং টে ও দি নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন; লর্ড বাউমণ্ডকে উদীচ্য প্রদেশের সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন; লর্ড ক্লিফোর্ডকে ডগ্‌লাস্‌ডেলের অধিপতিত্ব ও দক্ষিণ স্কটলণ্ডের শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন; বিশ্বাসঘাতক কিউমিন্‌কে সমস্ত গেলোয়ে প্রদেশ অর্পণ করিলেন; এবং লর্ড সোলিস্‌কে সমস্ত মার্স প্রদেশের অধিপতিত্ব ও বার-উইকের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন। এড্‌-ওয়ার্ড পবিত্র আতিথ্য ধর্ম্মের নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শরণাগত বিসপ্‌ লামার্টন্‌ ও লর্ড ওলিফ্যাণ্টকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডের কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে এডওয়ার্ড স্কট্‌লণ্ডে শান্তি স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন।

পাপের ধন অধিক দিন ভোগ হয় না। এড্‌ওয়ার্ড জাতীয়-বিশ্বাস-ঘাতকতা উদ্দীপিত করিয়া স্কট্‌লণ্ডের বক্ষে যে রাজ্যসৌধ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতেই বিশ্বাসঘাতকতার বিপ্রকর্ষণী শক্তি বলে সে প্রকাণ্ড সৌধের তলভেদ ঘটিল। বিশ্বাসঘাতক কিউমিন্‌ এই মর্ম্মে ব্রুসের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন যে যদি তিনি তাঁহার সাহায্যে স্কট্‌লণ্ডের রাজমুকুট প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি যত পরিমাণ ভূমিসম্পত্তি চাহিবেন তাঁহাকে তাহাই দিতে হইবে।

এবার সমস্ত স্কট্‌লণ্ডবাসী এড্‌ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হই-লেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত দুর্গ আবার স্কট্‌গণের করতলস্থ হইল। কেবল ষ্টার্লিং দুর্গ, ও লক্‌মেবেন্‌ ও অন্যান্য সামান্য নগর এখনও ইংরাজ দিগের দখলে রহিল। ১২৯৮।৯৯ সালে স্কটেরা ক্রমাগত ইংরাজাধিকৃত দুর্গ সকল আক্রমণ করিতে লাগিল। ১২৯৯ সালে পোপের সঙ্গে এড্‌ওয়ার্ডের এক সন্ধি হয়। সেই সন্ধির মর্ম্মানুসারে এড্‌ওয়ার্ড স্কটিশ সিংহাসনের অন্যতর প্রতিদ্বন্দ্বী বেলিয়ল্‌কে পোপের হস্তে সমর্পণ করেন।

ওয়ালেস্ স্কট্‌লণ্ডের অভিভাবকের পদ পরিত্যাগ করিলে কিউ-মিন্, লর্ড সোলিস্, ও সেণ্ট আণ্ড্রুর বিসপ্‌ল্যাম্ বার্টন এই তিন জনে স্কট্‌লণ্ডের রিজেণ্টের রাজপ্রতিধিপদে অভিষিক্ত হন। রিজেণ্টেরা একবাক্যে শত্রুনির্যাতন-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ষ্টার্লিং দুর্গ অবরোধ করিলেন। এড্‌ওয়ার্ড এই সংবাদে ভীত হইয়া সামন্তবর্গকে সসৈন্য তাঁহার সহিত স্কট্‌লণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সামন্তবর্গ অবিরাম রণে ক্লান্ত হইয়া এবার এড্‌ওয়ার্ডের নিকট বিবিধ ওজর আপত্তি করিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ড নিবৃত্ত হইবার লোক নহেন। তিনি স্বকীয় সৈন্য লইয়াই ষ্টার্লিং দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি স্কটলণ্ডে পৌছিয়া দেখিলেন যে স্কটেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে—দেখিলেন স্কটিস্ সৈন্যসংখ্যা এবার তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা ন্যূন নহে—দেখিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করাই সুবিবেচনার কার্য্য মনে করিলেন। ষ্টার্লিং দুর্গবাসিগণকে সুতরাং অগত্যা লর্ড সোলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। স্কটিস্ রিজেণ্টগণ সার উইলিয়ম ওলিফ্যাণ্টকে ষ্টার্লিং দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

কিউমিন্ এই সময় নিজের পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিলেন। অতুল সম্পত্তি ও অসীম অধিকারে, তৎকালে স্কটিশ্ সামন্তবর্গের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না। তিনি এই সময়ে তাঁহার সম্পত্তির অনুরূপ দানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দানশীলতায় প্রজাসাধারণ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ রিজেণ্টেরা, তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার করিলে ওয়ালেস্ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছেন, এই সংবাদ শ্রবণাবধি বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিউমিন্ নিজ সদ্ব্যবহারে প্রজা-সাধারণের সবিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। ওয়ালেসের প্ররোচনায় ফরাসিরাজ ফিলিপ্ ফ্রান্স হইতে স্কট্‌লণ্ডে বিবিধ শস্য ও মদ

পাঠাইতে লাগিলেন। কিউমিন্ অর্দ্ধমূল্যে সেই সকল দ্রব্য প্রজা-দিগের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিলেন। প্রজারা তাঁহাকে 'গুড্ স্কটিশম্যান'—সাধু স্কটিশম্যান্' নামে অভিহিত করিল।

এদিকে এড্‌ওয়ার্ড স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সামন্তবর্গের সমস্ত আপত্তি মিটাইয়া ১৩০০ সালের ১লা জুলাই মহতী সেনা সহ আবার স্কট্‌লণ্ড আক্রমণ করিলেন। সপ্তাধিক অশীতি জন সামন্ত এবার আপন আপন সৈন্য লইয়া এড্‌ওয়ার্ডের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত স্কট্‌লণ্ডের পূর্ণ ও শেষ জয় এবারকার অভি-যানের লক্ষ্য। সেই সামন্তবর্গেব মধ্যে ব্রিটেনের নাইট্‌গণ, লোরেন্, স্কটিশরাজ বেলিয়লের ভ্রাতা আলেক্‌জাণ্ডার বেলিয়ল্, প্যাট্রিক, সপুত্র আরল্ ডন্‌বার, সার্ সাইমন্ ফ্রেজার, গ্রেহামের হেন্‌রী, এবং রিচার্ড সিউয়ার্ড প্রধান। এই মহতী সেনা চারিভাগে বিভক্ত হইল। প্রথমভাগ লিঙ্কলনের আরলের, দ্বিতীয়ভাগ ওয়া-রেনের আরল্ জনের, তৃতীয়ভাগ স্বয়ং এড্‌ওয়ার্ডের, ও চতুর্থ ভাগ যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ডের অধিনায়কতায় অভিযানার্থ নির্গত হইল। একজন রণকুশল সৈনিক পুরুষ—সেণ্ট্ জনের জন্—সপ্তদশমাত্রবয়াঃ যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ডের সাহায্যে নিযুক্ত হইলেন।

এই মহতী সেনা লইয়া এড্‌ওয়ার্ড প্রসিদ্ধ গিরিদুর্গ কেয়া-ল'ভেরকেব অবরোধ-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালসুলভ বিবিধ সামরিক যন্ত্র লইয়া এড্‌ওয়ার্ড দুর্গভেদ করিবার চেষ্টা করি-লেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বার বার তাঁহার আক্রমণকারী সৈন্যেরা বলে দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু প্রতিবারই প্রত্যাহত হইতে লাগিল। এই-রূপে বহুদিন কাটিয়া গেল, তথাপি দুর্গ অধিকৃত হইল না। দুর্গ-বাসীরাও ক্রমিক প্রত্যাক্রমণে ক্লান্ত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে যদি তাঁহাদিগকে অক্ষত শরীরে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা এড্‌ওয়ার্ডকে দুর্গ অর্পণ করিয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। এডওয়ার্ডকে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত

হইতে হইল। দুর্গবাসীরা রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া এড্ওয়ার্ডের শিবিরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। এড্ওয়ার্ড দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে ষাইট্ জনমাত্র বীর পুরুষ এতদিন তাঁহার অগণ্য সৈন্যের সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া দুর্গ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন, যে এড্-ওয়ার্ড তাঁহার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া উক্ত বীরদলের অনেকগুলিকে ফাঁসি দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এডওয়ার্ড দুর্গ অধিকার করিয়া হিয়ারফোর্ডের আরল্কে দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া, সসৈন্য উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

এদিকে স্কটিশ্ কমিশনেরা ফরাসিরাজ ফিলিপের নিকট সাহায্য না পাইয়া রোমনগরীতে গমন করিলেন। তাঁহাদের দুঃখকাহিনী শুনিয়া পোপ এড্ওয়ার্ডকে স্কট্লণ্ডের স্বাধীনতাহরণের চেষ্টা হইতে অতঃপর বিরত হইতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিলেন। এড্-ওয়ার্ড এরূপ অনুশাসনলিপি পাইয়া প্রথমে ক্রোধে অধীর হইলেন, কিন্তু অবিলম্বেই শান্ত হইয়া পোপ্কে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে তিনি তাঁহার পত্র পার্লেমেণ্টের সম্মুখে অর্পণ করিবেন। পত্র পাঠাইয়া অবিলম্বেই তিনি লিঙ্কলনে একটী পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিলেন। এই সভায় একশত চারিজন ব্যারন্ উপস্থিত হন। সকলে স্বাক্ষর করিয়া এই মর্ম্মে পোপের নিকট পত্র লেখা হইল যে স্কট্লণ্ড বহুদিন হইতে ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে, সুতরাং ইংলণ্ড এতদিনের প্রভুতা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। পত্র প্রেরণ করিয়া এডওয়ার্ড মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সমস্ত স্কট্লণ্ড আলোড়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে স্কটিশ্ সৈন্যদলের সঙ্গে তাঁহার সৈন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশৃঙ্খল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অসংখ্য দুর্গ ক্রমে ক্রমে তাঁহার করতলস্থ হইতে লাগিল।

এদিকে আরল্ ওয়ারেনের সৈন্যদলও ইর্ভিঙ্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। তথায় রিজেণ্টগণের সঙ্গে ওয়ারেনের ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। স্কটিশ্ সৈন্য সংখ্যায় অতি অল্প ছিল, সুতরাং বারবার

ইংরাজ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। অন্য দিকে যুবরাজের সৈন্যদল ক্লাইডেস্‌ডেল্‌, বথ্‌ওয়েল দুর্গ ও লেস্‌মাহাগো আবে ভস্মীভূত করিল। পূর্ব্বোক্ত দুর্গদ্বয়ে ও শেষোক্ত আবেতে অনেক স্কট্‌ আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা এই অগ্নিকাণ্ডে সকলেই ভস্মীভূত হইয়া গেলেন।

এডওয়াড সমস্ত দক্ষিণ স্কট্‌লণ্ডকে চিরস্থায়িরূপে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের অধীন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি জীর্ণ দুর্গ গুলির জীর্ণসংস্কার আরম্ভ করিলেন, এবং সমস্ত দুর্গগুলিকে প্রাকার পরিখাদি দ্বারা সুসংরক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ড হইতে অসংখ্য মজুর আনিতে হইয়াছিল, স্বদেশানুরাগোদ্দীপ্ত স্কটিশ্‌ ভূমিতে তিনি একজনও মজুর পান নাই। ধন্য স্কট্‌লণ্ড! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ! এডওয়ার্ড শুদ্ধ যে মজুর পান নাই এরূপ নহে—তাঁহার অগণ্য সৈন্যের আহার-সামগ্রী পর্য্যন্ত তাহাকে ইংলণ্ড হইতে আনাইতে হইয়াছিল—কারণ স্কটেরা ইংরাজ সৈন্য যাহাতে খাদ্যসামগ্রী পাইতে না পারে তজ্জন্য বাজার বন্ধ করিয়াছিল, এবং যাহাতে শিল্পজাত কোন সামগ্রী পাইতে না পারে তজ্জন্য সমস্ত কল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ধন্য স্বদেশানুরাগ! ধন্য স্বজাতিপ্রেম!

আধুনিক সময়ে ইংরাজেরা আফগানস্থান জয় করিয়া যেরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, এডওয়ার্ড দক্ষিণ স্কট্‌লণ্ড জয় করিয়াও সেইরূপ সঙ্কটে পড়িলেন। অধিকৃত প্রদেশ সকল শাসনে রাখিতে যেরূপ ব্যয় পড়িতে লাগিল, তদনুরূপ কোন ফল ফলিল না। এদিকে ফিলিপও তাঁহাকে অন্ততঃ সাময়িক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। এডওয়ার্ডের দূত পারিস নগরে গিয়া এই সাময়িক সন্ধির নিয়মগুলি স্থির করিলেন। তিনি ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এ অক্টোবর ডম্‌ফ্রাইজ নগরে এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির মধ্যে স্কটলণ্ডও অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সন্ধির নিয়মানুসারে হ্যালোমাছ হইতে

হুইট্‌সন্‌ডে পর্য্যন্ত ইংলণ্ড,স্কট্‌লণ্ড ও ফ্রান্‌সে শান্তি বিরাজিত থাকিবে। কেহ কাহারও উপর কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

সাময়িক সন্ধির কাল অতীত হইবামাত্র এডওয়ার্ড স্কট্‌লণ্ডের আক্রমণ পুনরারম্ভ করিলেন। ইংরাজ সেনা লিঙ্‌লিথ্‌গাউ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে ফরাশিরাজ ফিলিপের দরবারে স্থায়ী সন্ধির নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইতেছিল। আরল্‌ বিউকান্‌, স্কটলণ্ডের ষ্টিউয়ার্ট জেম্‌স ও রিজেণ্ট সোলিস্‌ এবং ইন্‌জেল্‌ বাম্‌ ডি অমফ্রেভিল—এই কয়জন স্কটলণ্ডের প্রতিনিধিস্বরূপ পারিসে উপস্থিত ছিলেন। এড্‌ওয়ার্ড ও ফিলিপ দুই জনেই শান্তির জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিলেন। এড্‌ওয়ার্ডের মনে মনে লক্ষ্য ছিল যে ফিলিপের সঙ্গে বিরোধ মিটিলেই তিনি স্কট্‌লণ্ডে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সংস্থাপন করিবেন। এদিকে ফিলিপ্‌ও সমরের ব্যয়ভারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ফিলিপ্‌ স্কট্‌লণ্ডকে ছাড়িয়া সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এড্‌ওয়ার্ডও তাহাতে কিছুতে সম্মত হইলেন না। অনেক বাদানুবাদের পর একটা রফা হইল। এডওয়ার্ড আশ্রিত ফ্লেমিংসদিগকে পরিত্যাগ করিলেন; এবং ফিলিপও আশ্রিত স্কটগণকে এড্‌ওয়ার্ডের কৃপার উপর অর্পণ করিলেন। ইংলণ্ডের বাণিজ্যের ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইলেও, এড্‌-ওয়ার্ড দুর্দ্দমনীয় রাজ্য-পিপাসায় অন্ধ হইয়া ইহাতে সম্মত হইলেন। এই সন্ধির নাম আমিন্‌সের সন্ধি *।

ইত্যবসরে সার সাইমন্‌ ফ্রেজার এডওয়ার্ডের পতাকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাতীয় পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি অতি প্রতিভাশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আগমনে জাতীয় দলের সবিশেষ বলোপচয় হইল। এদিকে গ্লাস্‌গোর বিসপ এড্‌-

---

* Treaty of Amiens. This peace was subsequently confirmed at Paris.

ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু ফ্রেজারের অগমনে এই ক্ষতি পূরণ হইয়াও লাভের অংশ অধিক হইল।

১৩০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এ নবেম্বর ডমফ্রায়ারের সন্ধির দিন অতীত হয়। সেই দিনই জন্ ডি সিগ্রেভের অধিনায়কতায় বিশ সহস্র ইংরাজ সৈন্য স্কটলণ্ডাভিমুখে প্রেরিত হয়। এই মহতী সেনা রস্লিন্ নগরের অদূরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। তথায় গিয়া ইংরাজ সেনা তিনভাগে বিভক্ত হইয়া তিন পথে উত্তরাভিমুখিনী হইল। এই সংবাদ পাইবামাত্র গবর্ণর জন কিউমিন্, ও সাইমন্ ফ্রেজার দুইজনে অষ্ট সহস্র সৈন্য লইয়া ১৩০৩ খৃষ্টাব্দের ২৪এ ফেব্রুয়ারি প্রত্যূষে সহসা প্রথম সেনাবিভাগের উপর আসিয়া আক্রমণ করিলেন। ইংরাজেরা এরূপ হঠাক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং সমস্ত ইংরাজ সেনা ভয়চকিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। একে একে স্কটেরা তিন সেনাবিভাগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তিন সেনাবিভাগকেই সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। তাঁহাদিগের অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী সমস্ত ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইল। সার জন্ ডি সিগ্রেভ্ পুত্র ও ভ্রাতার সহিত স্ব স্ব শয্যায় শায়িত ছিলেন। পরাজয়ের পর সৈন্যগণের কোলাহলে তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া দেখিলেন তাঁহারা বিজয়ী স্কট্গণের হস্তে বন্দী। সার্ টমাস্ নেভিল্, এড্ওয়ার্ডের কোষাধ্যক্ষ সার রালফ ডি কফারার এবং ১৬ জন নাইটও বন্দী হইলেন।

অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় কতিপয় মাত্র স্কটের হস্তে সিগ্রেভের ন্যায় সেনাপতির অধিনায়কত্বে মহতী ইংরাজ সেনার পরাজয়ে এড্ওয়ার্ড ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ইউরোপে তাঁহার সৈন্যের প্রতিপত্তি কমিয়া যাওয়ায় তিনি সবিশেষ ভীত হইলেন। বিলুপ্তপ্রায় সামরিক যশের পুনরুদ্ধার কামনায় এড্ওয়ার্ড শেষ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্কটলণ্ডের জন্য যে লৌহ-শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন এড্ওয়ার্ড এবার যে কোন প্রকারে স্কট্লণ্ডের

পায়ে তাহা পরাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। এই জন্য তিনি স্বদেশে বিদেশে যে যেখানে ছিল সমস্ত সৈন্য ও সামন্ত-বর্গকে নিজ পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। অসংখ্য রণতরি খাদ্য দ্রব্যে ও বস্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া জলপথে স্কটলণ্ডাভিমুখে ধাবিত হইল। তিনি স্বয়ং সেই মহতী সেনা লইয়া স্থলপথে উত্তরাভিমুখী হইলেন।

এদিকে ফিলিপের বিশ্বাসঘাতকতা এই সময়ে চরম সীমা লাভ করিল। তিনি স্কটিশ কমিশনরগণকে এই মুমূর্ষু সময়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এড্‌ওয়ার্ডকে স্কটলণ্ডের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এই স্তোভ-বাক্যে কৌশলে তাহাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। তাদৃশ বীরবৃন্দের তৎকালে স্বদেশে অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তথাপি ফিলিপ কিছুতেই তাঁহাদিগকে আসিতে দিলেন না। এই-রূপে তিনি প্রকারান্তরে এড্‌ওয়ার্ডের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

এডওয়ার্ডের আগমনবার্ত্তা স্কটলণ্ডের সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইতে না হইতেই অর্দ্ধ-হৃদয় সম্ভ্রান্ত স্কটগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া এড্‌ওয়া-র্ডের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কাপুরুষ জাতীয়-বিশ্বাসঘাতক সার্ জন্ মণ্টীথ্ সেই সকল সামন্তবর্গের অগ্রণী। তিনি এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার-স্বরূপ সমস্ত লেনক্স্ প্রদেশের অধিপতিত্ব প্রাপ্ত হইলেন; এবং তাঁহার পূর্ব্ব পদেও (ডম্বার্টনের গবর্ণরত্ব) থাকিতে অনুমতি পাইলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ওয়ালেসের সঙ্কটাবস্থা।

যখন এডওয়ার্ড অগণ্য সৈন্য লইয়া তৃতীয় বার স্কট্‌লণ্ড আক্র-মণ করিলেন, তখন ভীত ও চকিত স্কট্‌লণ্ড ওয়ালেসকে এই ভীষণ

বিপদ সাগরের একমাত্র কাণ্ডারী বলিয়া স্মরণ করিলেন। সমস্ত স্কট্‌লণ্ডবাসী একবাক্যে তাঁহাকে স্কট্‌লণ্ডের শূন্য সিংহাসনে বসাইবেন স্থির করিলেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা ওয়ালেস্‌কে সম্মত করিবার জন্য ফরাসিরাজ ফিলিপের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ফিলিপ্ ওয়ালেসের সহিত বিশ্লিষ্ট হইতে অনিচ্ছুক থাকায় এ সংবাদ ওয়ালেস্‌কে জানিতেও দিলেন না।

এদিকে ফরাসিভূমিতে ওয়ালেসের অবস্থিতি নিতান্ত অসুখকর বোধ হইতে লাগিল। ফরাসিরাজ গাইন্ প্রদেশ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রদেশকে শাসনে আনিতে তাঁহাব অনেক শারীরিক ও মানসিক শ্রম ব্যয়িত করিতে হইয়াছিল। ইংরাজেরা এখনও বোর্দ্দো নগর অধিকার করিয়া ছিলেন। আরল্‌ গ্রষ্টর সেই দুর্গের অধিনায়কত্ব-পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ওয়ালেস্ ক্রমাগত দুই মাস সেই দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন—কিন্তু দুর্গবাসী সমুদ্রপথে খাদ্য-সামগ্রী ও যুদ্ধের উপকরণ-সামগ্রী পাইতে থাকায় তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। অবশেষে ডিউক্ অব অর্‌লিন্‌সের উপদেশানুসারে ওয়ালেস্ দুর্গাবরোধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পারীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফিলিপ মহা সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেস স্কাইনন্ প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। একজন নাইট্ সেই প্রদেশের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। তিনি পিতৃ-পিতামহিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া ওয়ালেসের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনেব জন্য কৃত-সঙ্কল্প হন। অনেক দিন হইতে তিনি এই সঙ্কল্প সাধনের চেষ্টায় ছিলেন, অনেক দিন পরে আজ তাঁহার সেই সুবিধা ঘটিল। একদিন ওয়ালেস্ কতিপয় মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কেবল তরবারি ও ছুরিকামাত্র ছিল। নাইট্ বহুতর লোকজন সহ জঙ্গলে লুক্কায়িত থাকিয়া ওয়ালেসের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ওয়ালেস্ আসিবামাত্র নাইট্, সশস্ত্র পুরুষগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ওয়ালেস্ ভীত হইবার নহেন,

সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ অসি নিষ্কোশিত করিয়া একাঘাতে নাইটের দেহকে দ্বিধা-বিভক্ত করিলেন। নাইটের মৃত্যুতেও যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল না। কারণ তদীয় ভ্রাতা সৈন্যসহ ওয়ালেসের সঙ্গে ঘোরতর রণে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু সিংহের নিকট মেষশাবকের বিক্রম কতক্ষণ রহে? অচির-কালের মধ্যে ওয়ালেস্ ও তাঁহার বীর সহচরবৃন্দের খড়্গাঘাতে নাইটের ভ্রাতা ও তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাদল সমন-সদনে প্রেরিত হই-লেন। কেবল সপ্তজনমাত্র সৈন্য প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ওয়ালেসের সহচরবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আহত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু একজনও হত হন নাই। ফরাশিরাজ ওয়ালেসের প্রতি এই আক্রমণের সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং ওয়েলেস্‌কে নিজ পরিবার মধ্যে থাকিতে নিতান্ত অনুরোধ করি-লেন। বলিলেন যে তাহা হইলে কেহ তাঁহার কেশস্পর্শও করিতে পারিবে না। রাজা ওয়ালেস্‌কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং ওয়ালেস্‌কে এইরূপ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেন। তথাপি ওয়ালেস্‌কে প্রায় মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিপদে পড়িতে হইত।

মৃত নাইট্ ও নাইট্-ভ্রাতার দুই জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রতিহিংসা লইবার জন্য কৌশলে মিথ্যা করিয়া রাজাকে জানাইল যে ওয়ালেস্ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজ পরাক্রম প্রদর্শন করিবার জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক। ফরাশিরাজ তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে অনুমোদন করেন। উক্ত জ্ঞাতি ভ্রাতৃদ্বয়ের অভি-প্রায় যে ওয়ালেসের ধ্বংস সাধন, তাহা তাঁহার মনে একবারও উদিত হয় নাই। এই জন্য তিনি এই বীরক্রীড়ার জন্য সমস্ত আয়োজন করিতে আদেশ দেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজা সভাসদ্বর্গ সমভিব্যাহারে রঙ্গ-স্থলে উপস্থিত হইলেন। বীরচূড়ামণি ওয়ালেস অকুতোভয়ে রঙ্গস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাণের জন্য তিনি কখন ভাবেন নাই। তবে তাঁহার মনে এই ক্ষোভ উপস্থিত

হইয়াছিল যে ফরাশিরাজ তাঁহার মৃত্যু ব্যাপারে কিরূপে অনুমোদন করিলেন। তিনি জানিতেন না যে ফরাশিরাজ প্রতারিত হইয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে কঞ্চুক-রক্ষিত হইয়া কাঠরার ভিতর প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অভিমানভবে বলিলেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। এই বলিয়া সেই নৃসিংহমূর্ত্তি অসি হস্তে কাঠগড়ার ভিতর প্রবেশ করিলেন। অমনি কাঠগড়ার দ্বার বন্ধ হইল। অমনি সেই সিংহ প্রচণ্ডবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু বিক্রম-কেশরী ওয়ালেস্ কিছুতেই ভীত হইবাব নহেন। তিনি সিংহেব কেশর ধবিয়া এরূপ প্রচণ্ডবেগে তদীয় দেহোপরি তাঁহার খড়্গ প্রয়োগ করিলেন যে মুহূর্ত্তমধ্যে সিংহদেহ দ্বিধা বিখণ্ডিত হইল।

এতক্ষণে ওয়ালেসের অভিমানবহ্নি জ্বালাময়ী হইয়া উঠিল। তিনি রাজাব দিকে নিজ আরক্ত নয়নদ্বয় ফিরাইয়া বলিলেন— 'মহাবাজ! আশ্রিত স্কট্‌কে এইরূপে মারাই কি আপনার অভিপ্রায়? আপনাব অন্তবেব কি এইই গূঢ় অভিপ্রায়? যদি তাহাই হয় আমি তাহাতে ভীত নহি। আপনাব পশুশালায় যত পশুবাজ আছে এক একটী কবিয়া সকল গুলিকে আনিতে আদেশ করুন, আমি এই করাল অসি প্রহাবে তাহাদিগেব প্রত্যেককে দ্বিধা বিখণ্ডিত করিব। বিখণ্ডিত কবিয়া আজ আমি আপনার নিকট বিদায় লইব। এতদিন আপনি যে আমায় আশ্রয় দিয়াছিলেন তজ্জন্য চিবদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিব। কিন্তু আর আমাব এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। পশুগণের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য ওয়ালেসের জন্ম নহে। স্কট্লণ্ড অদ্যাপি শত্রুগণের অধীন বহিয়াছে। সেখানে ওয়ালেসের অসি শত্রুমারণকার্য্যে নিয়োজিত হইবে। আজ আমি আপনাব নিকট ও ফ্রান্সের নিকট জন্মের মত বিদায় লইব' এই বলিয়া ওয়ালেস্ নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার আরক্ত নয়নদ্বয় হইতে অগ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল। সকলে নির্ব্বাক্ ও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ফরাশিরাজ ইহার গূঢ় রহস্য উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়া ওয়ালেস্‌কে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া সেই দুষ্ট পাপিষ্ঠের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি সবিশেষ পীড়াপীড়ি করায় তাহারা আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিল। ফরাশিরাজ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন, এবং ওয়ালেসের গাত্র স্পর্শ আর কেহ করিতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হইলেন। কিন্তু ওয়ালেসের মন আর ফরাশিক্ষেত্রে সুস্থির হইল না। স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই জন্মভূমি আজ তাঁহার মনে পড়িল। এতদিন তিনি যেন নিদ্রাভিভূত ছিলেন। এতদিন অভিমান তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এতদিনে আবার তাঁহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন ফ্রান্সের জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি ফ্রান্‌স্ তাঁহাকে আপনার বলিয়া লইল না। এই জন্য তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আবার জন্মভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। জন্মভূমি শত্রুচরণদলিত হইতেছে—এই কথা স্মরণ হইয়া আবার তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এবার জননীর উদ্ধার সাধন বা শরীর পাতন করিবেন স্থির করিলেন। এইবার তাঁহার শেষ শবসাধনা—শেষ আত্মবলি।

ফরাশিরাজ ফিলিপ্ যখন দেখিলেন যে ওয়ালেস্ স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন তিনি ওয়ালেস্‌কে স্বদেশে পাঠাইয়া দিবার জন্য যে সকল অনুরোধ-পত্র পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে সে সমস্ত পত্র দেখাইলেন। ওয়ালেস্ আর থাকিতে পারিলেন না। স্বদেশ আবার তাঁহার সেবা গ্রহণে ব্যাকুল হইয়াছেন শুনিয়া, আবার তাঁহার চিত্তশলাকা উত্তরাভিমুখিনী হইল। তিনি রাজার নিকট বিদায় লইয়া একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু লঙ্‌ভিল্ সমভিব্যাহারে স্কটলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা স্লুইস্ বন্দরে জাহাজে চড়িলেন; এবং আরল্ ম্যাইথ্ বন্দরে গিয়া অবতরণ করিলেন। ওয়ালেস্ ফল্‌কার্ক সমরের পর ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে স্কটলণ্ড পরিত্যাগ

করেন; ফ্রান্সে কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া ১৩০১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। ফরাশিরাজ ফিলিপ্ তাঁহার বিরহে নিরতিশয় কাতর হয়েন। তিনি ওয়ালেস্‌কে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, এই জন্য স্কট্‌লণ্ড হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধপত্র পাইয়াও তাঁহাকে পাঠাইতে চান নাই, এবং জানিতে পারিলে ওয়ালেস্ পাছে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন—এই জন্য সেই সমস্ত অনুরোধ-পত্র তাঁহার নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখেন। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য ওয়ালেসের আত্মবলি প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই আজ ওয়ালেস্ প্রিয়বন্ধু ফিলিপের আগ্রহাতিশয় উল্লঙ্ঘন করিয়াও স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?' নিয়তির গতি কে রোধ করে?

আবন্‌মাউথে নামিয়া ওয়ালেস্ এল্‌কো নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা ক্রফোর্ডের গোলাবাড়ীতে গিয়া তিনি লুক্কায়িত ভাবে রহিলেন। গোলাবাড়ী এরূপ আঁটা ছিল যে কেহই তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারে নাই। কেবল একটীমাত্র ছিদ্র ছিল—সেই ছিদ্র দিয়া নদীতে যাওয়া যাইত, এবং সেই ছিদ্র দিয়া তাঁহাদিগের জন্য খাদ্য-সামগ্রী প্রেরিত হইত। ওয়ালেস্ ও লণ্ডিল্ এইরূপে সেই গুপ্তাবাসে ৪। ৫ দিন যাপন করিলেন। সেণ্ট্ জনষ্টন্ হইতে ক্রফোর্ড অতিরিক্ত খাদ্য-সামগ্রী আনিতেন। ইংরাজেরা দেখিল যে তিনি নিজের আবশ্যকের অতিরিক্ত দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া যাইতেছেন। দেখিয়া তাহারা সন্দিহান হইল, এবং তাঁহাকে কারাগারে প্রক্ষিপ্ত করিল। অবশেষে ওয়ালেস্ আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার গুপ্তিস্থান নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ক্রফোর্ডকে ছাড়িয়া দিলেন। যে পথে ক্রফোর্ড গেলেন, ইংরাজ সেনাপতি বট্‌লার আট শত সৈন্য লইয়া সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অনুসরণকারী ইংরাজ সৈন্যের আগমনে ওয়ালেস্ ক্রফোর্ডের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন—বলিলেন

তুমি ইংরাজদিগের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া জ্ঞাতি-শক্রতা সাধিলে! কিন্তু ক্রফোর্ড আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে অন্যস্থানে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ওয়ালেস্ পলাইতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনিও ক্রফোর্ড শুদ্ধ বিশ জন মাত্র সহচর লইয়া সেই প্রকাণ্ড ইংরাজ সেনার সম্মুখীন হইতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। ওয়ালেস্ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আজ বট্‌লারের সঙ্গে বীর্য্যপরীক্ষা করিবেন সঙ্কল্প করিলেন—কিন্তু কাপুরুষ বট্‌লার তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহসী না হইয়া সসৈন্য অসহায় ওয়ালেস্‌কে অভিমন্যুবধ করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প বিফল হইল। কতিপয় মাত্র স্কট্ অতিমানুষ বীরত্বের সহিত সেই দারু-দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্গ ভেদ করিতে চেষ্টা করায় পঞ্চদশ ইংরাজ-সৈনিক পুরুষ নিহত হইলেন। তখন বট্‌লার আপন সৈন্যদলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তিন দিক্ হইতে দুর্গ আক্রমণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়া সহসা রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। রণচতুর ওয়ালেস্ তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিজের ক্ষুদ্র সেনাদলকেও তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। লঙ্‌ভিলের অধীনে ছয় জন, উইলিয়মের অধীনেও সেই পরিমাণে সৈন্য রাখিয়া, স্বয়ং পাঁচ জন মাত্র সৈন্য লইয়া দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি দুর্গের যে দিক্ রক্ষা করিতেছিলেন, বট্‌লার স্বয়ং সসৈন্য সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়ৎকাল ঘোরতর রণে উভয় সৈন্যই অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইতে লাগিল—কিন্তু মত্ত মাতঙ্গের সহিত তরক্ষুদল কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারে? ইংরাজ সেনা শক্রর অদ্ভুত বীরত্বে ভয়চকিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে তারানাথ তারাগণ সহ গগনাসনে আসিয়া সমাসীন হইলেন। একদিকে বট্‌লার সসৈন্য নিজ শিবিরমধ্যে পান ভোজনাদিতে রত হইলেন। অন্য দিকে স্কটেরা গিরিনির্ঝরিণীর নির্ম্মল বারিমাত্র পান করিয়া আপনাদিগের দারু-দুর্গে রজনী যাপন করিলেন।

প্রধান ইংরাজসেনাপতি আরল্‌ইয়র্ক বট্‌লারকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি তাঁহার সাহায্যে শীঘ্রই গমন করিতেছেন—এবং তাঁহার যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি যেন নিজ দুর্গ হইতে বহির্গত না হন। কিন্তু বট্‌লার ওয়ালেসের অবরোধক হইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, যে সে উপদেশ মানিয়া চলিতে পারিলেন না। তিনি ওয়ালেসের সহিত নির্জ্জনে দেখা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার হস্ত ভিন্ন আর কাহারও হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে নিষেধ করিলেন,—বলিলেন, "আপনি আমার পিতা ও পিতামহকে বধ করিয়াছেন, এক্ষণে আমার এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিয়া সেই পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করুন্। আপনাকে আমি এখনই আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেছি এরূপ নহে—আপনি যখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক মনে করিবেন, তখন যেন আমা ভিন্ন আর কাহারও হস্তে আত্মসমর্পণ না করেন—আমার এই মাত্র অনুরোধ"। ওয়ালেস্ বট্‌লারের এই নিষ্ঠুর অভিপ্রায় শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন যে—সমস্ত ইংলণ্ড সমবেত হইয়া আসিলেও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না।

ওয়ালেস্‌কে 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এই সঙ্কল্পে দীক্ষিত দেখিয়া বট্‌লার সমস্ত রজনী স্কট্‌দুর্গ ঘিরিয়া রহিলেন। রজনী প্রভাত হইল—কিন্তু অন্ধকার দূর হইল না—নৈশ তিমিরের পরিবর্ত্তে কুজ্‌ঝটিকা-জনিত তিমিরে জগতীতল আচ্ছন্ন হইল। সেই সুযোগে স্কটিশ বীরবৃন্দ দারুদুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া ইংরাজ শিবিরের উপর আসিয়া পড়িলেন। ইংরাজেরা কিছুই দেখিতে পাইল না—অথচ অসংখ্য ইংরাজ নিহত হইল। সেনাপতি বট্‌লার ওয়ালেসের সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে শমনসদনে প্রেরিত হইলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে সমস্ত ইংরাজসেনা ভয়চকিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। স্কটেরা এই সুযোগে মেথ্‌ভেন্ অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এখানে অপর্য্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী সংযোজিত হওয়ায় তাঁহাদিগের আর কোন কষ্ট রহিল না। এইখানে

ওয়ালেসের বন্ধুবর্গের কেহ কেহ আসিয়া সদলে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। সেখানে এক রজনী অতিবাহিত করিয়া পেট্রিয়ট-দল বার্ণেম্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় আসিয়া তাঁহারা প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত স্কোয়ার্ রুথ্‌ভেনের সহিত মিলিত হইলেন। এই মিলিত সেনা তথা হইতে আথোল্, এবং আথোল্ হইতে লোরণে গমন করিল। পথিমধ্যে তাঁহাদিগের কষ্টের আর সীমা রহিল না। পথের দুইধারের অধিবাসিবৃন্দ দুর্ভিক্ষ-রাহুগ্রস্ত হইয়া কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছিল। নিরন্তর রণে কৃষি ব্যবসায়াদি সমস্ত বন্ধ। কোনখানে খাদ্যসামগ্রীর সংগ্রহ নাই। ক্ষেত্রসকল শস্যশূন্য; দোকানপসার, হাটবাজার সমস্ত বন্ধ। দেশের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ওয়ালেসের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিশেষতঃ তাঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না। অনশনে তাঁহাদিগকে মৃতপ্রায় দেখিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন ;—'ভ্রাতৃবৃন্দ! আমিই তোমাদিগের এই দুঃখের কারণ। অনুমতি কর আমি একবার আসি—যদি তোমাদিগের কষ্ট নিবারণ করিতে পারি ভালই, নতুবা তোমাদিগকে আর একপে আবদ্ধ রাখিব না'—বলিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়া তিনি অন্তর্ধান করিলেন।

ওয়ালেস্ পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশ উলঙ্ঘন করিয়া একটী ক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের যাতনার সীমা ছিল না। তিনি ক্লান্ত হইয়া এক তরুমূলে বসিয়া করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন—মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'পামর! তোমারই দোষে তোমার আনুযাত্রিকবর্গের আজ এত কষ্ট! স্কট্‌লণ্ডকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় তুমি এরূপ উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরবৃন্দকে আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছ! কিন্তু বৃথা আশা! বিধাতা তোমার অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য লেখেন নাই। বোধ হয় তোমা অপেক্ষা কোন যোগ্যতর ও অধিকতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ললাটে এ সৌভাগ্য লিখিত হইয়াছে।

ভ্রাতৃবৃন্দ! আমারই জন্য তোমরা অনাহারে অনিদ্রায় স্থণ্ডিলশয্যায় অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছ। ঈশ্বরের নিকট আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি তোমাদিগের এ দুঃখ মোচন করুন্। আমিই তোমাদিগের এ দুঃখের মূল, সুতবাং আমি ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি একাকী তোমাদের সকলের সমবেত দুঃখরাশি ভোগ করিব।' এইরূপ আত্মগ্লানিপূর্ণ চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলে শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। সেই বীবদেহ অবসন্ন হইয়া তরুমূলে পতিত হইল!

পূর্ব্ব হইতে তিন দিন ধরিয়া তিন জন ইংরাজ ও দুইজন স্কট্—ওয়ালেসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুবিতেছিল। ওয়ালেস্ সজাগ থাকিতে কেহ তাঁহাকে ধরিতে সাহস করে নাই। নীচমনা এড্ওয়ার্ড প্রকাশ্য সমরে ওয়ালেস্কে পরাজয় কবিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য অবশেষে এই নারকীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—পুবস্কারের আশা দিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই পাঁচ জন এডওয়ার্ড নিয়োজিত সেই গুপ্তচরগণ। এই পাচজনের সঙ্গে একটী বালক ছিল, সে তাহাদিগেব জন্য খাদ্যসামগ্রী যোজনা করিয়া দিত। সেই পাঁচজন অদূরে একটী ঝোপের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। যেই তাহারা দেখিল ওযালেস্ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন, অমনি তাহারা বনমধ্য হইতে আসিয়া ওয়ালেসকে ধরিল। সুপ্ত সিংহকে জাগরিত কবিলে সে যেমন গর্জ্জিয়া উঠে, সেইরূপ ওয়ালেস্ জাগরিত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং এক লম্ফে সর্ব্বাপেক্ষা যে অধিকতর বলবান্ তাহার নিকট গিয়া পড়িলেন, এবং তাহাকে ধরিয়া তাহার মস্তক এরূপ বেগে তরু স্কন্ধে প্রক্ষিপ্ত করিলেন যে তাহার মস্তিষ্ক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর তিনি নিজ তরবারী লইয়া অবশিষ্ট চারিজনকে আক্রমণ করিলেন। এবং দুইজনকে নিমেষ মধ্যে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট দুইজন প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ওয়ালেস্ দ্রুতপদে গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া

খড়্গাঘাতে দুইজনকেই নিহত করিলেন। একমাত্র সেই বালক জীবিত রহিল। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ওয়ালেসের চরণ-তলে গিয়া পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। সে বলিল যে সে তাহা-দিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের আহার-সামগ্রী সংগ্রহ ভিন্ন আর কোনও কার্য্যে লিপ্ত থাকিত না। ওয়ালেস্ তাহার নিকট যে সকল খাদ্যসামগ্রী ছিল তৎসহ সেই বালককে আপনার সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং আনুযাত্রিকবর্গের নিকট আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহারা ভীত ও বিস্মিত হইয়া এরূপ একাকী পরিভ্রমণের জন্য ওয়ালেস্‌কে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

সেই বালকের নিকট তাঁহারা সেই প্রদেশের অবস্থা অবগত হইয়া জানিলেন যে র‍্যান্‌ক নগরে না পৌঁছিলে কোন প্রকার খাদ্য-সামগ্রী পাইবার আশা নাই। সুতরাং তাঁহারা সেই রাত্রিতেই সেই নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতেই তথায় পৌঁছি-লেন। সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই সেই রজনীতেই ওয়ালেস্ নগরদুর্গ আক্রমণ করিলেন। ওয়ালেসের প্রচণ্ড পদাঘাতে দুর্গদ্বার নিরর্গল হইল, এবং সেই শব্দে দুর্গের অধিবাসীরা সকলে জাগিয়া উঠিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ ও দুর্গের অন্যান্য অধিবাসিগণ সকলেই স্কট্—প্রাণভয়ে মাত্র ইংরাজদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে সুতরাং সকলেই মহোল্লাসে ওয়ালেসের পতাকামূলে দাঁড়াইলেন।

দেশের লোকের মনের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য ওয়ালেস্ পরদিনই জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন স্থির করিলেন। অশ্বারোহিগণের জন্য পর্য্যাপ্ত সামরিক অশ্ব সংগ্রহ করা হইল। এই ক্ষুদ্র পেট্রিয়ট্ সেনা সুসজ্জিত হইয়া ডন কেল্‌ড-দুর্গঅভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহা-দিগের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই তথাকার বিসপ—সেণ্ট জন্‌ষ্টনে প্রস্থান করিলেন। ডন্‌কেল্‌ড দুর্গে যত ইংরাজ সৈন্য ছিল সমস্তই স্কট্‌বীরবৃন্দের শাণিত খড়্গাঘাতে নিহত হইল। দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া

স্কটেরা অনেক বহুমূল্য দ্রব্যজাত পাইলেন। পাঁচদিন তথায় বিশ্রাম করিয়া স্কটেরা ওয়ালেসের পরামর্শানুসারে রস্ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়ালেস এই আশায় সেই মুখে যাত্রা করিলেন, যে সেখানে বিসপ্ সিংক্লেয়ার প্রভৃতি অসংখ্য স্কট্ তাঁহাদিগের সহিত আসিয়া মিলিত হইতে পারিবেন। তাঁহারা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিলেন অমনি ইংরেজেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কেহই তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। অগ্রগামিনী ওয়ালেস্-বাহিনীর সহিত ক্রমে অসংখ্য স্কট্ আসিয়া মিলিত হইল। ক্রমে ওয়ালেসের সৈন্যসংখ্যা সপ্ত সহস্রে পরিণত হইল। সেই সৈন্য লইয়া ওয়ালেস্ এবার্ডিন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজেরা সেই সংবাদ পাইয়া এবার্ডিন্‌কে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া চলিয়া গেল। রুথ্‌বেন, সিংক্লেয়ার, লিণ্ডসে, বইড, আডাম্, ওয়ালেস্, ব্যারন্ রিকার্টন, সীটন্, লডর্, লুণ্ডিনের রিচার্ড প্রভৃতি ওয়ালেসের সহচরবৃন্দ ক্রমে ক্রমে সকলেই আপন আপন আনুযাত্রিকবর্গসহ ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এবার্ডিন হইতে সেই স্কট্ সেনা সেণ্ট জন্‌ষ্টনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরেজেরা যে দিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। ডংকেল্ডের বিসপ্, সেণ্ট জনষ্টন হইতে লণ্ডনে পলায়ন করিলেন। তিনি এড্‌ওয়ার্ডের নিকট ইংরাজদিগের এই দুরবস্থাকাহিনী জানাইলেন। এড্‌ওয়ার্ড পরামর্শ করিবার জন্য সার আমের্ ডি ভ্যালেন্‌সকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

এডওয়ার্ড এবার হতাশ্বাস হইলেন। তিনি দেখিলেন বলে ওয়ালেস্‌কে পরাস্ত করা অসাধ্য। তিনি একবার পরাস্ত করিবেন, আবার ওয়ালেস্ পূর্ণ শক্তিতে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবেন। বলে পরাস্ত হইয়া এড্‌ওয়ার্ড এক্ষণে উৎকোচ দানে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। ইংলণ্ডের ইহা মৌলিক ব্যবসায়। বিশ্বাসঘাতকতা উত্তেজিত করিয়া তাহার সুবিধা লওয়া ইংলণ্ডের একটী চিরাগত প্রথা। ওয়ালেসের আনুযাত্রিকবর্গকে

উৎকোচক্রীত করিয়া তাহাদিগদ্বারা নিদ্রিত অবস্থায় ওয়ালেস্‌কে অবরুদ্ধ করার নারকী চিন্তা এড্‌ওয়ার্ডের মনে উদিত হইল। তিনি বিশ্বাসঘাতক সার্ আমের্ ডি ভ্যালেন্‌সের উপর এই কার্য্য সাধনের ভার অর্পণ করিলেন। তিনি এই কার্য্যসাধনের জন্য মুক্তহস্তে স্বর্ণরজত ব্যবহার করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়া স্কট্‌লণ্ডে প্রত্যাগত হইলেন। ভ্যালেন্‌স্ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া সার্ জন্ মণ্টীথ্‌কে লেন্‌কসের অধিপতিত্ব ও তিন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে প্রিয়সহচর ওয়ালেস্‌কে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত করাইলেন। একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইল। ভ্যালেন্‌স্ মণ্টীথ-লিখিত সেই প্রতিজ্ঞাপত্র খানি লইয়া মহা হর্ষে এড্‌ওয়ার্ড-সমীপে গমন করিলেন। সেই প্রতিজ্ঞাপত্র দেখিয়া এড্‌ওয়ার্ডের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এদিকে ওয়ালেস্ সেণ্ট্ জন্‌ষ্টন্ দুর্গের অবরোধে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরাজেরা সবিশেষ বীরত্বের সহিত সেই দুর্গরক্ষা করিতেছিলেন। একদিন প্রত্যূষে পাঁচ সহস্র ইংরাজ সৈন্য দক্ষিণ দুর্গদ্বার দিয়া স্কট্-ব্যূহ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। কিন্তু স্কটিশ বীরবৃন্দ নিমেষ-মধ্যে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। স্কটেরা ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দুর্গমধ্যে লইয়া গেলেন। ডণ্ডাস্ আক্রমণবেগে সহচরবৃন্দকে ফেলিয়া দুর্গাভ্যন্তরে গিয়া পড়িলেন। অমনি ইংরাজ সৈনিকেরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সেনাপতি আরল্ ইয়র্কের নিকট লইয়া গেল। তিনি ওয়ালেস্‌কে বাধ্য করিবার নিমিত্ত ডণ্ডাস্‌কে দূত-দ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আরল্ ইয়র্ক ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার এই সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ওয়ালেস্ এড্‌ওয়ার্ডের বশ্যতা স্বীকার করিবেন। কিন্তু ওয়ালেস্ কিছুতেই লক্ষ্য-চ্যুত হইবার নহেন। তিনি এই সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে ইংরাজ সেনাপতিকে ধন্যবাদ পাঠাইলেন।

স্কট্ বীরবৃন্দের বীরকাহিনী ক্রমে স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে

লাগিল। আরল্‌ ফাইফ, ও ফাইফের সেরিফ দুই জনে স্বদলে আসিয়া জাতীয় পতাকামূলে দাঁড়াইলেন। মিলিত স্কট্‌-সেনা প্রচণ্ড বেগে স্কট্‌দুর্গ আক্রমণ করিল। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া স্কটেরা দুর্গাভ্যন্তরে গিয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের শাণিত অসি প্রহারে নিমেষমধ্যে সহস্র ইংরাজ শমন-সদনে প্রেরিত হইল। পরে ইংরাজমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ওয়ালেস্‌ পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া আরল্‌ ইয়র্কের জীবনরক্ষার জন্য তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। জপ্‌ এই দৌত্যকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি আরল্‌ ইয়র্কের জন্য একখানি শকট আনয়ন করিলেন। তাঁহাকে স্কটিশ সৈনিকের পরিচ্ছদ পরাইয়া শকটে আরোপিত করিলেন এবং উপযুক্ত পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকেও মুক্তি প্রদান করা হইল। এই বিজয়, শক্তি-তুলা-দণ্ডকে স্কট্‌গণের অনুকূলে ফিরাইল। ওয়ালেস্‌ এক্ষণে স্কট-গণকে জাতীয় পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে আহ্বান করিলেন।

এই জয় ঘোষণা করিয়া ওয়ালেস্‌ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রবার্টব্রুসের ভ্রাতা এড্‌ওয়ার্ড ব্রুস্‌ গত বৎসর আয়র্লণ্ডে ছিলেন। তিনি আয়র্লণ্ড হইতে কতিপয় সৈনিকপুরুষ লইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সাহায্যে তিনি অসংখ্য ইংরাজকে রণে পরাজিত ও নিহত করেন, এবং হুইগ্‌টন্‌ দুর্গ অধিকার করেন। লক্‌লেবেন্‌ নগরে ওয়ালেস্‌ ও এডওয়ার্ড ব্রুস বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে ভক্তিভাবে আলিঙ্গন করিলেন। এড্‌ওয়ার্ড ব্রুস্‌ সেই স্থলেই জাতীয় অধিনায়কত্ব পদে, বৃত হইলেন। ওয়ালেস্‌ আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন—যদি রবার্ট ব্রুস স্কট্‌লণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সেই সিংহাসন এড্‌ওয়ার্ড ব্রুসকে প্রদান করা যাইবে। ওয়ালেস্‌ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কমনকের কৃষ্ণগুহাস্থিত নিজ গৈরিকাবাসে গমন করিলেন। এদিকে ওয়ালেস্‌ ও এড্‌ওয়ার্ড ব্রুসের এই সন্ধিসংবাদ ইংলণ্ডেশ্বর এড্‌ওয়ার্ডের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তিনবার স্কট্‌লণ্ডের

পরাজয় করিয়া তথায় নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া আসার পর তিন বারই স্কট্‌লণ্ড আবার মাথা তুলিল দেখিয়া এড্‌ওয়ার্ড স্কট্‌লণ্ড পুনরাক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন ওয়ালেস জীবিত থাকিতে তাঁহার স্কট্‌লণ্ডের বিষয়ে কোন আশা নাই। এই কারণে তিনি মণ্টীথ্‌কে ওয়ালেস্‌কে ধরিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন। মণ্টীথ্‌ এড্‌ওয়ার্ড কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া নিজ ভাগিনেয়কে ওয়ালেসের গৃহকার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। সেই যুবক ওয়ালেস্‌কে ধরিয়া দিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া ভৃত্যভাবে রহিল। স্কট্‌লণ্ডে শান্তি ও স্বাধীনতা সংস্থাপন করিবেন—এই চিন্তায় অভিভূত থাকায় ওয়ালেস্‌ সেই যুবকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে নিজ সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

স্কট্‌লণ্ড হইতে ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া ওয়ালেস্‌ বিশ্বস্ত দূত জপকে পত্রসহ ইংলণ্ড-স্থিত রবার্ট ব্রুসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। লিখিয়া পাঠাইলেন যে স্কট লণ্ডের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া আছে, তিনি আসিয়া তাহাতে অধিরোহণ করুন্—স্কট-লণ্ডের আবাল বৃদ্ধ বনিতা ইহাতে সুখী হইবে, এবং ইহাতে প্রতিবাদী হইবার কেহ নাই। ব্রুস্‌ এই সংবাদে নিরতিশয় সুখী হইলেন, এবং ওয়ালেস্‌কে এই শুভ সংবাদ জন্য ধন্যবাদ দিয়া কিরূপে অজ্ঞাতভাবে ইংলণ্ড হইতে পলায়ন করিবেন তদ্বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন; এবং তাঁহাকে গ্লাস্‌গো-মূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম রজনীতে তিনি গুপ্তভাবে তথায় গিয়া ওয়ালেসের সহিত মিলিত হইবেন লিখিয়া পাঠাইলেন। ওয়ালেস্‌কেও একাকী প্রচ্ছন্নভাবে তথায় আসিতে অনুরোধ করিলেন।

ওয়ালেস্‌ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি সেই নির্দ্দিষ্ট রজনীতে কার্লে এবং মণ্টীথ্‌-প্রেরিত সেই যুবক মাত্র সমভিব্যাহারে

গ্লাস্‌গো মূরে গমন করিলেন। তিনি ব্রুসের আগমন প্রতীক্ষায় নগরের প্রান্তভাগে পাদচারে বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে বিশ্বাসঘাতক মণ্টীথ্ ষাইটজন সশস্ত্র পুরুষ সহ সেই রজনীতে গ্লাস্‌গোমূরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গ্লাস্‌গো গির্জার অদূরে কোন আবাসে লোকজন সহ গুপ্তভাবে রহিলেন। ওয়ালেস-ও বহুক্ষণ ব্রুসের অপেক্ষা করিয়া তাঁহার অনাগমে হতাশ হইয়া প্রিয়বন্ধু কার্লে সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী কোন পান্থ-নিবাসে বিশ্রা-মার্থ গমন করিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর—নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ওয়ালেস্ ও তদীয় বন্ধু কার্লে বিশ্রামার্থ গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। যুবক অনুচর বাহিরে পাহারা দিতে লাগিল। যখন তাঁহারা নিদ্রায় হতচেতন হইলেন, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক যুবক ভৃত্য ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র করিল। পরে মণ্টী-থকে গিয়া তাঁহাদিগের সেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ অবস্থা জানাইল। দুরাচার মণ্টীথ তৎক্ষণাৎ লোকজন সহ আসিয়া সেই বাটী ঘিরিয়া ফেলিল, এবং গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রাভিভূত কার্লেকে দ্বারদেশে টানিয়া আনিয়া নিহত করিল। তাহার পর পাষণ্ডেরা নিদ্রিত বীরসিংহকে রশ্মি দ্বারা আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। ওয়ালেসের অমনই নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি এক লম্ফে দূরে গিয়া পড়িলেন এবং অন্ধকারে অস্ত্র শস্ত্র হাতড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছু পাইলেন না; তখন সম্মুখে যাহাকে পাইতে লাগিলেন তাহাকেই ধরিয়া আছাড় দিতে লাগিলেন। এই প্রচণ্ড আঘাতে অনেক ইংরাজ শমনসদনে প্রেরিত হইল। প্রমাদ গণিয়া মণ্টীথ্ কৌশল অবলম্বন করিলেন; বলিলেন ইংরাজেরা অসংখ্য সৈন্যসহ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—তাঁহাকে ইংরাজদিগের হস্ত হইতে কৌশলে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বন্দীভাবে যাইলে তাহারা কিছু বলিবে না; এইরূপে তিনি কৌশলে ইংরাজদিগের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তদীয় আবাসে রাখিয়া আসিবেন। মণ্টীথ্ এক সময়ে ওয়ালেসের প্রিয় সহচর

ছিলেন। এমনই সহানুভূতিপূর্ণ বচনে তিনি এই কথাগুলি বলিলেন যে ওয়ালেস্ সন্দেহ করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি বিশ্বাস রাখিবার জন্য মণ্টীথ্‌কে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন। মণ্টীথ্ অম্লানবদনে ঈশ্বর-সমীপে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে কখনই ওয়ালেস্‌কে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবেন না। সরলহৃদয় ওয়ালেস্ এইরূপে মণ্টীথের কুহকে ভুলিয়া নিজ হস্তদ্বয় রশ্মিদ্বারা আবদ্ধ করিতে অনুমোদন করিলেন। আপনি ধরা না দিলে সে নর-সিংহকে ধরিতে পারিত এমন লোক কেহ ছিলনা। বদ্ধহস্ত হওয়ার পর তিনি প্রিয়বন্ধু কার্লের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। তথন বুঝিলেন যে তিনি বিশ্বাসঘাতক দস্যুর হস্তে পতিত হইয়াছেন। তথন বুঝিলেন যে তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু নিজের ভাবনা অপেক্ষা স্কট্‌লণ্ডের ভাবনায় তিনি অধিকতর অভিভূত হইলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে স্কট্‌লণ্ডের কি দশা হইবে এই ভাবিয়া তিনি নিরতিশয় কাতর হইলেন।

এদিকে ওয়ালেসের বন্ধুবান্ধবেরা ওয়ালেসের এসমস্ত বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না। ওয়ালেস্ তাঁহাদিগের হস্ত-বহির্ভূত হইলে পর, তাঁহারা সবিশেষ জানিতে পারিলেন। মণ্টীথ্ এত দ্রুত ওয়ালেস্‌কে লইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যূষে কার্লাইলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় আসিয়াই তাঁহাকে লর্ড ক্লিফোর্ড ও ভ্যালেন্সের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা ওয়ালে্‌কে উক্ত নগরের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। সেই অবধি সেই কারাগার 'ওয়ালেস্ টাওয়ার' নামে খ্যাত হইয়াছে। কুক্ষণে ওয়ালেস্ একাকী ক্রূসের অভ্যর্থনায় নির্গত হইয়াছিলেন। কুক্ষণে তিনি বিশ্বাসঘাতক মণ্টীথ্‌কে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন! হায় কি হইল! স্কট্‌লণ্ডের ধ্রুবতারা আজ খসিয়া পড়িল! কে এখন স্কট্‌লণ্ডকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে?

সপ্তদশ অধ্যায়।

ওয়ালেসের বিচার ও প্রাণদণ্ড।

মণ্টীথ কার্লাইলের কারাগার হইতে ওয়ালেস্‌কে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ও ওয়ালেস্ কৃষ্ণবর্ণের শকটযানে আরূঢ়, ও দুইশত অশ্বারোহী ইংরাজ সৈন্য সেই কৃষ্ণ শকটের পশ্চাদ্বর্ত্তী। এইরূপে সেই বন্দিশকট কার্লাইল হইতে দক্ষিণাভিমুখী হইল। প্রচণ্ডবেগে শকট চলিতে লাগিল। যেন স্কটিশ্ সূর্য্য সে দিন দক্ষিণ-সাগরে অস্তমিত হইবার জন্য সেইই দিকে ছুটিল? অথবা যেন কোন দৈবী শক্তি স্কট্‌লণ্ডের বক্ষঃস্থল হইতে ইহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া সুদূর দক্ষিণাপথে প্রক্ষিপ্ত করিল! সহসা যেন স্কটিশ গগন তমসাচ্ছন্ন হইল! সহসা যেন স্কটিশ হৃদয়ের রক্ত-স্রোত বন্ধ হইল! যিনি স্কটলণ্ডের পুনরুদ্ধারের জন্য বক্ষ চিরিয়া রক্ত দিয়াছিলেন, যিনি জন্ম-ভূমির পুনরুদ্ধারের জন্য সমরাঙ্গনকে সুখশয্যা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, আজ সেই স্কটিশ্ বীর-চূড়ামণি ওয়ালেস্ স্কট্‌লণ্ডকে শূন্য করিয়া স্কট্‌লণ্ডের জ্ঞাতি-দ্রোহিতা ও স্বার্থপরতা রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আত্মবলি দিতে ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন—এই সংবাদে স্কট্‌লণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা আজ গৃহে গৃহে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদে ওয়ালেসের প্রিয় সহচর লণ্ড্‌ভিলের শোকের আর সীমা রহিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যত দিন তিনি ইহার প্রতিশোধ লইতে না পারিবেন, ততদিন স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন না—স্কট্‌লণ্ডেই অবস্থিতি করিলেন। তিনি লক্‌মেবেনে গমন করিলেন, তথায় এড্‌ওয়ার্ড ব্রুসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তথায় তাঁহারা স্কট্‌লণ্ডেশ্বর রবার্ট ব্রুসের আগমন প্রতীক্ষায় অব-

স্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যানক্‌বরন্ স্বাধীনতা সমরে ল্ ঙভিল্ এই ববার্ট ব্রুসেরই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীনতার জন্য অদ্ভুত রণ-নৈপুণ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রুস্ আসিয়া ওয়ালেসের বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এড্‌ওয়ার্ড ব্রুস ভ্রাতার নিকট ওয়ালেসের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিলেন, এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য শীঘ্র বদ্ধপরিকর হইতে বলিলেন।

এদিকে সেই কৃষ্ণ রথ ওয়ালেস্‌কে লইয়া যথাসময়ে ইংলণ্ডে পৌছিল। এড্‌ওয়ার্ডের আনন্দের আর সীমা রহিল না। ওয়ালেস্ ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট ধৃত হইয়া উক্ত মাসের ২২এ তারিখে লণ্ডনে আনীত হন। সুতরাং পথে তাঁহার সপ্তদশ দিবস অতীত হইয়াছিল। পথে ইংলণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা সবিস্ময়ে স্কটিশবীরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ওয়ালেসের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য লোক লণ্ডনে প্রবেশ করিল। সে দিবস ফ্রেঞ্চর্চ ষ্ট্রীটের কোন গৃহস্থের বাটীতে তাঁহাকে রাখা হইল। পরদিন ওয়ালেস্ অশ্বপৃষ্ঠে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে নীত হইলেন। ইংলণ্ডের গ্রাণ্ড মার্সাল সার্ জন্ ডি গ্রেভ্, লণ্ডনের রেকর্ডার জিওফ্রে, মেয়র, সেরিফ, আল্‌ডারমেন্ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত গমন করিলেন। পশ্চাতে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক ধাবিত হইল। এড্‌ওয়ার্ডের ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। যাহাতে জজেরা ওয়ালেস্‌কে দোষী সাব্যস্ত করেন, এই জন্য তিনি সেই দিবস বার বার জজের সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কখন তিন জন, কখন চারি-জন, কখন পাঁচজন জজে বিচার করিবেন স্থির করিলেন। কখন দুইজন, কখন তিন জনে কোরম্ হইবে স্থির করিলেন। দালানের দক্ষিণ মঞ্চে ওয়ালেস্ উপবেশিত হইলেন। ওয়ালেস্ স্পর্দ্ধা করিয়া পূর্ব্বে বলিতেন যে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে বসিয়া ইংলণ্ডের রাজমুকুট মস্তকে পরিধান করিবেন। আজ তাই ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁহাকে সেই স্থলে বসাইয়া তাঁহার মস্তকে লরেল মুকুট অর্পিত করা হইল।

ক্ষুদ্রচেতা এড্‌ওয়ার্ড এরূপ নিদারুণ সময়ে ওয়ালেস্‌কে এরূপ মর্ম্ম-বেদনা দিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইংরাজরাজের এ অভ্যাস চিরন্তন। একদিন ওয়েল্‌সের পেট্রিয়ট্‌ লিওলিন্‌কেও এইরূপ মর্ম্মন্তুদ অপমান করা হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক কাটিয়া লইয়া লণ্ডন টাওয়ারের উপর রাখিয়া তদুপরি আইভী লতার মুকুট অর্পিত করা হইয়াছিল। ওয়ালেসের বধের পর স্যার সাইমন্ ফ্রেজরেরও এই দুর্দ্দশা করা হইয়াছিল!

ওয়ালেসের বিরুদ্ধে রাজ-বিদ্রোহিতার অভিযোগ করা হইল। সিগ্রেভ, মালুরী, স্যাণ্ডউইচ, রাকৃওয়েল্‌, ব্লিও্‌, এই পাঁচজন জজে ওয়ালেসের বিচার আরম্ভ করিলেন। বিচারের ফল যাহা হইবে তাহা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত ছিল। তথাপি জজেরা লোক-ধর্ম্মের অনুরোধে ওয়ালেস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি রাজবিদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছ, তুমি দোষী কি নির্দ্দোষী?' ওয়ালেস্ উত্তর দিলেন 'আমি নির্দ্দোষী, কারণ আমি কখন ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজা ছিলাম না, সুতরাং রাজবিদ্রোহিতার অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে হইতে পারে না।' জজেরা ওয়ালেসের এ সঙ্গত উত্তরে কর্ণপাতও করিলেন না। অন্তর্জাতীয় বিধি অনুসারে তিনি যে রাজবিদ্রোহিতা-অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে পারেন না, তাহা জগৎ বুঝিল, কিন্তু জজেরা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। কারণ তাঁহারা এড্‌-ওয়ার্ডের নিকট নিজ নিজ কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি বিক্রীত করিয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহারা বিচারকের মর্য্যাদায় ও দায়িত্বে পদাঘাত করিয়া বিড়ম্বনাময় লোক-দেখানে বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাই আজ তাঁহারা নিম্নলিখিত অযৌক্তিক ও ন্যায়-বিগর্হিত মন্তব্য প্রকাশ ও দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাঁহারা এডওয়ার্ড যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাই করিয়া বিচারকের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহাদের রায়ের মর্ম্ম এই—'স্কট্‌লণ্ডেশ্বর জন বেলিয়ল্‌ রাজ্যচ্যুত হওয়ায়, ইংলণ্ডেশ্বর এড্‌ওয়ার্ড স্কট্‌লণ্ড বিজিত ও অধিকৃত করেন। স্কট্-

লণ্ডের যাজক-মণ্ডলী, আরল্, ব্যারন্‌গণ, এবং অন্যান্য প্রজাবৃন্দ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। তিনি স্কটলণ্ডময় শান্তি প্রচার করিয়াছেন, এবং স্কট্‌লণ্ডের রীতি নীতির অনুযায়ী শাসন-প্রণালী তাহাতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। এই সকল সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত হইল যে উক্ত ওয়ালেস্ অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ কর্ম্ম-চারিগণকে আক্রমণ করিয়াছে; লানার্কের সেরিফ্ হেসেল্‌রীগ্‌কে বধ করিয়া তাঁহার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াছে; ক্রমশঃ উপচিতবল ও প্রভাবান্বিত হইয়া ইংরাজ দুর্গ সকল সবলে গ্রহণ করিয়াছে; স্কট্-লণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুরূপে স্কট্‌লণ্ডে নিজের আদেশ প্রচার করি-য়াছে; পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিয়াছে; ফরাশিরাজের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে; নর্দ্দাম্‌বর্‌ল্যাণ্ড, কম্বর্ল্যাণ্ড ও ওয়েষ্ট-মোরল্যাণ্ড আলোড়িত করিয়া বেড়াইয়াছে;—ফল্‌কার্ক সমর-ক্ষেত্রে প্রকাশ্য যুদ্ধে ইংলণ্ডেশ্বরের সম্মুখীন হইয়াছিল; এবং পরাজিত হইবার পর যখন তাঁহাকে বলা হইল যে ক্ষমা চাহিয়া সে শান্তি গ্রহণ করুক, তখন সে শান্তি গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিল। সুতরাং সেই সকল কারণে তাহাকে সেই সময়েই আইন-বহির্ভূত (Outlawed) করা হইয়াছে; এবং সে তাহার পর আর ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট ক্ষমা চাহিয়া শান্তিভিক্ষা করে নাই, সুতরাং তাহাকে জবাব দেওয়ার ও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দেওয়া ইংলণ্ডের আইন অনুসারে অবৈধ ও ন্যায়বিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অত-এব তাহাকে সে অধিকার দেওয়া হইতে পারে না। এক্ষণে তাহার প্রতি মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা বিহিত হইল—আরও এই আদেশ দেওয়া গেল যে তাহার মস্তক ছেদন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া চতু-র্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করা হইবে। ধন্য বিচারকগণ! ধন্য তোমাদের বিচার-প্রণালী! যেমন রাজা তাঁহার তেমনই বিচারক!

বধ্যভূমিতে যাইবার পথের দুই ধারে দুই শ্রেণী সশস্ত্র পুরুষ, দণ্ডায়-মান, পশ্চাতে অসংখ্য লোক ধাবিত—এই অবস্থায় ওয়ালেস্ বধ্য-ভূমিতে নীত হইলেন। ওয়ালেসের মুখে সাহস ও শান্তি বিরাজমান।

স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে ওয়ালেসের মনে যেন অপরিসীম আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। তিনি একজন যাজক অথবা কন্‌ফেসর চাহিলেন, দুরাচার এড্‌ওয়ার্ড তাহা তাঁহাকেও দিলেন না—বলিলেন যে, যে ব্যক্তি ওয়ালেস্ সম্বন্ধে সে কার্য্য করিবে তাহার প্রতি প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা বিহিত হইবে। কিন্তু কাণ্টর্‌বরীব বিসপ্ এড্‌ওয়ার্ডকে ধিক্কার দিয়া তাঁহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া ওয়ালেসের কন্‌ফেসরের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিতে আদেশ দিলেন,—কিন্তু তাঁহার সহচর মন্ত্রিবর্গ তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন।

ওয়ালেস্ বিসপের নিকট জীবনের কাহিনী কিছুই গোপন না করিয়া সমস্ত ব্যক্ত (Confess) করিলেন এবং নতজানু হইয়া নিজ আত্মাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিলেন। বিসপ্ পরবর্ত্তী দৃশ্য দেখিতে পারিবেন না বলিয়া বধ্যভূমি হইতে পলায়ন করিলেন। ঘাতকেরা তাহার পর তাঁহাকে বধ্যযূপেব নিকট লইয়া গেল। তাঁহার হস্তপদ তখনও সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ—আজ ত্রিশ দিন ধরিয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় রাখিয়াছে। ওয়ালেস্ লর্ড ক্লিফোর্ডের নিকট তাঁহার চির-সহচর উপাসনা-পুস্তকখানি ফিরিয়া চাহিলেন। এই পুস্তকখানি কারাগারে লইয়া যাইবার সময়, তাঁহাব গাত্রবস্ত্র সহ কারাধ্যক্ষের জিম্মায় রক্ষিত হইয়াছিল। হাড়্‌কাটে যখন তাঁহার মস্তক সন্ন্যস্ত হইল, তখন তিনি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সেই পুস্তকখানি ধরিতে বলিলেন। তাঁহার নয়ন-সমক্ষে পুস্তক ধরা হইল, তিনি এক দৃষ্টিতে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ চৈতন্য রহিল, ততক্ষণ তিনি, মাতৃদত্ত এই উপাসনা পুস্তকের দিকে ভক্তিভাবে তাকাইয়া রহিলেন। এদিকে ঘাতকেরা তাহাদিগের নৃশংস কার্য্য সাধন করিয়া ফেলিল। আজ ইংলণ্ডের বধ্যভূমিতে স্কট্‌লণ্ডের গগনের চাঁদ রাহুগ্রস্ত হইলেন! আজ বসুমতী বীররক্তে উক্ষিত হইয়া প্রচণ্ড-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন! আজ ইংলণ্ডের বক্ষ সেই রুধিরানলে পুড়িয়া ছারখার হইল! ২৩এ আগষ্ট ভীষণ নৃশংসতার সহিত এই বীরমেধ

যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল! পিশাচেরা সেই বীরদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল! তাঁহার মস্তক লণ্ডন সেতুর উপর, দক্ষিণ হস্ত নিউকাসল্ সেতুর উপর স্থাপিত করা হইল। বাম হস্ত বারউইকে, দক্ষিণপদ পার্থে, ও বামপদ আবার্ডিনে প্রেরিত করা হইল। এই-রূপে সেই মহাবীর প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত স্কটিশ পেটিয়ট্ স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য—এবং অনন্তকাল মানব জাতির শিক্ষার জন্য—আত্মোৎসর্গ করিলেন। ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য তোমার আত্মোৎসর্গ! পুণ্যভূমি সেই দেশ, যে দেশে তোমার মত পুণ্যাত্মা জন্ম-গ্রহণ করেন। ধন্য সেই জাতি, তোমার মত লোক আত্মজন্ম দ্বারা যে জাতিকে পূত ও অনুগৃহীত করেন!

যে সর্ব্বসংহারক যম জগতের কোন প্রাণীকে ছাড়ে না, ভাল মন্দ বিচার করে না, সেই যম ওয়ালেসের দেবোচিত গুণগ্রাম সহিতে না পারিয়া, অকালে তাঁহাকে কুক্ষিগত করিল! কিন্তু মূঢ়! তোমার বৃথা চেষ্টা! যিনি নিজের অদ্ভুত আত্মোৎসর্গে অমরত্ব লাভ করিয়া-ছেন, তাঁহাকে কুক্ষিগুপ্ত করিয়া রাখা তোমার অসাধ্য। তুমি মূর্খ তাই তাঁর গলিত ঘৃণ্য স্থূল শরীর লইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছ! ঐ দেখ ওয়ালেস্ বিদ্যুন্ময় সূক্ষ্ম শরীরে দাসত্ব-নিপীড়িত মৃতপ্রায় কোটী কোটী মানবদেহে জীবন-সঞ্চার করিতেছেন। ঐ দেখ প্রচণ্ড বায়ু-তাড়নে তাঁহার চিতাভস্মের এক একটী রেণু অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে সমস্ত পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্পর্শ করা যমেরও অসাধ্য। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যাহাকে স্পর্শ করে, সেই অমরত্ব লাভ করে। সে বিদ্যুৎ যে শরীরে সংক্রামিত হয়, সে আর মৃত্যুকে ভয় করে না। যাহার স্থূল শরীরে মমতা, স্থূলশরীর ভোগ্য ভোগবিলাসিতায় আসক্তি, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুভয়ে জড়ীভূত হয়। উৎসর্গীকৃতপ্রাণ নিষ্কাম যোগী মৃত্যুভয় জানে না, কর্ত্তব্যপালনের জন্য মৃত্যুকে প্রিয় সুহৃৎভাবে আলিঙ্গন করে। তাই ঘাতকগণের উত্তোলিত খড়্গ দেখিয়াও ওয়ালেসের মুখ বিষণ্ণ হয় নাই। তাই তিনি জননী জন্মভূমির জন্য স্থূল শরীর বিসর্জ্জন করিতেছেন বলিয়া

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া এডওয়ার্ড নিজের পিশাচত্ব দেখাইলেন মাত্র। তাঁহাব সেই পৈশাচিক কার্য্যে ওয়ালেসের কীর্ত্তি অনন্তকালস্থায়িনী হইল, কিন্তু তাঁহার যশঃশশধর চিরকালিমায় আবৃত হইল।

সমাপ্ত।